গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গতিশীল ও শক্তিশালীকরণ কমিটি

# প্রতিবেদন

৪র্থ খণ্ড

নভেম্বর ২০০৭

## স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) অধ্যাদেশ, ২০০৭

(২০০৭ সালের ------- নং অধ্যাদেশ)

স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

# স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) অধ্যাদেশ, ২০০৭
## (২০০৭ সালের ------- নং অধ্যাদেশ)

### প্রথম ভাগ


**প্রথম অধ্যায়ঃ** **প্রারম্ভিক**

| ধারা | বিষয় |
|---|---|
| ১। | সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ |
| ২। | সংজ্ঞা |

**দ্বিতীয় ভাগ**

**প্রথম অধ্যায়ঃ** **কর্পোরেশন সৃষ্টি ও গঠন**

| | |
|---|---|
| ৩। | সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা |
| ৪। | কর্পোরেশন গঠন |
| ৫। | কর্পোরেশনের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কার্যকাল ইত্যাদি |

**দ্বিতীয় অধ্যায়** **মেয়র ও কাউন্সিলর সম্পর্কিত বিধান**

| | |
|---|---|
| ৬। | মেয়র ও কাউন্সিলরগণের শপথ |
| ৭। | সম্পত্তি সম্পর্কিত ঘোষণা |
| ৮। | মেয়র এবং কাউন্সিলরগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা |
| ৯। | একই ব্যক্তির দুইটি পদে প্রার্থী না হওয়া |
| ১০। | মেয়র ও কাউন্সিলরগণের পদত্যাগ |
| ১১। | মেয়র ও কাউন্সিলরগণের সাময়িক বরখাস্তকরণ ও অপসারণ |
| ১২। | অনাস্থা প্রস্তাব |
| ১৩। | মেয়র ও কাউন্সিলরগণের পদ শূন্য হওয়া |
| ১৪। | আকস্মিক পদ শূন্যতা |
| ১৫। | মেয়র ও কাউন্সিলরগণের অনুপস্থিতির ছুটি |
| ১৬। | মেয়র ও কাউন্সিলরগণের কার্যবন্টন, সম্মানী ও অন্যান্য সুবিধা |
| ১৭। | মেয়র ও কাউন্সিলরগণের রেকর্ডপত্র দেখিবার অধিকার |
| ১৮। | মেয়রের প্যানেল |
| ১৯। | কাউন্সিলর কর্তৃক মেয়রের দায়িত্ব পালন |
| ২০। | সদস্যপদ পুনর্বহাল |
| ২১। | দায়িত্ব হস্তান্তর |
| ২২। | ব্যত্যয়ের দণ্ড |
| ২৩। | অবস্থা বিশেষে প্রশাসক নিয়োগ |
| ২৪। | গেজেট নোটিফিকেশন |

**তৃতীয় অধ্যায়ঃ** **মেয়র এবং কাউন্সিলর নির্বাচন**

| | |
|---|---|
| ২৫। | সিটি কর্পোরেশনকে ওয়ার্ডে বিভক্তিকরণ |
| ২৬। | সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা নিয়োগ |
| ২৭। | ওয়ার্ডের সীমা নির্ধারণ |
| ২৮। | মহিলা আসনের ওয়ার্ড সংখ্যা নির্ধারণ |
| ২৯। | ভোটার তালিকা |

৩০। ভোটাধিকার
৩১। কাউন্সিলর নির্বাচন
৩২। নির্বাচনের সময় ইত্যাদি
৩৩। নির্বাচন পরিচালনা
৩৪। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ

**চতুর্থ অধ্যায়ঃ নির্বাচনী বিরোধ**

৩৫। নির্বাচনী দরখাস্ত দাখিল
৩৬। নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচন আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন
৩৭। নির্বাচনী দরখাস্ত স্থানান্তর
৩৮। নির্বাচনী দরখাস্ত, আপিল ইত্যাদি নিষ্পত্তি

**পঞ্চম অধ্যায়ঃ কর্পোরেশনের কার্যাবলী**

৩৯। কর্পোরেশনের দায়িত্ব ও কার্যাবলী
৪০। সরকারের নিকট কর্পোরেশনের কার্যাবলী হস্তান্তর ইত্যাদি
৪১। সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন
৪২। নাগরিক সনদ প্রকাশ
৪৩। উন্নততর তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও সুশাসন

**ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ নির্বাহী ক্ষমতা**

৪৪। নির্বাহী ক্ষমতা ও কার্য পরিচালনা
৪৫। সিটি কর্পোরেশনকে অঞ্চলে বিভক্তিকরণ
৪৬। কার্য নিষ্পন্নকরণ
৪৭। কর্পোরেশনের সভা
৪৮। স্থায়ী কমিটি গঠন
৪৯। স্থায়ী কমিটিসমূহের কার্যাবলী
৫০। অন্যান্য কমিটি গঠন
৫১। কর্পোরেশনের কাজে যে কোন ব্যক্তির সম্পৃক্তকরণ
৫২। কর্পোরেশনের সভায় জনসাধারণের প্রবেশাধিকার
৫৩। কাউন্সিলরগণের ভোটদানের উপর বাধা-নিষেধ
৫৪। সভার কার্য পদ্ধতি ও কার্য পরিচালনা
৫৫। সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধকরণ
৫৬। কার্যাবলী ও কার্যধারা বৈধকরণ
৫৭। চুক্তি
৫৮। পূর্ত কাজ
৫৯। নথিপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদি

**সপ্তম অধ্যায়ঃ কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ**

৬০। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
৬১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার বিশেষ ক্ষমতা
৬২। নথিপত্রের হেফাজত
৬৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সভা সম্পর্কিত অধিকার
৬৪। পদসমূহের তফসিল
৬৫। তফসিল বর্হিভূত পদে নিয়োগদানে বাধা নিষেধ
৬৬। নিয়োগদানকারী কর্তৃপক্ষ

৬৭। ভবিষ্য তহবিল ইত্যাদি
৬৮। কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের শাস্তি
৬৯। চাকুরির মেয়াদ ও শর্তাবলী
৭০। কর্পোরেশনের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সম্পর্ক

## তৃতীয় ভাগ

**প্রথম অধ্যায়ঃ কর্পোরেশনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা**

৭১। কর্পোরেশনের তহবিল গঠন
৭২। কর্পোরেশন তহবিল সংরক্ষণ, বিনিয়োগ ইত্যাদি
৭৩। কর্পোরেশন তহবিলের প্রয়োগ
৭৪। কর্পোরেশন তহবিলের উপর দায়
৭৫। বাজেট মঞ্জুরী বহির্ভূত ব্যয় সংক্রান্ত
৭৬। কর্পোরেশন তহবিল হইতে জনস্বার্থে অর্থ ব্যয়
৭৭। বাজেট
৭৮। হিসাব
৭৯। নিরীক্ষা
৮০। ঋণ
৮১। কর্পোরেশনের সম্পত্তি
৮২। কর্পোরেশনের নিকট দায়
৮৩। কমিশনের অর্থ বিষয়ক সুপারিশ বাস্তবায়ন

**দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ কর্পোরেশনের করারোপ**

৮৪। করারোপণ
৮৫। প্রজ্ঞাপন ও কর বলবৎকরণ
৮৬। আদর্শ কর তফসিল
৮৭। কর আরোপণের ক্ষেত্রে নির্দেশাবলী
৮৮। কর সংক্রান্ত দায়
৮৯। কর সংগ্রহ ও আদায়
৯০। কর নিরূপণের বিরুদ্ধে আপত্তি
৯১। বেতনাদি হইতে কর কর্তন
৯২। কর ইত্যাদি আরোপণ পদ্ধতি

## চতুর্থ ভাগ

**প্রথম অধ্যায়ঃ কর্পোরেশন পরিচালনা প্রতিবেদন**

৯৩। কর্পোরেশনের বার্ষিক পরিচালনা প্রতিবেদন

**দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ অপরাধ ও দণ্ড**

৯৪। অপরাধ
৯৫। দণ্ড
৯৬। অভিযোগ প্রত্যাহার
৯৭। অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ
৯৮। পুলিশ অফিসারের কর্তব্য

## পঞ্চম ভাগ

### প্রথম অধ্যায়ঃ কর্পোরেশন সংক্রান্ত সরকার এবং কমিশনের ক্ষমতা ও দায়িত্বাবলী


৯৯। রের্কড, ইত্যাদি তলব
১০০। পরিদর্শন
১০১। প্রশাসনিক ব্যাপারে সরকারের নির্দেশ
১০২। ধারা ১০০ এর অধীনে আদেশ কার্যকরীকরণ
১০৩। বে-আইনী কার্যক্রম বাতিল
১০৪। কর্পোরেশনের কোন বিশেষ বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম সাময়িকভাবে স্থগিতকরণ
১০৫। কর্পোরেশনের রেকর্ড ইত্যাদি পরিদর্শনের ক্ষমতা
১০৬। কারিগরি তদারকি ও পরিদর্শন
১০৭। সরকারের দিক নির্দেশনা প্রদান এবং তদন্ত করিবার ক্ষমতা
১০৮। কর্পোরেশন, মেয়র, কাউন্সিলর ও দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে গাফিলতির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ
১০৯। কর্পোরেশনের সিদ্ধান্ত, কার্যবিবরণী ইত্যাদি বাতিল বা স্থগিতকরণ
১১০। কর্পোরেশনের গঠন বাতিল ও পুনঃনির্বাচন
১১১। স্থায়ী আদেশ
১১২। স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন


### দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ তথ্য প্রাপ্তির অধিকার


১১৩। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার
১১৪। তথ্য সরবরাহের পদ্ধতি
১১৫। তথ্য প্রদান স্থগিত রাখিবার শাস্তি
১১৬। সরল বিশ্বাসে কৃত কর্ম


### তৃতীয় অধ্যায়ঃ টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল ইত্যাদি নিবন্ধিকরণ


১১৭। টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার ইত্যাদি নিবন্ধিকরণ
১১৮। প্রাইভেট হাসপাতাল ইত্যাদি নিবন্ধিকরণ
১১৯। নিবন্ধিকরণে ব্যর্থতার দণ্ড
১২০। কর্পোরেশন কর্তৃক ফি আদায়
১২১। পুনঃনিবন্ধিকরণ


## ষষ্ঠ ভাগ

### প্রথম অধ্যায়ঃ বিবিধ


১২২। মহানগর এলাকা সম্প্রসারণ বা সংকোচন
১২৩। আপিল
১২৪। ক্ষমতা অর্পণ
১২৫। লাইসেন্স ইত্যাদি
১২৬। কর্পোরেশনের পক্ষে ও বিপক্ষে মামলা
১২৭। নোটিশ এবং উহা জারিকরণ
১২৮। প্রকাশ্য রেকর্ড

১২৯। মেয়র, কাউন্সিলর ইত্যাদি জনসেবক
১৩০। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা
১৩১। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা
১৩২। উপ-আইন প্রণয়নের ক্ষমতা
১৩৩। বিধিমালা ইত্যাদি সম্পর্কে সাধারণ বিধানাবলী
১৩৪। সরল বিশ্বাসে কৃত কার্য রক্ষণ
১৩৫। রহিতকরণ ও হেফাজত
১৩৬। নির্ধারিত পদ্ধতিতে কতিপয় বিষয়ের নিষ্পত্তি
১৩৭। অসুবিধা দূরীকরণ

## তফসিল

**প্রথম তফসিলঃ** কর্পোরেশনের আওতাধীন ভৌগোলিক এলাকা

**দ্বিতীয় তফসিলঃ** শপথনামা

**তৃতীয় তফসিলঃ** বিস্তারিত কার্যাবলী

**চতুর্থ তফসিলঃ** কর্পোরেশন কর্তৃক আরোপণীয় কর, উপকর, রেইট, টোল এবং ফিস

**পঞ্চম তফসিলঃ** এই অধ্যাদেশের অধীন অপরাধসমূহ

**ষষ্ঠ তফসিলঃ** যে সকল বিষয় সম্পর্কে বিধি প্রণয়ন করা যাইবে

**সপ্তম তফসিলঃ** যে সকল বিষয় সম্পর্কে প্রবিধান প্রণয়ন করা যাইবে

**অষ্টম তফসিলঃ** যে সকল বিষয় সম্পর্কে উপ আইন প্রণয়ন করা যাইবে

# স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) অধ্যাদেশ, ২০০৭

## (২০০৭ সালের ------- নং অধ্যাদেশ)

## প্রথম ভাগ

### প্রথম অধ্যায়

#### প্রারম্ভিক

*যেহেতু বিদ্যমান সিটি কর্পোরেশন আইন/অধ্যাদেশসমূহ একীভূত, অভিন্ন এবং সমন্বিত করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু সিটি কর্পোরেশন সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন/অধ্যাদেশসমূহ রহিত করিয়া এতদ্বারা নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হইলঃ-*

**ধারা ১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ**

(১) এই অধ্যাদেশ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) অধ্যাদেশ, ২০০৭ নামে অভিহিত হইবে।

(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা বলবৎ হইবে।

(২) ইহা সরকার নির্ধারিত পদ্ধতিতে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষিত সকল কর্পোরেশন এলাকার জন্য প্রযোজ্য হইবে।

**ধারা ২। সংজ্ঞা**

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই অধ্যাদেশে-

(১) **'আবর্জনা'** অর্থ জঞ্জাল, উচ্ছিষ্ট, বিষ্ঠা-ময়লাদি, জীব-জন্তুর মৃতদেহ, নর্দমার তলানি, পয়ঃপ্রণালীর থিতানো বস্তু, ময়লার স্তুপ, বর্জ্য এবং অন্য যে কোন দূষিত পদার্থ বা আপত্তিকর দ্রব্য;

(২) **'ইমারত'** এর অন্তর্ভুক্ত হইবে যে কোন দোকান, বাড়িঘর, কুঁড়েঘর, বৈঠকঘর, চালা, আস্তাবল বা যে কোন প্রয়োজনে যে কোন দ্রব্যাদি সহযোগে নির্মিত কোন ঘেরা; ইহার আরও অন্তর্ভুক্ত হইবে দেয়াল, কূপ, বারান্দা, প্লাটফরম, মেঝে ও সিঁড়ি;

(৩) **'ইমারত নির্মাণ'** অর্থ একটি নতুন দালান নির্মাণ;

(৪) **'ইমারত পুনঃনির্মাণ'** অর্থ নির্দেশিতভাবে একটি দালানের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন;

(৫) **'ইমারত রেখা'** বলিতে ঐরূপ রেখাকে বুঝাইবে যাহার বাহিরে বিদ্যমান কিংবা প্রস্তাবিত রাস্তার দিকে ইমারতের বহির্মুখ বা বহির্দেয়ালের কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত হইবে না;

(৬) **'উৎপাত'** অর্থ এমন যেকোন কাজ, ত্রুটি, স্থান বা দ্রব্য দ্বারা সৃষ্টি, ঘ্রাণ বা শ্রবণ এর ক্ষেত্রে জখম, বিপদ, বিরক্তি বা অপরাধ ঘটানো বা ঘটাইতে পারে যাহা জীবনের জন্য মারাত্মক অথবা স্বাস্থ্য বা সম্পদের জন্য ক্ষতিকারক;

(৭) **'উপ-আইন'** বলিতে এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত উপ-আইনকে বুঝাইবে;

(৮) **'উপকর'** বলিতে এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত উপ-করকে বুঝাইবে;

(৯) **'উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ'** অর্থ শহর উন্নয়নের কার্যাবলী সম্পাদনের দায়িত্ব অর্পিত কোন সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ;

(১০) **'ওয়াটার ওয়ার্কস'** এর অন্তর্ভুক্ত হইবে কোন হ্রদ, জলপ্রবাহ, ঝর্ণা, কূপ, পাম্প, রিজার্ভ জলাধার, পুকুর, নল, জলকপাট, পাইপ, কালভার্ট এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং পানি সরবরাহ বা ব্যবহারের জন্য ব্যবহৃত;

(১১) **'ওয়ার্ড'** অর্থ একজন কাউন্সিলর নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সীমানা নির্ধারিত একটি ওয়ার্ড;

(১২) **'কর্পোরেশন'** বলিতে এই অধ্যাদেশের আওতায় গঠিত সিটি কর্পোরেশনকে বুঝাইবে;

(১৩) **'কনজারভেন্সী'** বলিতে আবর্জনা অপসারণ ও হস্তান্তরকে বুঝাইবে;

(১৪) **'কমিশন'** বলিতে এই অধ্যাদেশের ১১২ ধারার অধীনে গঠিত স্থানীয় সরকার কমিশনকে বুঝাইবে;

(১৫) **'কর'** শব্দের আওতায় যে কোন কর, উপকর, রেইট, টোল, ফি, শুল্ক অথবা এই অধ্যাদেশের অধীনে কার্যযোগ্য এমন যে কোন কর অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৬) **'কাউন্সিলর'** অর্থ কর্পোরেশনের কাউন্সিলর;

(১৭) **'কারখানা'** বলিতে ১৯৬৫ সালের কারখানা আইনে যেইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বুঝাইবে;

(১৮) **‘কার্যবিধি’** বলিতে এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত কার্যবিধিকে বুঝাইবে;

(১৯) **‘কার্যাবলী’** বলিতে ক্ষমতার অনুশীলন এবং দায়িত্ব পালন বুঝাইবে;

(২০) **‘ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড’** বলিতে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আইন ১৯২৪ এর অধীনে গঠিত ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডকে বুঝাইবে;

(২১) **‘খাজনা’** অর্থ আইনসম্মত উপায়ে কোন ইমারত বা জমি অধিকারে রাখিবার কারণে দখলদার বা ভাড়াটিয়া বা লীজ গ্রহীতা কর্তৃক আইনতঃ প্রদেয় অর্থ কিংবা দ্রব্য;

(২২) **‘খাদ্য’** এর অন্তর্ভুক্ত হইবে ঔষধ এবং পানীয় ব্যতীত মানুষের পানাহারের নিমিত্তে ব্যবহৃত সকল প্রকার দ্রব্য;

(২৩) **‘গণস্থান’** অর্থ কোন ভবন, আঙ্গিনা অথবা স্থান যেইখানে জনগণের প্রবেশ অধিকার রহিয়াছে;

(২৪) **‘জনপথ’** বলিতে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য পথ, রাস্তা ও সড়ককে বুঝাইবে;

(২৫) **‘জমি’** শব্দের আওতায় নির্মাণাধীন বা নির্মিত অথবা জলমগ্ন যে কোন জমি অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২৬) **‘টোল’** বলিতে এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত টোলকে বুঝাইবে;

(২৭) **‘ড্রাগ বা ঔষধ’** অর্থ অভ্যন্তরীণ অথবা বাহ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত যে কোন দ্রব্য অথবা ঔষধের মিশ্রণে অথবা প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত যে কোন দ্রব্য;

(২৮) **‘ড্রেন’** এর অন্তর্ভুক্ত হইবে ভূ-নিম্নস্থ নর্দমা, রাস্তা বা বাড়ি-ঘরের নর্দমা, সুড়ঙ্গ, কালভার্ট, পরিখা, নালা এবং বৃষ্টির পানি ও নোংরা পানি বহনের জন্য অন্য যে কোন প্রকার ব্যবস্থা;

(২৯) **‘তফসিল’** অর্থ এই অধ্যাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত যে কোন তফসিল;

(৩০) **‘তহবিল’** অর্থ কর্পোরেশনের তহবিল;

(৩১) **‘দখলদার’** অর্থ একজন মালিক যিনি নিজের জমি বা ইমারতের প্রকৃত দখলদার এবং এমন ব্যক্তি, যিনি সাময়িকভাবে জমি বা ইমারত বা উহার অংশের জন্য উহার মালিককে ভাড়া প্রদান করেন বা তাহা প্রদানের জন্য দায়ী থাকেন এমন কাউকে বুঝাইবে;

(৩২) **‘দুগ্ধ খামার’** এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবে যে কোন খামার, গরুর সেড, গরু ঘর, দুধ সংরক্ষণাগার, দুধের দোকান, অথবা এমন কোন স্থান যেখান হইতে দুধ অথবা দুগ্ধজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য সরবরাহ করা হয়;

(৩৩) **‘নির্ধারিত’** অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(৩৪) **‘নির্ধারিত আসন’** অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত নির্ধারিত আসন;

(৩৫) **‘নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ’** বলিতে সরকার বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোন কর্মকর্তাকে বুঝাইবে;

(৩৬) **‘নির্বাচন কমিশন’** অর্থ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন;

(৩৭) **‘নির্বাচন আপিল ট্রাইব্যুনাল’** অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীনে গঠিত নির্বাচন আপিল ট্রাইব্যুনাল;

(৩৮) **‘নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল’** অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীনে গঠিত নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল;

(৩৯) **‘প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা’** অর্থ কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা;

(৪০) **‘প্রবিধান’** অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত প্রবিধান;

(৪১) **‘ফিস’** বলিতে এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত ফিস বুঝাইবে;

(৪২) **‘বসতবাড়ি’** অর্থ ব্যবহৃত কোন ইমারত যাহা সম্পূর্ণ বা মুখ্যত মানুষের ব্যবহারের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে;

(৪৩) **‘বাজার’** বলিতে বুঝাইবে এমন কোন স্থান যেখানে জনগণ মাছ, মাংস, ফল-মূল, শাক-সব্জী বা অন্য যে কোন খাদ্যজাত দ্রব্য বিক্রয় ও ক্রয়ের জন্য জড়ো হয় অথবা পশু বা গরু-ছাগল, পশু পক্ষী ক্রয়-বিক্রয় হয় এমন কোন স্থান যা বিধি মোতাবেক বাজার হিসেবে ঘোষণা করা হইবে;

(৪৪) **‘বাজেট’** অর্থ কর্পোরেশনের একটি আর্থিক বছরের আয় ও ব্যয়ের অফিসিয়াল আর্থিক বিবরণ;

(৪৫) **‘বিধি’** অর্থ এই অধাদেশের অধীনে প্রণীত বিধি;

(৪৬) **‘বিপণন’** অর্থ একটি স্থান যেইখানে কোন পণ্য বিক্রয় ও ক্রয়ের জন্য একত্রিত করা হয়;

(৪৭) **‘ভাড়া’** অর্থ কোন দালান বা ভূমি দখল বাবদ ভাড়াটিয়া বা লীজ গ্রহীতা কর্তৃক আইনসঙ্গতভাবে পরিশোধ্য কোন অর্থ বা বস্তু;

(৪৮) **‘মহানগর’** অর্থ প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত কর্পোরেশনের এখতিয়ারভুক্ত এলাকাকে বুঝাইবে;

(৪৯) **‘মালিক’** এর অন্তর্ভুক্ত হইবে ঐ ব্যক্তি যিনি আপাততঃ জমি ও ইমারতের ভাড়া অথবা উহাদের যে কোন একটির ভাড়া নিজ দায়িত্বে অথবা কোন ব্যক্তির অথবা সমাজের অথবা কোন ধর্মীয় অথবা দাতব্য কাজের প্রতিনিধি অথবা ট্রাস্টি হিসাবে সংগ্রহ করিতেছেন অথবা যদি জমি অথবা ইমারত ভাড়াটিয়ার নিকট ভাড়া প্রদান করিলে যিনি তাহা সংগ্রহ করিতেন;

(৫০) **‘মেয়র’** অর্থ কর্পোরেশনের মেয়র;

(৫১) **‘যানবাহন’** অর্থ রাস্তায় ব্যবহারযোগ্য চাকাযুক্ত পরিবহন;

(৫২) **‘রেইট’** বলিতে এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত রেইট বুঝাইবে;

(৫৩) **‘সংক্রামক ব্যাধি’** অর্থ এমন ব্যাধি যাহা একজন ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিকে সংক্রমিত করে এবং সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রকাশিত অন্য যে কোন ব্যাধি;

(৫৪) **‘সড়ক রেখা’** বলিতে বুঝাইবে রাস্তা ধারণের ভূমি এবং রাস্তার অংশ বিশেষ গঠনের ভূমিকে পার্শ্ববর্তী ভূমি হইতে বিভক্তকারী রেখা;

(৫৫) **‘সরকার’** বলিতে স্থানীয় সরকার বিভাগকে বুঝাইবে;

(৫৬) **‘সরকারি রাস্তা’** অর্থ সরকার কিংবা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান অথবা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণাধীন জনগণের চলাচলের জন্য যে কোন রাস্তা;

(৫৭) **‘সাধারণ অধিবাসী’** অর্থ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসকারী ব্যক্তি যাহার নাম সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে;

(৫৮) **‘সিটি’** বলিতে এই অধ্যাদেশের তফসিলে বর্ণিত অঞ্চলকে বুঝাইবে;

(৫৯) **‘সুয়ারেজ’** বলিতে একটি ড্রেনের মাধ্যমে বাহিত পয়ঃনিষ্কাশন, দূষিত পানি, বৃষ্টির পানি এবং নর্দমা বাহিত যে কোন দূষিত/নোংরা দ্রব্যাদিকে সম্পৃক্ত করে এমন বুঝাইবে;

(৬০) **‘স্থানীয় কর্তৃপক্ষ’** অর্থ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন বিধিবদ্ধ সংস্থা;

(৬১) **‘স্থানীয় পরিষদ’** বলিতে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর আওতায় গঠিত পৌর পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং জেলা পরিষদকে বুঝাইবে;

(৬২) **‘স্থায়ী কমিটি’** বলিতে এই অধ্যাদেশের অধীনে কর্পোরেশনের স্থায়ী কমিটিকে বুঝাইবে;

(৬৩) **‘হাট’** বলিতে এমন স্থানকে বুঝাইবে যেখানে পণ্য সামগ্রী, খাদ্য, মালামাল, পশু সম্পদ ইত্যাদি নির্দিষ্ট সময়ে ক্রয় বিক্রয়ের জন্য বিধি অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয় ।

# দ্বিতীয় ভাগ

## প্রথম অধ্যায়

### কর্পোরেশন সৃষ্টি ও গঠন

**ধারা ৩। সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা।**
(১) এই অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার পর এই অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক *বিদ্যমান সিটি কর্পোরেশনসমূহ স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই অধ্যাদেশের অধীনে নতুন সিটি কর্পোরেশন স্থাপন করা যাইবে।*

(২) *প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকাসমূহের বিবরণ প্রথম তফসিলভুক্ত করা হইল।*

(৩) *তফসিলে বর্ণিত যে কোন সিটি কর্পোরেশন এলাকা এই আইনের বিধান অনুযায়ী বর্ধিত বা হ্রাস করা যাইবে।*
(৪) প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন এলাকা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৯ (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে একটি স্থানীয় প্রশাসনিক একাংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) কর্পোরেশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই অধ্যাদেশ ও বিধি সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

*(৬) সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব-*

*(ক) সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিধি প্রকাশিত করিয়া কয়েকটি সুনির্দিষ্ট মানদন্ড নির্ধারণ করিবে;*

*(খ) অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইহাতে থাকিবেঃ*

*(অ) জনসংখ্যা (আ) জনসংখ্যার ঘনত্ব (ই) স্থানীয় আয়ের উৎস (ঈ) অকৃষি ভূমি ও পেশার শতকরা হার (উ) এলাকার অর্থনৈতিক গুরুত্ব (ঊ) অবকাঠামোগত সুবিধাদি ও সম্প্রসারণের সুযোগ এবং (ঋ) বিদ্যমান পৌরসভার বার্ষিক আয়;*

*(গ) উপধারা ৬ (ক) এবং ৬ (খ) এর নির্ধারিত মানদণ্ড সর্বোতভাবে পূরণ করিতে ব্যর্থ হইলে সিটি কর্পোরেশন গঠন করা যাইবে না।*

*(ঘ) নির্ধারিত মানদণ্ড পূরণ করিতে সক্ষম হইলে সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জনমত যাচাই করিয়া প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে সিটি কর্পোরেশন সৃষ্টি করিবার ঘোষণা দিতে পারিবে।*

*(ঙ) কোন সিটি কর্পোরেশনের সীমানা বর্ধিত করিয়া কোন ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা বা তাহার অংশ সিটি কর্পোরেশন এর অন্তর্ভুক্ত করিতে হইলে বাংলাদেশ স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ, ২০০৭ এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুসরণ করিতে হইবে।*

*ধারা ৪। কর্পোরেশন গঠন*
*(১) কর্পোরেশন নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হইবেঃ*

*(ক) মেয়র;*
*(খ) সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যক কাউন্সিলর; এবং*
*(গ) উপধারা (৪) অনুযায়ী কেবল মহিলাদের জন্য নির্ধারিত সংখ্যক কাউন্সিলর।*

*(২) বিদ্যমান কর্পোরেশনসমূহে ক্ষেত্র বিশেষে নিম্নোক্ত সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ কাউন্সিলর হইবেন, তবে তাহাদের ভোটের অধিকার থাকিবে নাঃ*

*ঢাকা সিটি কর্পোরেশন*

(ক) চেয়ারম্যান, রাজউক
(খ) চেয়ারম্যান, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ
(গ) প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর/জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
(ঘ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড
(ঙ) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
(চ) মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার
(ছ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
(জ) জেলা প্রশাসক, ঢাকা
(ঝ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা
(ঞ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, তিতাস গ্যাস

*চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন*

(ক) মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার
(খ) চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম ওয়াসা
(গ) চেয়ারম্যান, সিডিএ
(ঘ) জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম
(ঙ) মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড
(চ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর/জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর/বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
(ছ) পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
(জ) নির্বাহী প্রকৌশলী, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ

*রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন*

(ক) মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার
(খ) জেলা প্রশাসক, রাজশাহী
(গ) মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড
(ঘ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর/জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর/বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
(ঙ) পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
(চ) চেয়ারম্যান, আরডিএ
(জ) নির্বাহী প্রকৌশলী, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ

*খুলনা সিটি কর্পোরেশন*

(ক) মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার
(খ) জেলা প্রশাসক, খুলনা
(গ) মহা ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড
(ঘ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর/জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর/বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
(ঙ) পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
(চ) চেয়ারম্যান, কেডিএ
(জ) নির্বাহী প্রকৌশলী, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ

*বরিশাল সিটি কর্পোরেশন*

*(ক) মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার*
*(খ) জেলা প্রশাসক, বরিশাল*
*(গ) মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড*
*(ঘ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর/জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর/বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড*
*(ঙ) পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর*
*(চ) নির্বাহী প্রকৌশলী, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ*

*সিলেট সিটি কর্পোরেশন*

*(ক) মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার*
*(খ) জেলা প্রশাসক, সিলেট*
*(গ) মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড*
*(ঘ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর/জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর/বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড*
*(ঙ) পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর*
*(চ) নির্বাহী প্রকৌশলী, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ*

*প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সরকার সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের সহিত পরামর্শক্রমে অন্য কোন কর্মকর্তাকে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা কাউন্সিলর হিসাবে নিযুক্ত করিতে পারিবে।*

(৩) মেয়র এবং কাউন্সিলর প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে এই অধ্যাদেশ ও বিধি অনুযায়ী প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হইবেন।

(৪) মেয়র কর্পোরেশনের কাউন্সিলর বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৫) (ক) বিদ্যমান সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে স্থানীয় সিটি কর্পোরেশনের পরামর্শ ব্যতিরেকে সাধারণত নাম পরিবর্তন করা যাইবে না।

(খ) নবগঠিত সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণের সহিত পরামর্শ করিয়া গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনের নামকরণ করা যাইবে; তবে শর্ত থাকে যে, যেই এলাকায় সিটি কর্পোরেশন গঠিত হইবে এবং উহার কার্যালয় স্থাপিত হইবে সেই এলাকার নামেই সিটি কর্পোরেশনের নামকরণ হইবে।
তবে শর্ত থাকে যে, সিটি কর্পোরেশনের নামকরণ ব্যক্তির নামে হইবে না।

**ধারা ৫। কর্পোরেশনের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কার্যকাল ইত্যাদি**

(১) কর্পোরেশনের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কার্যকাল কর্পোরেশনে জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচনের পর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হইবার তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর হইবে;
তবে শর্ত থাকে যে, কর্পোরেশনের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও, এই অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষে পুনর্গঠিত কর্পোরেশনের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত উহা দায়িত্ব পালন করিয়া যাইবে।

(২) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্পোরেশনের মোট কাউন্সিলরগণের শতকরা পঁচাত্তর ভাগের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে এবং নির্বাচিত কাউন্সিলরগণের নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইলে, এই অধ্যাদেশের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে কর্পোরেশন যথাযথভাবে গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) মেয়র ও অন্যান্য কাউন্সিলরগণের শপথ গ্রহণের ত্রিশ দিনের মধ্যে, অথবা কর্পোরেশন পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান কর্পোরেশনের মেয়াদ উত্তীর্ণের ত্রিশ দিনের মধ্যে, যাহা পরে হয়, কর্পোরেশন উহার প্রথম সভা অনুষ্ঠান করিবে।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### মেয়র ও কাউন্সিলর সম্পর্কিত বিধান

**ধারা ৬। মেয়র ও কাউন্সিলরগণের শপথ**

(১) মেয়র বা কোন কাউন্সিলর পদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে নির্ধারিত পদ্ধতি ও সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত নির্ধারিত ছকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ব্যক্তির সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিবেন এবং শপথপত্রে স্বাক্ষর দান করিবেন;

(২) মেয়র বা কাউন্সিলর হিসাবে নির্বাচিত ব্যক্তিগণের নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবার ত্রিশ দিনের মধ্যে মেয়রসহ সকল কাউন্সিলর এর শপথ গ্রহণের জন্য সরকার বা তৎকর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

**ধারা ৭। সম্পত্তি সম্পর্কিত ঘোষণা**

*(১) মেয়র এবং প্রত্যেক কাউন্সিলরকে, তাহার মনোনয়ন পত্র দাখিলের সময় টিআইএন নম্বরসহ, যদি থাকে, তাহার এবং তাঁহার পরিবারের সদস্যদের দেশে বিদেশে অবস্থিত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির সর্বশেষ বিবরণ, যাহা সংশ্লিষ্ট কর অফিসে দাখিল ও গৃহীত হইয়াছে, ঘোষণার মাধ্যমে দাখিল করিতে হইবে।*

*(২) সংশ্লিষ্ট কর অফিসে দাখিলকৃত ও গৃহীত টিআইএন নম্বর সম্বলিত সম্পত্তির সর্বশেষ হিসাব দাখিল করিতে না পারিলে বা করা না হইলে মেয়র এবং প্রত্যেক কাউন্সিলর তাহার মনোনয়ন পত্র দাখিলের সময় তাহার এবং তাহার পরিবারের যে কোন সদস্যের স্বত্ব, দখল বা স্বার্থ আছে এই প্রকার যাবতীয় স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির একটি লিখিত বিবরণ বিধি দ্বারা নির্ধারিত ছকে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট হলফনামার মাধ্যমে দাখিল করিবেন।*

*(৩) উপধারা (১) এর অধীনে দাখিলকৃত ঘোষণা মিথ্যা প্রমাণিত হইলে দন্ড বিধির সংশ্লিষ্ট ধারায় তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা যাইবে।*

*ব্যাখ্যা ঃ- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "পরিবারের সদস্য" বলিতে সংশ্লিষ্ট মেয়র বা কাউন্সিলরের স্ত্রী বা স্বামী এবং তাহার সহিত বসবাসকারী এবং তাহার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও ভগ্নিকে বুঝাইবে।*

**ধারা ৮। মেয়র এবং কাউন্সিলরগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা**

(১) কোন ব্যক্তি এই ধারার উপধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে মেয়র বা কাউন্সিলর নির্বাচিত হইবার এবং উক্তরূপ মেয়র বা কাউন্সিলর থাকিবার যোগ্য হইবেন, যদি-
- (ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন;
- (খ) তাহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হয়;
- (গ) মেয়রের ক্ষেত্রে যে কোন ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় তাহার নাম লিপিবদ্ধ থাকে;
- (ঘ) নির্ধারিত মহিলা আসনের কাউন্সিলরসহ অন্যান্য কাউন্সিলরদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় তাহার নাম লিপিবদ্ধ থাকে;
- (ঙ) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সাধারণ অধিবাসী হন।

(২) কোন ব্যক্তি মেয়র বা কাউন্সিলর পদে নির্বাচিত হইবার জন্য অযোগ্য হইবেন, যদি-
- (ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেন বা হারান;
- (খ) তিনি যদি কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত হন;
- (গ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হন এবং দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন;
- (ঘ) তিনি কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন **ছয় মাস** কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তি লাভের পর পাঁচ বৎসর কাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে;
- (ঙ) তিনি প্রজাতন্ত্রের বা কর্পোরেশনের অথবা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন লাভজনক কর্মে সার্বক্ষণিক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন;
- (চ) তিনি বা তাহার পরিবারের সদস্য পরিষদের কোন কাজ সম্পাদনের বা মালামাল সরবরাহের জন্য ঠিকাদার হন বা ইহার জন্য নিযুক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অংশীদারী হন বা কর্পোরেশনের কোন

বিষয়ে তাহার কোন প্রকার আর্থিক স্বার্থ থাকে বা তিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অত্যাবশ্যক কোন দ্রব্যের ডিলার হন;

(ছ) তাহার নিকট কোন নির্ধারিত ব্যাংক হইতে গৃহীত কোন ঋণ মেয়াদোর্ত্তীণ অবস্থায় অনাদায়ী থাকে;

*(জ) কর্পোরেশনের নিকট হইতে গৃহীত কোন ঋণ অনাদায়ী থাকে বা কর্পোরেশনের নিকট তাহার কোন আর্থিক দায়-দেনা থাকে;*

*(ঝ) তিনি যদি কর্পোরেশন কিংবা সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত নিরীক্ষকের প্রতিবেদন অনুযায়ী নির্ধারিত দায়কৃত অর্থ কর্পোরেশনকে পরিশোধ না করেন;*

*(ঞ) তিনি অন্য কোন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা জাতীয় সংসদের সদস্য হন;*

(ট) তিনি এই অধ্যাদেশের অধীন যে কোন কর পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন;

(ঠ) তিনি কোন সরকারি/*আধাসরকারি দপ্তর, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা,* স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, *সমবায় সমিতি* ইত্যাদি হইতে নৈতিক স্খলন, দুর্নীতি. অসদাচরণ ইত্যাদি অপরাধে চাকুরিচ্যুত হইয়া ৫ (পাঁচ) বৎসর অতিক্রান্ত না করেন;

*(ড) তিনি সরকার কর্তৃক অনুদান প্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কোন সংস্থার সার্বক্ষণিক বা খণ্ডকালীন পদে নিয়োজিত থাকেন;*

*(ঢ) তাহার নিকট সরকারি বা সরকারি সংস্থার কোন পাওনা (যেমন - ভূমি উন্নয়ন কর, টেলিফোন বিল, বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি) অনাদায়ী থাকে;*

*(ণ) তিনি নির্বাচনী অপরাধ সংক্রান্ত অপরাধে সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইয়া সাজা প্রাপ্ত হন এবং তাহার মুক্তি লাভের পর পাঁচ বৎসর কাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে;*

*(ত) তিনি কর্পোরেশনের তহবিল তসরুফের কারণে দণ্ডপ্রাপ্ত হন;*

*(থ) তিনি বিগত দশ বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে দণ্ডবিধি ১৮৯ ও ১৯২ ধারা অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত হইয়া সাজাপ্রাপ্ত হন;*

*(দ) তিনি বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে দণ্ডবিধি ২১৩, ৩৩২, ৩৩৩ ও ৩৫৩ ধারা অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত হইয়া সাজাপ্রাপ্ত ও অপসারিত হন;*

*(ধ) তিনি কোন আদালত কর্তৃক ফেরারী আসামী হিসাবে ঘোষিত হন;*

*(ন) তিনি যদি দায়িত্ব হস্তান্তরে ব্যর্থতা বা তাহার নির্বাচনে অযোগ্যতা সম্পর্কে মিথ্যা হলফনামা দাখিলের কারণে সাজাপ্রাপ্ত হন।*

*(৩) প্রত্যেক মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থী মনোনয়ন পত্র দাখিলের সময় এই মর্মে একটি হলফনামা দাখিল করিবেন যে, উপধারা (২) অনুযায়ী তিনি মেয়র বা কাউন্সিলর নির্বাচনের অযোগ্য নহেন।*

**ধারা ৯। একই ব্যক্তির দুইটি পদে প্রার্থী না হওয়া**

(১) কোন ব্যক্তি একই সাথে মেয়র ও কাউন্সিলর পদে প্রার্থী হইতে পারিবেন না ।

(২) যদি কোন ব্যক্তি একই সাথে কোন কর্পোরেশনের একাধিক পদে মনোনয়নপত্র দাখিল করে তাহা হইলে তাহার সকল মনোনয়নপত্র বাতিল বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৩) কর্পোরেশনের মেয়াদকালে যখন মেয়র পদ শূন্য হইবে তখন কোন কাউন্সিলর মেয়রের পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন এবং তিনি যদি নির্বাচিত হন তবে তাহার কাউন্সিলরের পদ মেয়রের পদে শপথ গ্রহণের দিন হইতে রহিত হইবে।

*(৪) কোন ব্যক্তি একই সঙ্গে মেয়র বা জাতীয় সংসদের সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন না।*

**ধারা ১০। মেয়র ও কাউন্সিলরগণের পদত্যাগ**

(১) মেয়র অথবা কাউন্সিলর কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিবের নিকট তাহার পদত্যাগ করিবার অভিপ্রায় লিখিতভাবে ব্যক্ত করিয়া পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং ঐ রূপ পদত্যাগপত্র প্রাপ্তি ঐ মেয়র বা কাউন্সিলর তাহার পদ শূন্য করিয়া দিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে;

(২) যখন কোন পদত্যাগপত্র উপধারা (১) অনুযায়ী প্রাপ্ত হয়, তখন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব উহা প্রাপ্তির পনের দিনের মধ্যে কাউন্সিলরগণকে জানাইয়া দিবেন এবং বিষয়টি সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করিবেন।

ধারা ১১। মেয়র ও কাউন্সিলরগণের *সাময়িক বরখাস্তকরণ* ও অপসারণ

*(১) ক) যে ক্ষেত্রে কোন কর্পোরেশনের মেয়র অথবা কাউন্সিলরের অপসারণের জন্য উপধারা (২) এর অধীনে কার্যক্রম আরম্ভ করা হইয়াছে অথবা তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলায় অভিযোগপত্র আদালত কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের মতে মেয়র অথবা কাউন্সিলর কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ কর্পোরেশনের স্বার্থের পরিপন্থী অথবা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন না হইলে, সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে লিখিত আদেশের মাধ্যমে মেয়র অথবা কাউন্সিলরকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারিবে;*

*খ) উপধারা (১)(ক) এর অধীনে সাময়িকভাবে বরখাস্তের আদেশ প্রদান করা হইলে আদেশ প্রাপ্তির তিন দিনের মধ্যে মেয়র এর অনুপস্থিতিতে মেয়রের দায়িত্ব পালনকারী কাউন্সিলরের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করিবেন। উক্ত কাউন্সিলর (মেয়র প্যানেলভুক্ত) মেয়রের বিরুদ্ধে আনীত কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা মেয়র অপসারিত হইলে তাহার স্থলে নুতন মেয়র নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করিয়া যাইবেন।*

*গ) উপধারা (১)(ক) এর অধীনে কর্পোরেশনের কোন কাউন্সিলরকে সাময়িকভাবে বরখাস্তের আদেশ প্রদান করা হইলে উক্ত কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে আনীত কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা উক্ত কাউন্সিলর অপসারিত হইলে তাহার স্থলে নতুন কাউন্সিলর নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত কর্পোরেশনের সিদ্ধান্তক্রমে পার্শ্ববর্তী ওয়ার্ডের একজন কাউন্সিলর উক্ত দায়িত্ব পালন করিবেন।*

*(২) মেয়র অথবা কাউন্সিলর তাঁহার স্বীয় পদ হইতে অপসারণযোগ্য হইবেন, যদি-*

*ক) কর্পোরেশনের নোটিশ প্রাপ্তি সত্ত্বেও তিনি যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে কর্পোরেশনের পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন;*

*খ) তিনি কর্পোরেশন বা রাষ্ট্রের স্বার্থের হানিকর কোন কার্যকলাপে জড়িত থাকেন অথবা নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হন;*

*গ) তিনি দায়িত্ব পালন করিতে অস্বীকার করেন অথবা শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন;*

*ঘ) তিনি অসদাচরণ বা ক্ষমতার অপব্যবহারের দায়ে দোষী হন অথবা কর্পোরেশনের কোন অর্থ বা সম্পত্তির কোন ক্ষতি সাধন বা উহার আত্মসাতের বা অপপ্রয়োগের জন্য দায়ী হন;*

*(ঙ) নির্বাচনের পর যদি প্রমাণিত হয় যে, তিনি ধারা ৮ (৩) অনুযায়ী নির্বাচনের অযোগ্য ছিলেন;*

*(চ) বার্ষিক ১২ টি মাসিক সভার স্থলে ন্যূনতম ৯ টি সভা গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যতীত অনুষ্ঠান করিতে বা উপস্থিত থাকিতে ব্যর্থ হন;*

*(ছ) তিনি নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব দাখিল না করেন কিংবা দাখিলকৃত হিসাবে অসত্য তথ্য প্রদান করেন।*

*ব্যাখ্যা ঃ- এই উপ-ধারায় বর্ণিত 'অসদাচরণ' বলিতে ক্ষমতার অপব্যবহার, এই অধ্যাদেশ বলে সময় সময় সরকার কর্তৃক বিধি নিষেধ পরিপন্থী কার্যকলাপ, দুর্নীতি, অসদুপায়ে ব্যক্তিগত সুবিধা হাসিল, পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি, ইচ্ছাকৃত অপশাসন ও সকল রকম অসদাচরণের প্রচেষ্টা অথবা সহায়তা করিবার উদ্যোগকে বুঝাইবে।*

*(৩) সরকার, সরকারি গেজেটে আদেশ দ্বারা, উপধারা (২) এ বর্ণিত কারণে কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে মেয়র বা কোন কাউন্সিলরকে অপসারণ করিতে পারিবে।*

*(৪) অপসারণের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করিবার পূর্বে বিধি মোতাবেক তদন্ত ও অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হইবে;*

*(৫) একজন মেয়র বা কাউন্সিলর উপধারা (৩) এর অধীন নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ কিংবা উপধারা (৪) অনুযায়ী অপসারণের প্রস্তাব নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন লাভের পর তাৎক্ষণিকভাবে অপসারিত হইবেন;*

*(৬) কর্পোরেশনের কোন মেয়র বা কাউন্সিলর উপধারা (২) অনুযায়ী তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করা হইলে তিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন কর্তৃপক্ষের নিকট ঐ আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে আপিল করিতে পারিবেন। আপিল কর্তৃপক্ষ ঐ আপিলটি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অপসারণ আদেশটি স্থগিত রাখিতে পারিবেন এবং আপিলকারীরকে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ প্রদানের পর ঐ আদেশটি পরিবর্তন, বাতিল বা বহাল রাখিতে পারিবেন;*

*(৭) এইরূপ আপিলের উপর আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত হইবে;*

*(৮) এই অধ্যাদেশের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারা অনুযায়ী অপসারিত কোন ব্যক্তি কোন পদে সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশনের কার্যকালের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না।*

**ধারা ১২। অনাস্থা প্রস্তাব**

(১) *এই ধারার বিধান সাপেক্ষে কর্পোরেশনের মেয়র বা কাউন্সিলরের উপর অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করা যাইবে।*

(২) *কর্পোরেশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিলরের স্বাক্ষরিত নোটিশ, যাহাতে উপধারা (১) অনুযায়ী অনাস্থার বিষয়টি উল্লিখিত থাকিবে, কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তার নিকট যে কোন একজন কাউন্সিলর ব্যক্তিগতভাবে দাখিল করিবেন।*

(৩) *অনাস্থা প্রস্তাব প্রাপ্তির পর নিয়োগকৃত কর্মকর্তা ১(এক) মাসের মধ্যে অভিযোগসমূহ তদন্ত করিবেন। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে ১০ (দশ) কার্য দিবসের সময় দিয়ে তিনি কারণ দর্শানোর নোটিশ দিবেন।*

(৪) *জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হইলে নিয়োগকৃত কর্মকর্তা জবাব প্রাপ্তির অনধিক ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে অনাস্থা প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য নির্বাচিত কাউন্সিলরগণের সভা আহবান করিবেন এবং সকল নির্বাচিত কাউন্সিলরগণের নিকট সভার নোটিশ প্রেরণ নিশ্চিত করিবেন।*

(৫) *মেয়রের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের ক্ষেত্রে স্থায়ী কমিটির সভাপতি (ক্রমানুসারে) এবং কোন কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের ক্ষেত্রে কর্পোরেশনের মেয়র সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।*
*শর্ত থাকে যে, মেয়র বা স্থায়ী কমিটির সভাপতি অনুপস্থিত থাকিলে বা অন্য কোন কারণে পাওয়া না গেলে উপস্থিত কাউন্সিলরগণের মধ্যে একজন কাউন্সিলরকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সভাপতি নির্বাচিত করা যাইবে।*

(৬) *উপধারা (২) অনুযায়ী নিয়োগকৃত কর্মকর্তা সভায় একজন পর্যবেক্ষক হিসাবে উপস্থিত থাকিবেন।*

(৭) *এই উদ্দেশ্যে আহুত সভাটি নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণ ছাড়া স্থগিত করা যাইবে না এবং মোট নির্বাচিত সদস্য সংখ্যার অর্ধেক সদস্য সমন্বয়ে সভার কোরাম গঠিত হইবে।*

(৮) *সভার শুরুতে সভাপতি অনাস্থা প্রস্তাবটি সভায় পাঠ করিয়া শুনাইবেন এবং উন্মুক্ত আলোচনা আহবান করিবেন।*
*শর্ত থাকে যে, নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণ ছাড়া এই ধরনের উন্মুক্ত আলোচনা বা বিতর্ক স্থগিত করা যাইবে না।*

(৯) *সভা শুরু হইবার তিন ঘন্টার মধ্যে বিতর্ক বা উন্মুক্ত আলোচনা শেষ না হইলে অনাস্থা প্রস্তাবটির উপর ভোট গ্রহণ করিতে হইবে।*

(১০) *গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করিতে হইবে।*

(১১) *সভার সভাপতি অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে কোন প্রকাশ্য মতামত প্রকাশ করিবেন না। তিনি ব্যালটের মাধ্যমে উপধারা (১০) অনুযায়ী ভোট প্রদান করিতে পারিবেন। তবে তিনি কাস্টিং ভোট বা দ্বিতীয় ভোট দিতে পারিবেন না।*

(১২) *উপধারা (২) অনুযায়ী কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগকৃত উপস্থিত কর্মকর্তা সভা শেষ হওয়ার পর পরই অনাস্থা প্রস্তাবের কপি এবং ভোটের ফলাফলসহ সভার কার্যবিবরণী কমিশন ও সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন।*

(১৩) *অনাস্থা প্রস্তাবটি মোট সদস্য সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হইলে সংশ্লিষ্ট মেয়র বা কাউন্সিলরের আসনটি কমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শূন্য বলিয়া ঘোষণা করিবে।*

(১৪) *অনাস্থা প্রস্তাবটি মোট সদস্য সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত না হইলে অথবা কোরামের অভাবে সভা অনুষ্ঠিত না হইলে উক্ত তারিখের পর ছয় মাস অতিক্রান্ত না হইলে অনুরূপ কোন অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ প্রদান করা যাইবে না।*

(১৫) *কর্পোরেশনের মেয়র বা কোন কাউন্সিলর দায়িত্বভার গ্রহণের ছয় মাসের মধ্যে তাহার বিরুদ্ধে অনাস্থা নোটিশ আনয়ন করা যাইবে না।*

**ধারা ১৩। মেয়র ও কাউন্সিলরগণের পদ শূন্য হওয়া**

মেয়র ও কাউন্সিলরের পদ শূন্য হইবে, যদি-

(ক) তিনি ধারা ৮ (২) এর অধীন মেয়র বা কাউন্সিলর হইবার অযোগ্য হইয়া পড়েন; বা
(খ) তিনি ধারা ৬ এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শপথ গ্রহণ করিতে বা ধারা ৭ এর অধীনে হলফনামা দাখিল করিতে ব্যর্থ হন; বা
(গ) তিনি ধারা ১০ এর অধীনে পদত্যাগ করেন; বা
(ঘ) তিনি ধারা ১১ এর অধীনে তাহার পদ হইতে অপসারিত হন; বা
(ঙ) তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

**ধারা ১৪। আকস্মিক পদ শূন্যতা**

কর্পোরেশনে মেয়াদ শেষ হইবার একশত আশি দিন পূর্বে মেয়র বা কোন কাউন্সিলর এর পদ শূন্য হইলে পদটি শূন্য হইবার নব্বই দিনের মধ্যে ইহা পূরণ করিতে হইবে এবং যিনি উক্ত পদে নির্বাচিত হইবেন তিনি কর্পোরেশনের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য উক্ত পদে বহাল থাকিবেন।

**ধারা ১৫। মেয়র ও কাউন্সিলরগণের অনুপস্থিতিরি ছুটি**

(১) কোন মেয়র অথবা কাউন্সিলরকে কর্পোরেশন যুক্তিসঙ্গত কারণে এক বৎসরে সর্বোচ্চ তিন মাস ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে;

*(২) কোন কাউন্সিলর ছুটিতে থাকিলে বা অন্য কোন কারণে অনুপস্থিত থাকিলে উক্ত অনুপস্থিতকালীন সময়ের জন্য কর্পোরেশনের সিদ্ধান্তক্রমে মেয়র পার্শ্ববর্তী যে কোন ওয়ার্ডের কাউন্সিলরকে দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন।*

**ধারা ১৬। মেয়র ও কাউন্সিলরগণের কার্যবন্টন, সম্মানী ও অন্যান্য সুবিধা**

(১) কর্পোরেশনের মেয়র, স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং কাউন্সিলরগণ এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী জনস্বার্থে কর্পোরেশনের কার্য পরিচালনা করিবেন এবং কর্পোরেশনের নিকট যৌথভাবে দায়ী থাকিবেন।

(২) মেয়র ও কাউন্সিলরগণ কর্পোরেশন হইতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে সম্মানী ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবার অধিকারী হইবেন।

(৩) কার্যবন্টনের বিষয়ে পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের মধ্যে বৈষম্য করা যাইবে না।

*ধারা ১৭। মেয়র ও কাউন্সিলরগণের রেকর্ডপত্র দেখিবার অধিকার*

*(১) কর্পোরেশনের মেয়র ও প্রত্যেক কাউন্সিলর এর এই অধ্যাদেশ ও সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী সাপেক্ষে কর্পোরেশনের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার থাকিবে। প্রত্যেক সদস্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কর্পোরেশনের মেয়র অথবা সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সভাপতির নিকট কর্পোরেশন বা স্থায়ী কমিটির প্রশাসনিক এখতিয়ারভুক্ত বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন বা কৈফিয়ৎ দাবী করিতে পারিবেন।*

*(২) কর্পোরেশনের মেয়র বরাবরে নোটিশ প্রদান করিয়া কর্পোরেশনের যে কোন কাউন্সিলর অফিস চলাকালীন সময়ে **Notified** নথিপত্র ব্যতীত অন্যান্য রেকর্ড ও নথিপত্র দেখিতে পারিবেন।*

*(৩) কর্পোরেশনের মেয়র ও প্রত্যেক কাউন্সিলর কর্পোরেশন কর্তৃক অন্য কোন কর্তৃপক্ষ দ্বারা বাস্তবায়িত কোন কাজ বা প্রকল্পের ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে কর্পোরেশনের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিবেন।*

ধারা ১৮। *মেয়রের প্যানেল*

*(১) কর্পোরেশন গঠিত হইবার পর প্রথম অনুষ্ঠিত সভার এক মাসের মধ্যে অগ্রাধিকারক্রমে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি মেয়রের প্যানেল কাউন্সিলরগণ তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে নির্বাচন করিবেন;*
*তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচিত তিন জনের মেয়রের প্যানেলের মধ্যে একজন মহিলা কাউন্সিলর এর মধ্যে হইতে নির্বাচিত হইবেন।*

*(২) অনুপস্থিতি, অসুস্থতাহেতু বা অন্য যে কোন কারণে মেয়র দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে তিনি পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত মেয়রের প্যানেল হইতে অগ্রাধিকারক্রমে একজন কাউন্সিলর মেয়রের দায়িত্ব পালন করিবেন।*

*(৩) পদত্যাগ, অপসারণ, মৃত্যুজনিত অথবা অন্য যে কোন কারণে মেয়রের পদ শূন্য হইলে নতুন মেয়রের কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত মেয়রের প্যানেল হইতে অগ্রাধিকারক্রমে একজন কাউন্সিলর মেয়রের দায়িত্ব পালন করিবেন।*

*(৪) এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী মেয়রের প্যানেলভুক্ত সদস্য অযোগ্য হইলে অথবা ব্যক্তিগত কারণে দায়িত্ব পালনে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে কর্পোরেশনের সিদ্ধান্তক্রমে নতুন মেয়রের প্যানেল তৈরী করা যাইবে।*

*(৫) উপ-ধারা (১) ও (৪) অনুযায়ী সদস্যদের মধ্য হইতে মেয়রের প্যানেল নির্বাচিত না হইলে সরকার প্রয়োজন অনুসারে মেয়রের প্যানেল তৈরি করিতে পারিবে।*

**ধারা ১৯। কাউন্সিলর কর্তৃক মেয়রের দায়িত্ব পালন**

(১) অনুপস্থিতি কিংবা অসুস্থতাহেতু বা অন্য কোন কারণে মেয়র দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে তিনি পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত *এই অধ্যাদেশের ১৮ ধারা অনুযায়ী মেয়রের প্যানেল হইতে অগ্রাধিকারক্রমে একজন কাউন্সিলর মেয়রের দায়িত্ব পালন করিবেন।*

(২) পদত্যাগ, অপসারণ অথবা মৃত্যুজনিত কারণে মেয়রের পদ শূন্য হইলে শূন্য পদে নব নির্বাচিত মেয়র কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত মেয়রের প্যানেল হইতে অগ্রাধিকারক্রমে একজন কাউন্সিলর *মেয়র হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।*

*ধারা ২০। সদস্যপদ পুনর্বহাল*

*কর্পোরেশনের কোন নির্বাচিত মেয়র বা কাউন্সিলর এই অধ্যাদেশের ২২ ধারার বিধানমতে সাজাপ্রাপ্ত হইয়া অথবা ৮ ধারার বিধানমতে অযোগ্য ঘোষিত হইয়া সদস্যপদ হারাইরার পর আপিল বা রিভিশনে তাহার উক্তরূপ সাজা রদ বা বাতিল হইলে বা তাহার অযোগ্যতা অবলোপন হইলে তিনি অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য পদে বহাল হইবেন। কমিশন বা সরকার কর্তৃক উক্তরূপ পুনর্বহাল আদেশের পর উক্ত পদে অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য নির্বাচিত/মনোনীত মেয়র/কাউন্সিলরের পদ শূন্য বলিয়া গণ্য হইবে।*

**ধারা ২১। দায়িত্ব হস্তান্তর**

*কোন সাধারণ নির্বাচনের পর মেয়র নির্বাচিত হইলে, অথবা অন্য কোন কারণে মেয়রের পদ শূন্য হইবার পর প্যানেল মেয়র বা অন্য কোন কাউন্সিলর নির্ধারিত পদ্ধতিতে মেয়রের দায়িত্ব পালন করিতে থাকিলে, পুর্ববর্তী মেয়র/প্যানেল মেয়র/মেয়রের দায়িত্ব প্রাপ্ত কাউন্সিলর তাহার দখলে বা নিয়ন্ত্রণে থাকা পৌরসভার সকল নগদ অর্থ, পরিসম্পদ, দলিল দস্তাবেজ, রেজিস্টার ও সীলমোহর যতশীঘ্র সম্ভব অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্মকর্তা কর্তৃক স্থিরীকৃত তারিখ, সময় ও স্থানে নতুন নির্বাচিত মেয়র বা ক্ষেত্র বিশেষে মনোনীত প্যানেল মেয়র বা মেয়রের দায়িত্ব প্রাপ্ত কাউন্সিলরের নিকট কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব ও বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার উপস্থিতিতে বুঝাইয়া দিবেন।*

**ধারা ২২। ব্যত্যয়ের দণ্ড**

(১) *যদি কোন মেয়র বা মেয়রের দায়িত্ব প্রাপ্ত কোন কাউন্সিলর ২১ ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দায়িত্ব হস্তান্তর করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি তিন বৎসর পর্যন্ত মেয়াদে সাজা এবং ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা জরিমানা দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন;*

(২) *কোন মেয়র বা সদস্য ধারা ৮ (২) ও (৩) অনুযায়ী তার অযোগ্যতা সম্পর্কে মিথ্যা হলফনামা দাখিল করিলে তিনি তিন বৎসর পর্যন্ত মেয়াদে সাজা এবং ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা জরিমানা দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন;*

*ধারা ২৩। অবস্থা বিশেষে প্রশাসক নিয়োগ ঃ*

*(১) কোন শহর এলাকাকে সিটি কর্পোরেশন এলাকা ঘোষণার পর কর্পোরেশনের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য সরকার একজন উপযুক্ত কর্মকর্তাকে প্রশাসক নিয়োগ করিবে এবং কর্পোরেশন গঠন না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসক প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করিবে।*

*(২) সরকার প্রয়োজনবোধে, যথাযথ বলিয়া বিবেচিত হয় এমন সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত কমিটিকে প্রশাসকের কর্ম সম্পাদনে সহায়তা প্রদানের জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে।*

*(৩) প্রশাসক এবং কমিটির সদস্যবৃন্দ, যদি থাকে, মেয়র ও কাউন্সিলরগণের ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।*

**ধারা ২৪। গেজেট নোটিফিকেশন**

মেয়র বা কোন কাউন্সিলরের পদত্যাগ, অপসারণ বা কোন পদ শূন্য হইলে সরকার সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে।

## তৃতীয় অধ্যায়

### মেয়র এবং কাউন্সিলর নির্বাচন

**ধারা ২৫। সিটি কর্পোরেশনকে ওয়ার্ডে বিভক্তিকরণ**

(১) ধারা ৪ (১) এর দফা (খ) তে উল্লিখিত কাউন্সিলর নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা সিটি কর্পোরেশনকে উক্ত দফার অধীনে নির্ধারিত সংখ্যক কাউন্সিলরের সমসংখ্যক ওয়ার্ডে বিভক্ত করিবেন।

*(২) জনসংখ্যার সর্বশেষ পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে প্রতি কর্পোরেশনে ওয়ার্ডের সংখ্যা কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে সরকার নির্ধারণ করিবে।*

**ধারা ২৬। সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা নিয়োগ**

(১) সীমা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে একজন সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) সহকারী সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তাকে তাঁহার কার্য সম্পাদনে সহায়তা করিবেন এবং সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণাধীন সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তার কার্যাবলীও সম্পাদন করিতে পারিবেন।

**ধারা ২৭। ওয়ার্ডের সীমা নির্ধারণ**

(১) ওয়ার্ড সমূহের সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এলাকার অখন্ডতা এবং জনসংখ্যার যথাসম্ভব সমবিভাজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(২) সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা ওয়ার্ডসমূহের সীমা নির্ধারণকল্পে প্রয়োজনীয় তদন্ত অনুষ্ঠান করিতে ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাপ্ত আপত্তি ও পরামর্শ বিবেচনা করিয়া মহানগরের কোন্ এলাকা কোন্ ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহা উল্লেখ করিয়া বিধি অনুযায়ী একটি প্রাথমিক ওয়ার্ড তালিকা প্রকাশ করিবেন এবং উক্ত বিষয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপত্তি ও পরামর্শ দাখিল করিবার আহবান জানাইয়া একটি নোটিশ প্রকাশ করিবেন।

(৩) উপধারা (২) এর অধীনে প্রাপ্ত কোন আপত্তি বা পরামর্শ বা প্রাথমিক তালিকায় পরিলক্ষিত ত্রুটি বিচ্যুতি বিধি অনুযায়ী নিস্পত্তি পূর্বক ওয়ার্ডসমূহের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করিতে হইবে।

**ধারা ২৮। মহিলা আসনের ওয়ার্ড সংখ্যা নির্ধারণ**

*মহিলাদের জন্য মোট আসনের শতকরা ৪০% ভাগ নির্ধারিত আসন পর্যায়ক্রমে ঘূর্ণায়মান* ***(Rotation)*** *পদ্ধতিতে নির্ধারিত রাখিতে হইবে এবং এই ঘূর্ণায়মান ব্যবস্থা সরকার নির্বাচন কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে গেজেটে প্রকাশ করিবে;*

*তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত আসন বহির্ভূত আসনে মহিলা প্রার্থীরা সরাসরি অংশগ্রহণ করিতে পারিবে;*

*আরো শর্ত থাকে যে, এই অধ্যাদেশ জারির পরবর্তী তিনটি নির্বাচনের পরে নির্ধারিত আসন কোটা বিলুপ্ত হইবে।*

**ধারা ২৯। ভোটার তালিকা**

প্রত্যেক ওয়ার্ডের জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত একটি ভোটার তালিকা থাকিবে।

**ধারা ৩০। ভোটাধিকার**

প্রত্যেক ব্যক্তি, যাহার নাম কর্পোরেশনের কোন ওয়ার্ডের বলবৎ ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকে, কর্পোরেশনের নির্বাচনে ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

**ধারা ৩১। কাউন্সিলর নির্বাচন**

ধারা ২৫ এর অধীনে বিভক্ত প্রত্যেক ওয়ার্ড হইতে একজন কাউন্সিলর নির্বাচিত হইবেন।

**ধারা ৩২। নির্বাচনের সময় ইত্যাদি**

(১) নিম্নেবর্ণিত সময়ে কর্পোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলরগণের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) কর্পোরেশন প্রথমবার গঠনের ক্ষেত্রে, এই অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার পর *একশত আশি দিনের মধ্যে;*

(খ) কর্পোরেশনের মেয়াদ শেষ হইবার ক্ষেত্রে, উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরবর্তী একশত আশি দিনের মধ্যে;

(গ) ধারা ১১০ এর অধীনে কর্পোরেশনের গঠন বাতিলের ক্ষেত্রে, বাতিলাদেশ জারির পরবর্তী একশত আশি দিনের মধ্যে।

(২) উপধারা (১) এর দফা (খ) ও (গ) এর অধীনে নির্বাচিত মেয়র অথবা কাউন্সিলর, কর্পোরেশনের মেয়াদ অথবা ক্ষেত্র মত, কর্পোরেশনের গঠন বাতিলের মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কর্পোরেশনের কার্যভার গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

**ধারা ৩৩। নির্বাচন পরিচালনা**

(১) বিধি অনুসারে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক কর্পোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলর নির্বাচনের আয়োজন, পরিচালনা ও সম্পাদন করিবে এবং অনুরূপ বিধিতে সরকার নির্বাচন কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে নিম্নরূপ সকল বা যে কোন বিষয়ের বিধান করিতে পারিবে, যথা ঃ-

(ক) নির্বাচন পরিচালনার উদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগ এবং তাঁহাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব;

(খ) প্রার্থী মনোনয়ন, মনোনয়নের ক্ষেত্রে আপত্তি এবং মনোনয়নপত্র বাছাই;

(গ) প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদেয় জামানত এবং উক্ত জামানত ফেরৎ প্রদান বা বাজেয়াপ্তকরণ;

(ঘ) প্রার্থী পদ প্রত্যাহার;

(ঙ) প্রার্থীগণের এজেন্ট নিয়োগ;

(চ) প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে নির্বাচন পদ্ধতি;

(ছ) ভোট গ্রহণের তারিখ, সময় ও স্থান এবং নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়;

(জ) ভোট দানের পদ্ধতি;

(ঝ) ভোট বাছাই ও গণনা, ফলাফল ঘোষণা এবং সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি;

(ঞ) ব্যালট পেপার এবং নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্রের হেফাজত ও বিলিবন্টন;

(ট) যে অবস্থায় ভোট গ্রহণ স্থগিত করা যায় এবং পুনরায় ভোট গ্রহণ করা যায়;

(ঠ) নির্বাচনী ব্যয়;

(ড) নির্বাচনের দুর্নীতিমূলক বা অবৈধ কার্যকলাপ ও অন্যান্য নির্বাচনী অপরাধ এবং উহার দণ্ড;

(ঢ) নির্বাচনী বিরোধ এবং উহার বিচার ও নিষ্পত্তি; এবং

(ণ) নির্বাচন সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়।

***(২) নির্বাচনে প্রার্থীর মনোনয়ন দাখিলের সময় নির্ধারিত ফরমে স্বাক্ষরিত ঘোষণাপত্র প্রদান করিতে হইবে যাহার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকিবেঃ***

***(ক) বর্তমানে তিনি কোন ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত আছেন কিনা;***

***(খ) অতীতে তাহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোন ফৌজদারী মামলার রেকর্ড আছে কিনা, থাকিলে উহাদের রায় কি ছিল?***

***(গ) ব্যবসা/পেশার বিবরণী;***

***(ঘ) আয়ের উৎসসমূহ;***

***(ঙ) তাহার নিজের ও অন্যান্য নির্ভরশীলদের সম্পদ ও দায়ের বিবরণী।***

***(চ) এই উপধারার অধীনে হলফনামা দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে, মনোনয়নপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।***

(৩) উপধারা (১) এর দফা (ড) এর ক্ষেত্রে বর্ণিত বিধিতে কারাদণ্ড, অর্থ দণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ডের বিধান করা যাইবে, তবে কারাদণ্ডের মেয়াদ দুই হইতে সাত বৎসরের অধিক হইবে না।

**ধারা ৩৪। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ**

**মেয়র এবং কাউন্সিলর হিসাবে নির্বাচিত সকল ব্যক্তির নাম নির্বাচনের পর নির্বাচন কমিশন যথাশীঘ্র সম্ভব সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে।**

## চতুর্থ অধ্যায়

### নির্বাচনী বিরোধ

**ধারা ৩৫। নির্বাচনী দরখাস্ত দাখিল**

(১) এই অধ্যাদেশের অধীনে অনুষ্ঠিত কোন নির্বাচন বা গৃহীত নির্বাচনী কার্যক্রম বিষয়ে নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত কোন আদালত বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না।

(২) কোন নির্বাচনের প্রার্থী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি উক্ত নির্বাচন বা নির্বাচনী কার্যক্রম বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন ও প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া নির্বাচন ট্রাইব্যুনালে আবেদন করিতে পারিবেন না।

(৩) এই অধ্যাদেশের ৩৬ এর অধীনে নিযুক্ত নির্বাচন ট্রাইব্যুনালের কাছে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাচনী অভিযোগপত্র পেশ করিতে হইবে।

**ধারা ৩৬। নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচন আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন**

এই অধ্যাদেশের অধীনে নির্বাচন সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন একজন উপযুক্ত পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল এবং একজন উপযুক্ত পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচন আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবে।

**ধারা ৩৭। নির্বাচনী দরখাস্ত স্থানান্তর**

নির্বাচন কমিশন নিজ উদ্যোগে অথবা এতদুদ্দেশ্যে কোন এক পক্ষের দরখাস্তের প্রেক্ষিতে মামলার যে কোন পর্যায়ে কোন নির্বাচনী দরখাস্ত বা আপিল এক ট্রাইব্যুনাল হইতে অন্য ট্রাইব্যুনালে অথবা ক্ষেত্র মতে, এক আপিল ট্রাইব্যুনাল হতে অন্য আপিল ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করিতে পারিবে; এবং যে ট্রাইব্যুনালে বা আপিল ট্রাইব্যুনালে যাহা স্থানান্তর করা হয় সেই ট্রাইব্যুনাল বা আপিল ট্রাইব্যুনাল উক্ত দরখাস্ত বা আপিল যে পর্যায়ে স্থানান্তর করা হইয়াছে সে পর্যায় হইতে উহার বিচার কার্য চলিতে থাকিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচনী দরখাস্ত বা আপিল যে ট্রাইব্যুনাল বা আপিল ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করা হইয়াছে সে ট্রাইব্যুনাল উপযুক্ত মনে করিলে ইতিপূর্বে পরীক্ষিত কোন সাক্ষীকে পুনরায় তলব বা পরীক্ষা করিতে পারিবে।

**ধারা ৩৮। নির্বাচনী দরখাস্ত, আপিল ইত্যাদি নিষ্পত্তি**

নির্বাচনী দরখাস্ত ও আপিল দায়েরের পদ্ধতি, ট্রাইব্যুনাল ও আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্বাচন বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি, ট্রাইব্যুনাল ও আপিল ট্রাইব্যুনালসমূহের এখতিয়ার ও ক্ষমতা, সংশ্লিষ্ট পক্ষকে প্রদেয় প্রতিকার এবং আনুষঙ্গিক সকল বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

## পঞ্চম অধ্যায়

### কর্পোরেশনের কার্যাবলী

**ধারা ৩৯। কর্পোরেশনের দায়িত্ব ও কার্যাবলী**

(ক) কর্পোরেশন উহার তহবিলের সংগতি অনুযায়ী তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পাদন করিবে;

(খ) বিধি এবং সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশ সাপেক্ষে কর্পোরেশন অন্যান্য দায়িত্ব ও কার্যাবলীও সম্পাদন করিতে পারিবে;

(গ) অন্য কোন দায়িত্ব বা কার্য কর্পোরেশন কর্তৃক সম্পাদন করিবার প্রস্তাব করা হইলে সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে উহা যথাযথ মনে করিলে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে সম্পাদনের নির্দেশ দিতে পারিবে।

**ধারা ৪০। সরকারের নিকট কর্পোরেশনের কার্যাবলী হস্তান্তর ইত্যাদি**

এই আইন অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন সরকার প্রয়োজনবোধে তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে-

(ক) কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্ম, সরকারের ব্যবস্থাপনায় বা নিয়ন্ত্রণে; এবং

(খ) সরকার কর্তৃক পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্ম কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনায় বা নিয়ন্ত্রণে হস্তান্তর করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

*ধারা ৪১। সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন*

***(১) সিটি কর্পোরেশন প্রত্যেক বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রমের প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে এবং পরবর্তী বৎসরের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে উহা প্রকাশ করিবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রকাশ করিতে না পারিলে সরকার সিটি কর্পোরেশন এর অনুকূলে অনুদান প্রদান স্থগিত রাখিতে পারিবে।***

***(২) সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেয়রের সঙ্গে পরামর্শক্রমে খসড়া প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে এবং উহা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সিটি কর্পোরেশনের বোর্ড সভায় উপস্থাপন করিবে।***

*(৩) সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক প্রতিবেদন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ছকে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও কমিশনের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।*

*(৪) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত কর্মকর্তা প্রত্যেক বৎসরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সিটি কর্পোরেশন এর প্রশাসনিক প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ সমন্বিত আকারে সরকারের নিকট উপস্থাপন করিবে।*

*(৫) সরকার উপধারা (৪) অনুসারে প্রাপ্ত সমন্বিত বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটির নিকট উপস্থাপন করিবে।*

*ধারা ৪২। নাগরিক সনদ প্রকাশ*

*(১) এই আইনের আওতায় গঠিত প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া প্রত্যেক কর্পোরেশন হইতে বিভিন্ন প্রকারের নাগরিক সেবা প্রদানের বিবরণ, সেবা প্রদানের শর্তসমূহ এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রদান নিশ্চিত করিবার বিবরণ প্রকাশ করিবে যাহা "নাগরিক সনদ" বলিয়া অভিহিত হইবে।*

*(২) নাগরিক সনদ ন্যূনতম প্রতি বৎসর অন্তর হাল নাগাদ করিতে হইবে।*

*(৩) সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে কর্পোরেশনের জন্য আদর্শ নাগরিক সনদ সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রণয়ন করিয়া দিবে। প্রতিটি কর্পোরেশন আইন ও বিধি সাপেক্ষে এই নির্দেশিকার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন করিবার ক্ষমতা রাখিবে, তবে শর্ত থাকে যে, এই ধরনের পবিবর্তন বা পরিবর্ধন করা হইলে তাহা অবগতির জন্য সরকারসহ কমিশনকে জানাইতে হইবে।*

*(৪) নাগরিক সনদ সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়সহ অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকিবেঃ*

*(ক) প্রতি সেবার নির্ভুল ও স্বচ্ছ বিবরণ;*

*(খ) সেবা প্রদানের মূল্য;*

*(গ) সেবা গ্রহণ ও দাবী করা সংক্রান্ত যোগ্যতা ও প্রক্রিয়া;*

*(ঘ) সেবা প্রদানের নির্দিষ্ট সময়সীমা;*

*(ঙ) সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে নাগরিকদের দায়িত্ব;*

*(চ) সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা;*

*(ছ) সেবা প্রদান সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া; এবং*

*(জ) সনদে উল্লিখিত অঙ্গীকার লঙ্ঘনের শাস্তি।*

*ধারা ৪৩। উন্নততর তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও সুশাসন*

*(১) প্রত্যেক কর্পোরেশন নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উন্নততর তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করিবে।*

*(২) উপরোক্ত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার আর্থিক ও কারিগরী সাহায্যসহ অন্যান্য সহায়তা নিশ্চিত করিবে।*

*(৩) উন্নততর তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বীয় প্রতিষ্ঠানের নাগরিক সনদে বর্ণিত আধুনিক সেবা সংক্রান্ত বিষয় ব্যতীত সরকারিভাবে প্রদত্ত সকল সেবার বিবরণ নাগরিকদের জ্ঞাত করিবার ব্যবস্থা করিবে।*

## ষষ্ঠ অধ্যায়

## নির্বাহী ক্ষমতা

**ধারা ৪৪। নির্বাহী ক্ষমতা ও কার্য পরিচালনা**

(১) এই অধ্যাদেশ এবং বিধিতে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে দৈনন্দিন কার্যাবলীসহ কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে সম্পাদনের দায়িত্ব মেয়রসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য কর্মকর্তাদের উপর বর্তাইবে।

(২) উপধারা (১) এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কর্পোরেশনের দৈনন্দিন নির্বাহী ক্ষমতা মেয়র এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী দ্বারা সম্পাদিত হইবে।

(৩) কর্পোরেশনের নির্বাহী বা অন্য কোন কার্য কর্পোরেশনের নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে এবং উহা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রমাণিকৃত হইতে হইবে।

(৪) কর্পোরেশনের দৈনন্দিন সেবা প্রদানমূলক দায়িত্ব ত্বরান্বিত করিবার লক্ষ্যে উপধারা (২) এর আওতায় নির্বাহী ক্ষমতা বিভাজনের প্রস্তাব কর্পোরেশনের সভায় অনুমোদিত হইবে এবং প্রয়োজনবোধে সময়ে সময়ে ইহা সংশোধনের এখতিয়ার কর্পোরেশনের থাকিবে।

*ধারা ৪৫। সিটি কর্পোরেশনকে অঞ্চলে বিভক্তিকরণ*

*(১) কর্পোরেশনের দৈনন্দিন এবং অন্যান্য সেবামূলক কার্য পরিচালনা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে কর্পোরেশন এলাকা প্রয়োজন অনুযায়ী অঞ্চলে বিভক্ত করিতে পারিবে।*

*(২) প্রত্যেক অঞ্চলে একটি করিয়া আঞ্চলিক অফিস থাকিবে এবং অঞ্চলভুক্ত ওয়ার্ডসমূহের সকল নির্বাচিত কাউন্সিলরগণের সমন্বয়ের মাধ্যমে গঠিত কমিটির দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অঞ্চল পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে হইবে।*

ধারা ৪৬। কার্য নিষ্পন্নকরণ

কর্পোরেশনের সকল কার্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহার বা উহার স্থায়ী কমিটিসমূহের সভায় অথবা মেয়র, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

ধারা ৪৭। কর্পোরেশনের সভা

*(১) কর্পোরেশন প্রতি মাসে প্রথম সপ্তাহে যে কোন কার্য দিবসে অন্যূন একবার সভায় মিলিত হইবে। এই সভা অফিস সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইবে এবং সভার তারিখ অব্যবহিত পূর্ববর্তী সভায় নির্ধারিত হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, নবগঠিত কর্পোরেশনের প্রথম সভা শপথ গ্রহণের এক মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইবে। কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভার নোটিশ জারি করিবেন।*

*আরো শর্ত থাকে যে, কর্পোরেশনের ৫০% সদস্য তলবী সভা আহবানের জন্য মেয়রের বরাবরে লিখিত অনুরোধ জানাইলে তিনি ১৫ দিনের মধ্যে অনুষ্ঠেয় একটি সভার তারিখ ও সময় নির্ধারণ করিয়া সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ৭ দিন পূর্বে কর্পোরেশনের কাউন্সিলরগণকে নোটিশ প্রদান করিবেন। কর্পোরেশনের মেয়র এইরূপ সভা আহবান করিতে ব্যর্থ হইলে পূর্বোক্ত কাউন্সিলরগণ ১০ দিনের মধ্যে অনুষ্ঠেয় সভা আহবান করিয়া কমপক্ষে ৭ দিন পূর্বে কর্পোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলরগণকে নোটিশ প্রদান করিবেন। এইরূপ সভা কর্পোরেশনের কার্যালয়ে নির্ধারিত তারিখে অফিস চলাকালীন সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে। এইরূপ সভা পরিচালনাকালীন সময়ে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন পর্যবেক্ষক উপস্থিত থাকিতে পারিবেন, যিনি উক্তরূপ তলবী সভা পরিচালনা ও সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বিষয়ে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট একটি লিখিত প্রতিবেদন সভা অনুষ্ঠানের ৭ দিনের মধ্যে পেশ করিবেন।*

*তবে আরও শর্ত থাকে যে, যদি কর্পোরেশনের কোন সভায় পরবর্তী সভার তারিখ ও সময় নির্ধারণ না করা হইয়া থাকে অথবা অব্যবহিত পূর্ববর্তী সভায় নির্ধারিত কোন সভার তারিখ ও সময়ে কর্পোরেশনের সভা অনুষ্ঠিত না হইলে সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশনের মেয়র স্বীয় বিবেচনা অনুযায়ী কর্পোরেশনের সভা আহবান করিবেন।*

*(২) মেয়র অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি প্রয়োজন মনে করিলে যে কোন সময় কর্পোরেশনের সভা আহবান করিতে পারিবেন।*

*(৩) কাউন্সিলরগণের মোট সংখ্যার অন্যূন এক তৃতীয়াংশের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি না থাকিলে কর্পোরেশনের কোন সভায় কোন কার্য নিষ্পন্ন করা যাইবে না।*

*(৪) এই আইনে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, কর্পোরেশনের সভায় সকল সিদ্ধান্ত উপস্থিত কাউন্সিলরগণের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হইবে।*

*(৫) প্রত্যেক কাউন্সিলরের একটি করিয়া ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতি একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।*

*(৬) কর্পোরেশনের সভায় মেয়র, অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে ১৯ ধারা অনুযায়ী তাঁহার দায়িত্বপালনকারী কাউন্সিলর অথবা উভয়ের অনুপস্থিতিতে, উপস্থিত কাউন্সিলরগণ কর্তৃক নির্বাচিত কোন কাউন্সিলর সভাপতিত্ব করিবেন।*

*(৭) সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত কর্মকর্তাগণ কর্পোরেশনের আমন্ত্রণে উহার সভায় যোগদান এবং সভায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন, তবে তাহাদের ভোটাধিকার থাকিবে না।*

*(৮) কোন প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হইয়াছে বা হয় নাই তাহা সভাপতি উক্ত সভায় স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিবেন;*

*(৯) সভার আলোচ্যসূচিতে কারিগরি ও গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে কোন বিশেষজ্ঞের মতামত প্রয়োজন হইলে পরিষদ উক্ত বিষয় বা বিষয়সমূহে মতামত প্রদানের জন্য এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞকে সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।*

**ধারা ৪৮। স্থায়ী কমিটি গঠন**

(১) কর্পোরেশন প্রত্যেক বৎসর উহার প্রথম সভায় অথবা যথাশ্রীঘ্র সম্ভব তৎপরবর্তী কোন সভায়, নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির প্রত্যেকটি সম্পর্কে একটি করিয়া স্থায়ী কমিটি গঠন করিবে *এবং কমিটির মেয়াদ আড়াই বৎসর হইবে। আড়াই বৎসর পর নতুন করিয়া কমিটি গঠন করিতে হইবে।*

(ক) অর্থ ও সংস্থাপন;

(খ) *বর্জ্য ব্যবস্থাপনা;*

(গ) *শিক্ষা,* স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা;

(ঘ) নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন;

(ঙ) হিসাব নিরীক্ষা ও রক্ষণ;

*(চ) নগর অবকাঠামো নির্মাণ ও সংরক্ষণ;*

(ছ) পানি ও বিদ্যুৎ;

(জ) সমাজকল্যাণ ও কমিউনিটি সেন্টার।

(২) কর্পোরেশন প্রয়োজনবোধে অন্য কোন বিষয়ের জন্যও স্থায়ী কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(৩) *প্রত্যেক স্থায়ী কমিটির সদস্য সংখ্যা কর্পোরেশন নির্ধারণ করিবে এবং স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও সদস্যগণ কর্পোরেশনের সভায় কাউন্সিলরগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন; তবে কোন কাউন্সিলর একই সময়ে দুইটির অধিক স্থায়ী কমিটির সদস্য হইবেন না এবং একটি কমিটির বেশি সভাপতি হইতে পারিবেন না; তবে শর্ত থাকে যে, কমিটিতে মোট সদস্য সংখ্যার ৪০ ভাগ মহিলা কাউন্সিলর হইতে হইবে;*

*(ক) স্থায়ী কমিটির ৪০% চেয়ারম্যান হইবেন মহিলা কাউন্সিলরগণ; এবং*

*(খ) দ্বিতীয় বারের মত গঠিত কমিটিতে একই ব্যক্তি চেয়ারম্যান হইতে পারিবেন না।*

*(৪) মেয়র পদাধিকারবলে সকল স্থায়ী কমিটির সদস্য হইবেন।*

*(৫) মেয়রের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে চেয়ারম্যান স্বীয় পদ হইতে পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং মেয়র কর্তৃক পদত্যাগপত্র প্রাপ্তির তারিখ হইতে পদত্যাগ কার্যকর হইবে।*

*(৬) কোন স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান অথবা অন্য কোন সদস্যের পদ আকস্মিকভাবে শূন্য হইলে তাহা উপধারা (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে এবং নবনির্বাচিত ব্যক্তি তাহার পূর্বসূরীর অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।*

*(৭) কোন স্থায়ী কমিটি উহার উত্তরাধিকারী স্থায়ী কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করিতে থাকিবে।*

*(৮) কোন স্থায়ী কমিটির সভাপতি বা সদস্যের অনিবার্য কারণবশত দুই মাসের অধিক অনুপস্থিত থাকিবার সম্ভাবনা থাকিলে পরিষদের সভায় অন্য কোন কাউন্সিলরকে উক্ত স্থায়ী কমিটির সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব প্রদানের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।*

*(৯) ক্ষেত্র ভেদে স্থায়ী কমিটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানাইয়া তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবে।*

**ধারা ৪৯। স্থায়ী কমিটিসমূহের কার্যাবলী**

*(১) স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী বিধি কিংবা প্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে। তবে, বিধি বা প্রবিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী নির্ধারণ করা যাইবে।*

*(২) স্থায়ী কমিটির সুপারিশ কর্পোরেশনের পরবর্তী সভায় বিবেচিত হইবে এবং কোন সুপারিশ কর্পোরেশনে গৃহীত না হইলে তাহার যথার্থতা ও কারণ লিখিতভাবে স্থায়ী কমিটিকে জানাইতে হইবে।*

*(৩) স্থায়ী কমিটির সকল কার্যধারা কর্পোরেশনের সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে চূড়ান্ত হইবে।*

**ধারা ৫০। অন্যান্য কমিটি গঠন**

কর্পোরেশন প্রয়োজনবোধে কাউন্সিলরগণের মধ্য হইতে বাছাইকৃত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে অন্যূন তিন সদস্য বিশিষ্ট অন্যান্য কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

**ধারা ৫১। কর্পোরেশনের কাজে যে কোন ব্যক্তির সম্পৃক্তকরণ**

(১) কর্পোরেশন বা উহার কোন স্থায়ী কমিটি কিংবা অন্য কোন কমিটি উহার যে কোন দায়িত্ব পালনের জন্য কোন ব্যক্তির সাহায্য বা পরামর্শের প্রয়োজন বোধ করিলে উক্ত ব্যক্তিকে উহার কাজের সহিত সম্পৃক্ত করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) এর অধীনে কর্পোরেশন বা কোন কমিটির সহিত সম্পৃক্ত ব্যক্তি উহার সভায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন, তবে তাহার ভোটাধিকার থাকিবে না ।

**ধারা ৫২ । কর্পোরেশনের সভায় জনসাধারণের প্রবেশাধিকার**

(১) সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিলরগণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্পোরেশনের কোন সভা একান্তে অনুষ্ঠিত না হইলে উহার প্রত্যেক সভা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে ।

(২) কর্পোরেশন, প্রবিধান দ্বারা উহার সভায় জনসাধারণের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে ।

**ধারা ৫৩ । কাউন্সিলরগণের ভোটদানের উপর বাধা-নিষেধ**

কর্পোরেশন বা উহার কোন কমিটির সভায়, কোন কাউন্সিলরের আচরণ সম্পর্কিত কোন বিষয়ের আলোচনায় অথবা তাঁহার আর্থিক স্বার্থ রহিয়াছে এইরূপ কোন বিষয়ে অথবা তাঁহার ব্যবস্থাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন আছে এইরূপ কোন সম্পত্তি বিষয়ক আলোচনায় উক্ত কাউন্সিলর অংশগ্রহণ বা ভোট দান করিবেন না ।

**ধারা ৫৪ । সভার কার্য পদ্ধতি ও কার্য পরিচালনা**

এই অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষে কর্পোরেশন উহার সভা এবং উহার স্থায়ী কমিটি কিংবা অন্যান্য কমিটির সভার কার্যপদ্ধতি ও কার্য পরিচালনার জন্য প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে । অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হইবে-

(ক) বাজেটের প্রাক্কলন স্থায়ী কমিটি কর্তৃক মতামত প্রদানের পর বাজেট সভায় অনুমোদিত হইবে;

*(খ) ৫৭ ধারায় বর্ণিত যে কোন চুক্তি বিষয়ক সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করিবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির মতামত গ্রহণ করিতে হইবে ।*

**ধারা ৫৫ । সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধকরণ**

(১) কর্পোরেশন এবং বিভিন্ন কমিটির কার্যবিবরণীর মধ্যে উপস্থিত কাউন্সিলরগণের নাম উল্লেখ করিতে হইবে এবং কার্যবিবরণী একটি বাঁধাই করা বহিতে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং প্রতিটি গৃহীত কার্যবিবরণী পরবর্তী সভায় প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ (যদি থাকে) উপস্থাপিত হইলে উহা সহ অনুমোদিত হইবে;

*(২) পরবর্তী সভায় অনুমোদনের ১৪ দিনের মধ্যে সভার কার্যবিবরণী কমিশন ও সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে;*

*(৩) কর্পোরেশনের প্রত্যেকটি সভার কার্যবিবরণী কাউন্সিলরদের মধ্যে যথাসময়ে বিতরণ করিতে হইবে এবং কর্পোরেশনের উন্মুক্ত স্থানে স্থাপন করিতে হইবে;*

*(৪)* কার্যবিবরণীর কপি নির্ধারিত ফি এর বিনিময়ে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশনের কোন নাগরিককে প্রদান করা যাইবে;

(৫) কোন পদ শূন্য ছিল অথবা কর্পোরেশন গঠন প্রক্রিয়ায় কোন ত্রুটি ছিল অথবা সভায় অংশগ্রহণ বা ভোট দানের যোগ্যতা ছিল না এইরূপ ব্যক্তি সভায় অংশগ্রহণ করিয়াছিল, কেবলমাত্র এ কারণে কর্পোরেশনের কোন কাজ বা সভার কার্যবিবরণী বে-আইনী হইবে না;

**ধারা ৫৬ । কার্যাবলী ও কার্যধারা বৈধকরণ**

(১) এই আইনের অধীনে কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন কার্যধারা সম্পর্কে কেবলমাত্র-

(ক) কর্পোরেশন বা উহার কোন কমিটিতে কোন পদ শূন্যতার কারণে কিংবা উহার গঠনে কোন ত্রুটি থাকিবার কারণে; অথবা

*(খ) কোন মামুলি ত্রুটি বা অনিয়মের কারণে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা চলিবে না ।*

*(২) কর্পোরেশন অথবা উহার কোন কমিটির সভার কার্যবিবরণী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ ও স্বাক্ষরিত হইলে উহার সভা যথাযথভাবে আহবান করা হইয়াছে এবং পরিচালিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।*

**ধারা ৫৭ । চুক্তি**

**(১) কর্পোরেশন কর্তৃক বা উহার পক্ষে সম্পাদিত সকল চুক্তি-**

(ক) *যে কোন চুক্তি কর্পোরেশনের সভায় গৃহীত হইবার পর পরবর্তী পর্যায়ে চূড়ান্ত করিতে হইবে;*

(খ) লিখিত হইতে হইবে এবং কর্পোরেশনের নামে সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশিত হইতে হইবে; এবং

(গ) বিধি অনুসারে সম্পাদিত হইতে হইবে ।

*(২) কোন চুক্তি সম্পাদনের অব্যবহিত পরে অনুষ্ঠিত কর্পোরেশনের সভায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা চুক্তিটি সম্পর্কে সভাকে অবহিত করিবেন ।*

*(৩) বিধি প্রণয়ন না করা পর্যন্ত কর্পোরেশন প্রস্তাবের মাধ্যমে উহার বিভিন্ন ধরনের চুক্তি সম্পাদনের পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে বিধি বা ক্ষেত্রমতে প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করিবেন ।*

**ধারা ৫৮ । পূর্ত কাজ**

সরকার বিধি দ্বারা-

(ক) কর্পোরেশন কর্তৃক সম্পাদিতব্য সকল পূর্ত কাজের পরিকল্পনা এবং আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব প্রণয়ন করিবার বিধান করিবে;

(খ) উক্ত পরিকল্পনা ও ব্যয় কোন্ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এবং কি শর্তে প্রযুক্তিগতভাবে এবং প্রশাসনিকভাবে অনুমোদিত হইবে, উহার বিধান করিবে ।

(গ) উক্ত পরিকল্পনা ও ব্যয়ের হিসাব কাহার দ্বারা প্রণয়ন করা হইবে এবং উক্ত পূর্ত কাজ কাহার দ্বারা সম্পাদিত হইবে উহার বিধান করিবে ।

**ধারা ৫৯ । নথিপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদি**

কর্পোরেশন

(ক) ইহার কার্যাবলীর সমুদয় নথিপত্র নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিবে;

(খ) নির্ধারিত মেয়াদী প্রতিবেদন এবং বিবরণী প্রণয়ন ও প্রকাশ করিবে;

*(গ) প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য কাজ এবং কর্পোরেশনের কাজ-কর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে সরকার বা কমিশন সময় সময় যেইরূপ নির্ধারণ করিবে সেইরূপ তথ্যাবলী প্রকাশ করিবে ।*

## সপ্তম অধ্যায়

## কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ

**ধারা ৬০ । প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা**

(১) কর্পোরেশনের একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবেন এবং তিনি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে নিযুক্ত হইবেন ।

(২) উপধারা (১) এর অধীনে নিযুক্ত কর্মকর্তা কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে তিন বৎসর মেয়াদের জন্য তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন, তবে সরকার উক্ত মেয়াদ অনধিক এক বৎসর করিয়া বৃদ্ধি করিতে পারিবে ।

(৩) উপধারা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার যে কোন সময় কোন কারণ না দর্শাইয়া প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে তাঁহার পদ হইতে প্রত্যাহার করিতে পারিবে; এবং এতদুদ্দেশ্যে আহুত কর্পোরেশনের বিশেষ সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরগণের মোট সংখ্যার তিন পঞ্চমাংশের ভোটে উক্ত কর্মকর্তাকে প্রত্যাহারের জন্য প্রস্তাব গৃহীত হইলে সরকার তাহাকে অবশ্যই তাঁহার পদ হইতে প্রত্যাহার করিবে ।

তবে শর্ত থাকে যে, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি হইলে সরকারের এক মাসের নোটিশ না দিয়া অনুরূপ কোন বিশেষ সভা আহবান করা এবং অনুরূপ কোন প্রস্তাব উত্থাপন করা যাইবে না ।

(৪) এই আইন ও বিধিতে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্পোরেশনের সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন এবং মেয়র যে ক্ষমতা বা দায়িত্ব তাঁহাকে প্রদান করিবেন তিনি এই আইন বা বিধি অনুযায়ী সেই ক্ষমতা প্রয়োগ বা দায়িত্ব পালন করিবেন ।

(৫) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা স্বীয় ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মেয়রের নিকট দায়ী থাকিবেন ।

(৬) অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করিবেন ।

**ধারা ৬১ । প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার বিশেষ ক্ষমতা**

কোন দুর্ঘটনাবশতঃ বা দুর্ঘটনার সম্ভাবনার কারণে অথবা অদৃষ্টপূর্ব কোন ঘটনা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে, কর্পোরেশনের সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হইলে বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে অথবা জনজীবন বিপন্ন হইলে বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তাহার বিবেচনামতে উপযুক্ত ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং

তৎসম্পর্কে তিনি অবিলম্বে কর্পোরেশন কিংবা সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির নিকট প্রতিবেদন পেশ করিবেন এবং উক্ত প্রতিবেদনে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ এবং তজ্জন্য যদি খরচ হইয়া থাকে বা হইতে পারে তাহাও উল্লেখ করিবেন ।

**ধারা ৬২ । নথিপত্রের হেফাজত**

(১) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্পোরেশনের কার্যবিবরণী হেফাজতের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী থাকিবেন ।

(২) *অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত স্ব স্ব বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ বিভাগের নথিপত্র, দলিল দস্তাবেজ সংরক্ষণের জন্য দায়ী থাকিবেন ।*

**ধারা ৬৩ । প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সভা সম্পর্কিত অধিকার**

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার কর্পোরেশন বা উহার যে কোন কমিটির সভায় উপস্থিত থাকিবার এবং সভার আলোচনায় অংশগ্রহণের অধিকার থাকিবে এবং অনুরূপ কোন সভায় তিনি সভাপতির অনুমতিক্রমে কোন বিষয়ে বিবৃতি প্রদান বা ব্যাখ্যা প্রদান ***এবং আইন বা বিধি পরিপন্থী সিদ্ধান্ত হইলে তাহা সভাকে অবহিত করিবেন এবং বিদ্যমান আইন বা বিধি বিধান পরিপন্থি কোন প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে তাহা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকার বা কমিশনকে অবহিত করিবেন ।*** উক্তরূপ সভায় তাহার ভোট দানের বা প্রস্তাব উত্থাপনের কোন অধিকার থাকিবে না ।

**ধারা ৬৪ । পদসমূহের তফসিল**

(১) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সময় সময় কর্পোরেশনের যে সমস্ত পদ তাহার বিবেচনায় থাকা প্রয়োজন মনে করেন উহার একটি তফসিল প্রস্তুত করিয়া কর্পোরেশনের নিকট পেশ করিবেন ।

(২) কর্পোরেশন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার মতামত গ্রহণ করিয়া উপধারা (১) এর অধীনে প্রস্তুতকৃত তফসিল প্রয়োজনীয় সংশোধন করিতে এবং এইরূপ সংশোধিত তফসিল সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে চূড়ান্ত করিতে পারিবে ।

**ধারা ৬৫ । তফসিল বর্হির্ভূত পদে নিয়োগদানে বাধা নিষেধ**

ধারা ৬৪ এর অধীনে প্রস্তুত ও চূড়ান্তকৃত তফসিল বর্হির্ভূত কোন পদে কোন ব্যক্তিকে নিয়োগদান করা যাইবে না ।

**ধারা ৬৬ । নিয়োগদানকারী কর্তৃপক্ষ**

এই অধ্যাদেশের বিধান ও বিধি সাপেক্ষে মেয়র কর্পোরেশনের সকল প্রথম শ্রেণীর পদে এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য সকল পদে নিয়োগদান করিবেন ।

**ধারা ৬৭ । ভবিষ্য তহবিল ইত্যাদি**

কর্পোরেশন বিধি অনুসারে-

(ক) উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য ভবিষ্য তহবিল গঠন করিতে পারিবেন এবং নির্ধারিত হারে উক্ত তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবার জন্য তাহাদিগকে নির্দেশ দিতে পারিবে;

(খ) ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান করিতে পারিবে;

(গ) উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের অবসর গ্রহণের পর আনুতোষিক প্রদানের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(ঘ) উহার কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবার কারণে অসুস্থ বা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিলে তাহার পরিবারকে বিশেষ আনুতোষিক প্রদান করিতে পারিবে;

(ঙ) উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য সামাজিক বীমা প্রবর্তন করিতে পারিবে এবং উহাতে চাঁদা প্রদানের জন্য তাহাদিগকে নির্দেশ দিতে পারিবে;

(চ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য কল্যাণ তহবিল প্রবর্তন করিতে পারিবে এবং উহা হইতে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারিবে ।

**ধারা ৬৮ । কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের শাস্তি**

(১) কর্পোরেশন সংক্রান্ত কোন আইন, বিধি বা নির্ধারিত কোন পদ্ধতি লঙ্ঘন, কিংবা শৃঙ্খলা ভঙ্গ অথবা দায়িত্ব পালনে অবহেলা ও অসতর্কতা অথবা দুর্নীতি বা অসদাচরণের দায়ে কর্পোরেশনের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত যে কোন শাস্তি প্রদান করা যাইবে-

(ক) তিরস্কার;

(খ) জরিমানা;

(গ) বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি বন্ধ;

(ঘ) পদোন্নতি বন্ধ;
(ঙ) পদাবনতি;
(চ) বাধ্যতামূলক অবসর দান;
(ছ) অপসারণ;
(জ) সাময়িক বরখাস্ত;
(ঝ) বরখাস্ত ।

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে শাস্তিদানকারী কর্তৃপক্ষ তাহার নিয়োগদানকারী কর্তৃপক্ষ অপেক্ষা অধঃস্তন হইবে না ।

(২) উপধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অনুরূপ কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে কারণ দর্শাইবার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দান না করিয়া বরখাস্ত বা অপসারিত বা পদাবনত করা যাইবে না;

তবে শর্ত থাকে যে, *মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন অথবা ছয়মাসের অধিক কারাদন্ড অথবা ১০০০ (এক হাজার) টাকার অধিক জরিমানা সংক্রান্ত অপরাধে দণ্ডিত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনত করিবার ক্ষেত্রে উক্ত বিধান প্রযোজ্য হইবে না ।*

(৩) এই ধারা অনুযায়ী শাস্তিপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে আপিল করিতে পারিবেন ।

**ধারা ৬৯। চাকুরির মেয়াদ ও শর্তাবলী**

এই অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষে সরকার বিধি দ্বারা-

(ক) কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের চাকুরির শর্তাবলী নির্ধারণ করিতে পারিবে;
(খ) কর্পোরেশনের অধীনে বিভিন্ন পদে নিয়োগের যোগ্যতা নির্ধারণ করিতে পারিবে;
(গ) কর্পোরেশনের অধীনে বিভিন্ন পদে নিয়োগদানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতি নির্ধারণ করিতে পারিবে;
(ঘ) কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে কোন জামানত দিতে হইলে তাহার পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ধারণ করিতে পারিবে;
(ঙ) কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ছুটি ও ছুটিকালীন ভাতা মঞ্জুরী নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে;
(চ) কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে; এবং
(ছ) কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে দক্ষতার সহিত তাহাদের দায়িত্ব পালন করিবার প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ অন্য কোন সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভায় বদলীর ব্যবস্থা করিতে পারিবেন ।

*ধারা ৭০। কর্পোরেশনের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সম্পর্ক*

*(১) কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের আইনগত অধিকার ও পেশাগত স্বাধীনতা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে সরকার নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন বা কর্পোরেশনে ন্যস্তকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ বিষয়ক একটি আচরণ বিধি* ***(Code of Conduct)*** *প্রণয়ন করিবে ।*

*(২) কর্পোরেশনের যে কোন সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের মতামত সভার কার্যবিবরণীতে উল্লেখ থাকিতে হইবে ।*

*(৩) কর্পোরেশনের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন বা কর্পোরেশনে ন্যস্তকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ পারস্পারিক সম্মান প্রদর্শন করিবেন এবং যে কোন প্রকার অশোভন আচরণ পরিহার করিবেন ।*

*(৪) কমিশন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের আচরণ বিধি বহির্ভূত যে কোন অভিযোগ বিবেচনা করিবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করিবে ।*

*(৫) কর্পোরেশনের নির্বাচিত কোন জনপ্রতিনিধি কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কোন কার্য সম্পাদনের জন্য মৌখিক নির্দেশনা প্রদান করিলেও সংশ্লিষ্ট কাজটি বাস্তবায়নের পূর্বে লিখিতভাবে জানাইতে হইবে ।*

# তৃতীয় ভাগ

## প্রথম অধ্যায়

### কর্পোরেশনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা

**ধারা ৭১। কর্পোরেশনের তহবিল গঠন**

(১) ‘কর্পোরেশন তহবিল’ নামে কর্পোরেশনের একটি তহবিল থাকিবে।

(২) উপধারা (১) এর অধীনে গঠিত কর্পোরেশন তহবিলে নিম্নলিখিত অর্থ জমা হইবে, যথাঃ-

(ক) কর্পোরেশন কর্তৃক ধার্যকৃত কর, উপকর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য দাবী বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;

(গ) কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত আয় বা মুনাফা;

(ঘ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের অনুদান;

(ঙ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক প্রদত্ত দান;

(চ) কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত সকল ট্রাষ্ট হইতে প্রাপ্ত আয়;

(ছ) কর্পোরেশনের অর্থ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা;

(জ) কর্পোরেশন কর্তৃক বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অন্য যে কোন অর্থ;

(ঝ) সরকারী নির্দেশে কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

**ধারা ৭২। কর্পোরেশন তহবিল সংরক্ষণ, বিনিয়োগ ইত্যাদি**

(১) কর্পোরেশন তহবিলে জমাকৃত অর্থ কোন সরকারি ট্রেজারীর কার্য পরিচালনাকারী কোন ব্যাংকে অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকারে জমা রাখা হইবে।

(২) নির্ধারিত পদ্ধতিতে কর্পোরেশন উহার তহবিলের কোন অংশ বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) কর্পোরেশন সরকারের নির্দেশক্রমে প্রয়োজনবোধে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে পৃথক তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা পরিচালনা করিবে।

**ধারা ৭৩। কর্পোরেশন তহবিলের প্রয়োগ**

কর্পোরেশন তহবিলের অর্থ নিম্নলিখিত খাতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ব্যয় করা যাইবে, যথাঃ -

প্রথমতঃ কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বেতন ও ভাতা প্রদান;

দ্বিতীয়তঃ এই অধ্যাদেশের অধীনে কর্পোরেশন তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়;

তৃতীয়তঃ এই অধ্যাদেশ বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইন বা অধ্যাদেশ দ্বারা ন্যস্ত কর্পোরেশনের দায়িত্ব সম্পাদন এবং কর্তব্য পালনের জন্য ব্যয়;

চতুর্থতঃ সরকারের পূর্বানুমোদক্রমে কর্পোরেশন কর্তৃক ঘোষিত কর্পোরেশন তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়।

**ধারা ৭৪। কর্পোরেশন তহবিলের উপর দায়**

(১) কর্পোরেশন তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় নিম্নরূপ হইবেঃ

(ক) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা কর্পোরেশনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং কর্পোরেশনের চাকুরিতে নিয়োজিত সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রদেয় অর্থ;

(খ) হিসাব নিরীক্ষা বা এই সংক্রান্ত অন্য কোন বিষয়ের জন্য কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদেয় অর্থ;

(গ) কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে প্রাপ্ত কোন রায়, ডিক্রি বা রোয়েদাদ কার্যকর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন অর্থ;

(ঘ) সরকার কর্তৃক দায়যুক্ত বলিয়া ঘোষিত অন্য যে কোন ব্যয়।

(২) তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়ের খাতে যদি কোন অর্থ অপরিশোধিত থাকে তাহা হইলে যে ব্যক্তির হেফাজতে উক্ত তহবিল থাকিবে সেই ব্যক্তিকে সরকার আদেশ দ্বারা উক্ত তহবিল হইতে যতদূর সম্ভব ঐ অর্থ পরিশোধ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

*ধারা ৭৫। বাজেট মঞ্জুরী বহির্ভূত ব্যয় সংক্রান্ত*

***কর্পোরেশনের চলতি বাজেটে কোন ব্যয় অনুমোদিত না থাকিলে এবং উহাতে পর্যাপ্ত উদ্বৃত্ত না থাকিলে উহা হইতে কোন অর্থ ব্যয় করা যাইবে না;***

***তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৭৯ অনুযায়ী ব্যয়িত অর্থের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।***

**ধারা ৭৬। কর্পোরেশন তহবিল হইতে জনস্বার্থে অর্থ ব্যয়**

(১) সরকারের *অর্থ বরাদ্দের লিখিত নির্দেশ সাপেক্ষে কর্পোরেশন* জনস্বার্থে কর্পোরেশনের নিয়মিত কার্য ক্ষতিগ্রস্ত না করিয়া জরুরী কার্য সম্পাদনের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করিতে পরিবে।

(২) এই ধারার অধীনে গৃহীত যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে মেয়র কর্পোরেশনকে অবহিত করিবেন।

**ধারা ৭৭। বাজেট**

(১) কর্পোরেশন প্রতি বৎসর পহেলা জুনের পূর্বে উহার পরবর্তী আসন্ন অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত আয়-ব্যয়ের একটি বিবরণ নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রস্তুত ও অনুমোদন করিবে, অতঃপর বাজেট বলিয়া অভিহিত হইবে এবং কর্পোরেশন উহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

*(২) নির্ধারিত বাজেট প্রণয়ন বিধিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে-*

*(ক) উন্নয়ন বাজেটের প্রস্তাবিত খসড়া প্রতি ওয়ার্ডের কাউন্সিলরগণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের জনগণকে অবহিত করিতে হইবে এবং তাহাদের মতামত গ্রহণের বিধান থাকিতে হইবে।*

*(খ) খসড়ার একটি কপি যে কোন সময়ে পরিদর্শনের জন্য কর্পোরেশনে উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।*

*(৩) উপধারা (১) এর বর্ণিত পদ্ধতিতে কর্পোরেশন উহার বাজেট প্রস্তুত ও অনুমোদন না করিলে সরকার উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিবরণ প্রস্তুত ও প্রত্যয়ন করাইতে পারিবে এবং অনুরূপভাবে প্রত্যয়িত বিবরণ কর্পোরেশনের অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে।*

*(৪) সরকার উপধারা (১) অনুযায়ী বাজেটের অনুলিপি প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে আদেশ দ্বারা উহা পরিবর্তন করিতে পারিবে এবং উক্ত পরিবর্তিত বাজেট কর্পোরেশনের অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে।*

*(৫) কোন অর্থ বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বে যে কোন সময়ে প্রয়োজন হইলে উক্ত অর্থ বৎসরের জন্য সংশোধিত বাজেট প্রস্তুত ও অনুমোদন করা যাইবে এবং উক্ত সংশোধিত বাজেট যথাসম্ভব এই ধারার বিধান সাপেক্ষে হইবে।*

*(৬) যেই ক্ষেত্রে এই আইন অনুযায়ী কর্পোরেশন প্রথম (অফিসের) দায়িত্ব গ্রহণ করে সেই ক্ষেত্রে উহা যেই অর্থ বৎসরে দায়িত্ব গ্রহণ করে সেই অর্থ বৎসরের অবশিষ্ট সময়ের জন্য বাজেট হইবে এবং এই ধারার অন্যান্য বিধান প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ প্রযোজ্য হইবে।*

ধারা ৭৮। হিসাব

*(১) কর্পোরেশনের আয় ও ব্যয়ের হিসাব নির্ধারিত প্রকার ও পদ্ধতিতে রক্ষিত হইবে।*

*(২) প্রতি অর্থ বৎসরের শেষে একটি বার্ষিক হিসাব-বিবরণী প্রস্তুত করিতে হইবে এবং উহা পরবর্তী অর্থ বৎসরের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নির্ধারিত ছকে কমিশনের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। কমিশন সমন্বিত প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে মতামতসহ সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।*

*(৩) কর্পোরেশন উপধারা (২) এর অধীনে প্রস্তুতকৃত বার্ষিক হিসাব বিবরণীর একটি প্রতিলিপি সর্বসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উহার কার্যালয়ের কোন প্রকাশ্য স্থানে টাংগাইয়া দিবে এবং উক্ত বিষয়ে জনসাধারণের নিকট হইতে প্রাপ্ত সকল আপত্তি ও পরামর্শ বিবেচনা করিবে এবং উহা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিবে।*

ধারা ৭৯। নিরীক্ষা

*(১) নিরীক্ষক নিয়োগ*

*(ক) সিটি কর্পোরেশনের তহবিলের হিসাবসমূহ কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে সরকার যেইরূপ বিহিত করিবেন, সেই সময়ে ও স্থানে এবং নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত কোন নিরীক্ষক কর্তৃক পরীক্ষিত ও নিরীক্ষিত হইবে।*

*(খ) এই ধারা অনুযায়ী নিযুক্ত নিরীক্ষক বাংলাদেশ দন্ড বিধি আইনের ২১ ধারা মতে গণকর্মচারী **(Public Servant)** বলিয়া গণ্য হইবেন।*

*(গ) ক্ষেত্র অনুযায়ী কর্পোরেশনের মেয়রকে তহবিলের যে সকল হিসাব উপস্থাপনের জন্য নিরীক্ষক অনুরোধ জানাইবেন, সেই সকল হিসাব তিনি নিরীক্ষকের নিকট উপস্থাপন করিবেন বা করাইবেন।*

*(২) নিরীক্ষকগণের ক্ষমতা*

*(ক) এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী নিরীক্ষার প্রয়োজনে কোন নিরীক্ষক -*

*(i) নিরীক্ষা কার্য যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য তিনি যেইরূপ আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিবেন সেইরূপ কোন দলিলপত্র তাহার সন্মুখে উপস্থাপন করিবার জন্য অথবা সেইরূপ কোন তথ্য সরবরাহ করিবার জন্য তিনি লিখিত ভাবে অনুরোধ করিতে পারিবেন।*

*(i i)* *যে ব্যক্তি ঐরূপ কোন দলিলপত্রের জন্য কৈফিয়ত দিতে দায়ী, অথবা যে ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে ঐরূপ কোন দলিলপত্র থাকে, অথবা সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশনের কাউন্সিলরগণের সহিত, দ্বারা বা পক্ষে কোন অংশ বা স্বার্থ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, এবং তাহার স্বনামেই হউক বা তাহার অংশীদারের নামেই হউক, থাকে, সেইরূপ কোন ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইবার জন্য লিখিত অনুরোধ করিতে পারিবেন। এবং*

*(i i i)* *ঐরূপ অবস্থার প্রেক্ষিতে তাহার সন্মুখে উপস্থাপিত কোন ব্যক্তিকে ঐরূপ কোন দলিলপত্র সম্পর্কে একটি ঘোষণা করিয়া তাহা স্বাক্ষর করিবার জন্য, অথবা কোন প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য অথবা কোন বিবৃতি প্রস্তুত করিয়া তাহা দাখিল করিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবে।*

*(খ) যদি কোন ব্যক্তি (ক) (i) নং উপধারা অনুযায়ী নিরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত অনুরোধ পালন করিতে অবহেলা করে বা অস্বীকৃত হয়, নিরীক্ষক, যে কোন সময়, ঐ বিষয়টি সরকার ও কমিশনের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং সরকার বা কমিশন কর্তৃক এই বিষয়ে প্রদত্ত নির্দেশ অবশ্যই পালনীয় হইবে।*

*(৩) নিরীক্ষা প্রতিবেদন*

*সরকার স্থানীয় সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে নিরীক্ষা বিষয়ক ব্যবস্থাপনার বিধি প্রণয়ন করিবে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বিধিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকিবেঃ*

*(ক) নিরীক্ষা প্রতিবেদন সংক্রান্ত সময়সীমা;*
*(খ) হিসাব পত্রের গুরুত্বপূর্ণ অসংগতি বা অনিয়ম;*
*(গ) অর্থ বা সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতি বা অপচয়;*
*(ঘ) নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর ব্যবস্থা গ্রহণের সময়সীমাসহ অন্যান্য করণীয় বিষয়াবলী;*
*(ঙ) অবৈধভাবে অর্থ প্রদানকারী বা অর্থ প্রদান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট সুপারিশ;*
*(চ) হিসাব পত্রের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা;*
*(ছ) হিসাব পত্রের বিশেষ নিরীক্ষা।*

**ধারা ৮০। ঋণ**

(১) এই অধ্যাদেশ Local Authorities Loans Act. 1914 (1X of 1914) এবং আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন বা অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষে কর্পোরেশন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ঋণ সংগ্রহ করিতে পারিবে, *তবে শর্ত থাকে যে, এ সম্পর্কে কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে সরকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।*

(২) কর্পোরেশন উপধারা (১) এর অধীনে সংগৃহীত ঋণ পরিশোধের জন্য নিজ উদ্যোগে বা সরকারের নির্দেশক্রমে পৃথক তহবিল গঠন ও সংরক্ষণ করিতে পারিবে এবং সরকার *প্রয়োজনে কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে* কর্পোরেশনের নির্দিষ্ট কোন খাতের আয় সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোন ঋণ পরিশোধের জন্য নির্দিষ্ট রাখিতে এবং প্রয়োগ করিতে পরিবে।

**ধারা ৮১। কর্পোরেশনের সম্পত্তি**

(১) সরকার বিধি দ্বারা-

(ক) কর্পোরেশনের মালিকানাধীন বা উহার উপর ন্যস্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বিধান করিতে পারিবে;
(খ) উক্ত সম্পত্তির হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে;
*(গ) এই অধ্যাদেশ কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে সরকার কর্পোরেশনের জন্য প্রয়োজনীয় স্থাবর সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে পারিবে।*

(২) কর্পোরেশন-

(ক) উহার মালিকানাধীন বা উহার উপর বা উহার তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত যে কোন সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ পরিদর্শন ও উন্নয়ন করিতে পারিবে;
(খ) এই অধ্যাদেশ বা বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত সম্পত্তি কাজে লাগাইতে পারিবে;
(গ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে দান, বিক্রয়, বন্ধক, ইজারা বা বিনিময়ের মাধ্যমে বা অন্য কোন পন্থায় যে কোন সম্পত্তি অর্জন বা হস্তান্তর করিতে পারিবে; *তবে শর্ত থাকে এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সিটি কর্পোরেশনের সীমানার বাহিরেও সম্পত্তি অর্জন আবশ্যক হইলে কর্পোরেশনের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া সরকারের অনুমোদনক্রমে সম্পত্তি অর্জন করিতে হইবে।*

*(৩) সরকার কোন কর্পোরেশনকে উহার স্থানীয় ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে অবস্থিত কোন সরকারি সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দিতে পারিবে এবং ঐরূপ সম্পত্তি ঐ পরিষদে বর্তাইবে ও উহার নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিবে।*

(৪) *কর্পোরেশন যথাযথ জরিপের মাধ্যমে ইহার নিয়ন্ত্রণাধীন সকল সম্পত্তির বিবরণাদি প্রস্তুত করিয়া প্রতি বৎসর ইহা হালনাগাদ করিবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্পদের বিবরণী, মানচিত্র প্রস্তুত করিয়া ইহার একটি অনুলিপি সরকার ও কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবে।*

(৫) *এই অধ্যাদেশ বা বিধির দ্বারা নির্ধারিত পন্থা উপেক্ষা বা লংঘন করিয়া যদি সম্পত্তি অর্জন, দখল ও নিষ্পত্তি করা হয় তাহা হইলে তাহা অবৈধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রদানকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ আইনতঃ দায়ী থাকিবেন।*

**ধারা ৮২। কর্পোরেশনের নিকট দায়**

মেয়র বা কাউন্সিলর বা কপোরেশনের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী অথবা প্রশাসনে দায়িত্ব প্রাপ্ত বা কর্পোরেশনের পক্ষে কর্মরত কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ গাফিলতি বা অসদাচরণের কারণে কর্পোরেশনের কোন অর্থ বা সম্পদের লোকসান, অপচয় বা অপপ্রয়োগ হইলে তিনি উহার জন্য দায়ী থাকিবেন এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকার এই দায় দায়িত্ব নিরূপণ করিবে এবং যে অর্থ বা সম্পদের জন্য তাহাকে দায়ী করা হইবে সেই পরিমাণ অর্থ সরকারি দাবি (Public Demand) হিসাবে তাহার নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

**ধারা ৮৩।** ***কমিশনের অর্থ বিষয়ক সুপারিশ বাস্তবায়ন***

*নিম্নলিখিত বিষয়ে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ বিবেচনা করিয়া সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে -*

(ক) *সরকারের বিভিন্ন উৎস হইতে প্রদত্ত কর বা ফিস ইত্যাদি প্রদানের হার বৃদ্ধি;*

(খ) *সরকারি কোষাগার হইতে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান;*

(গ) *কর্পোরেশনের আয়ের উৎস ও পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থা।*

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### কর্পোরেশনের করারোপ

**ধারা ৮৪। করারোপণ**

কর্পোরেশন নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত সকল অথবা যে কোন কর, উপকর, রেইট, টোল ও ফিস ইত্যাদি আরোপ করিতে পারিবে, *তবে শর্ত থাকে যে, নতুন কোন করারোপের ক্ষেত্রে কর্পোরেশন সরকারের অনুমতি গ্রহণ করিবে এবং সরকার এ বিষয়ে কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।*

**ধারা ৮৫। প্রজ্ঞাপন ও কর বলবৎকরণ**

(১) কর্পোরেশন কর্তৃক ধারা ৮৪ এর অধীনে আরোপিত সমুদয় কর, উপকর, রেইট, টোল ও ফিস সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে এবং সরকার ভিন্নরূপ নির্দেশ প্রদান না করিলে তাহা প্রাক প্রকাশনা সাপেক্ষ হইবে।

(২) কোন কর, উপকর, রেইট, টোল ও ফিস উহার অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে তারিখ হইতে কার্যকর হইবে বলিয়া নির্দেশ দিবে সেই তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

**ধারা ৮৬। আদর্শ কর তফসিল**

*সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে আদর্শ কর তফসিল প্রণয়ন করিবে এবং* কর্পোরেশন কর, উপকর, রেইট, টোল বা ফিস আরোপণের ক্ষেত্রে *উক্তরূপ প্রণীত কর তফসিল নমুনা হিসাবে অনুসরণ করিবে।*

**ধারা ৮৭। কর আরোপণের ক্ষেত্রে নির্দেশাবলী**

**(১) সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে কর্পোরেশনকে -**

(ক) ধারা ৮৪ এর অধীনে আরোপণীয় যে কোন কর, উপকর, রেইট, টোল অথবা ফিস আরোপ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে;

(খ) দফা (ক) এর অধীনে আরোপিত কোন কর ইত্যাদি হ্রাস বা বৃদ্ধি করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে;

(গ) দফা (ক) এর অধীনে আরোপিত কোন কর ইত্যাদি হইতে কোন ব্যক্তি বা সম্পত্তিকে অব্যাহতি দিতে অথবা উহা স্থগিত রাখিতে বা প্রত্যাহার করিতে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে প্রদত্ত কোন নির্দেশ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পালন করা না হইলে, সরকার আদেশ দ্বারা উক্তরূপ নির্দেশ কার্যকর করিতে পারিবে।

**ধারা ৮৮ । কর সংক্রান্ত দায়**

(১) কোন ব্যক্তি বা জিনিসপত্রের উপর কর, উপকর, রেইট, টোল বা ফিস আরোপ করা যাইবে কিনা উহা নির্ধারণের প্রয়োজনে কর্পোরেশন নোটিশের মাধ্যমে, যে কোন ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিতে বা এতদ্‌সংক্রান্ত দলিলপত্র হিসাব বই বা জিনিসপত্র দাখিল করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে ।

(২) এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্পোরেশনের যে কোন কর্মকর্তা, যথাযথ নোটিশ প্রদানের পর কোন কর ইত্যাদি আরোপযোগ্য কি না উহা যাচাই করিবার জন্য যে কোন ইমারত বা স্থানে প্রবেশ করিতে এবং যে কোন জিনিসপত্র পরিদর্শন করিতে পারিবেন ।

**ধারা ৮৯ । কর সংগ্রহ ও আদায়**

(১) এই অধ্যাদেশের অধীনে আরোপিত কর, উপকর, রেইট, টোল ও ফিস নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হইবে ।

(২) এই অধ্যাদেশের অধীনে কর্পোরেশন কর্তৃক দাবিযোগ্য সকল কর, উপকর, রেইট, টোল এবং ফিস ও অন্যান্য অর্থ সরকারি দাবি হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে ।

(৩) উপধারা (২) এর বিধান সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মালিকানাধীন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক এবং বিক্রয় করিয়া কর্পোরেশন কর্তৃক দাবিযোগ্য বকেয়া সকল কর, উপকর, রেইট, টোল এবং ফিস ও অন্যান্য অর্থ আদায় করিবার জন্য সরকার কর্পোরেশনকে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে ।

(৪) কোন্ কোন্ কর্মকর্তা উপধারা (৩) এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন এবং উক্ত ক্ষমতা কি প্রকারে প্রয়োগ করিবেন তাহা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে ।

**ধারা ৯০ । কর নিরূপণের বিরুদ্ধে আপত্তি**

এই অধ্যাদেশের অধীনে ধার্য কোন কর, উপকর, রেইট, টোল বা ফিস বা এতদ্‌সংক্রান্ত কোন সম্পত্তির মূল্যায়ন অথবা কোন ব্যক্তি কর্তৃক উহা প্রদানের দায়িত্ব সম্পর্কে কোন আপত্তি নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট এবং নির্ধারিত পন্থায় ও সময়ের মধ্যে লিখিত দরখাস্তমূলে উত্থাপন করিতে হইবে ।

**ধারা ৯১ । বেতনাদি হইতে কর কর্তন**

কর্পোরেশন যদি কোন কর্ম বা বৃত্তির উপর কর আরোপ করে তাহা হইলে যে ব্যক্তি কর প্রদানের জন্য দায়ী সেই ব্যক্তির প্রাপ্য বেতন বা মঞ্জুরী হইতে উক্ত কর কর্তনের জন্য কর্পোরেশন তাঁহার নিয়োগকর্তাকে জানাইতে পারিবে এবং অনুরূপ অনুরোধ পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তা কর্পোরেশনের প্রাপ্য কর উক্ত ব্যক্তির বেতন বা মঞ্জুরী হইতে কর্তন করিবেন এবং কর্পোরেশন তহবিলে জমা দিবেন ।

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ কর্তনকৃত অর্থ কোন ক্রমেই উক্ত ব্যক্তির বেতন বা মঞ্জুরীর পঁচিশ শতাংশের অধিক হইবে না ।

**ধারা ৯২ । কর ইত্যাদি আরোপণ পদ্ধতি**

(১) কর্পোরেশন কর্তৃক আরোপিত সকল কর, উপকর, রেইট, টোল ও ফিস ইত্যাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে ।

(২) এই ধারার অধীনে প্রণীত বিধিতে অন্যান্য বিষয় ছাড়াও করদাতাগণের বাধ্যবাধকতার ব্যবস্থা থাকিবে এবং কর নির্ধারণ ও আদায়ের জন্য দায়িত্বসম্পন্ন কর্মকর্তাগণের বা অন্যান্য এজেন্সীর কর্তব্য ও ক্ষমতা সম্পর্কে বিধান থাকিবে ।

# চতুর্থ ভাগ

## প্রথম অধ্যায়
### কর্পোরেশন পরিচালনা প্রতিবেদন

**ধারা ৯৩ । কর্পোরেশনের বার্ষিক পরিচালনা প্রতিবেদন**

*(১) প্রতি বৎসর পহেলা জুলাইয়ের পর এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের পূর্বে কর্পোরেশন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে পূর্ববর্তী বৎসরে সম্পাদিত উহার কার্যাবলীর উপর একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন সরকার ও কমিশনের নিকট পেশ করিবে ।*

*(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে উল্লিখিত প্রতিবেদনের প্রতিলিপি কর্পোরেশনের কার্যালয়ে বিক্রয়ের জন্য রাখিতে হইবে ।*

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### অপরাধ ও দণ্ড

**ধারা ৯৪ । অপরাধ**

পঞ্চম তফসিলে বর্ণিত অপরাধসমূহ এই অধ্যাদেশের অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধ হইবে ।

**ধারা ৯৫ । দণ্ড**

এই অধ্যাদেশের অধীনে কোন অপরাধ, যাহার জন্য কোন দণ্ডের উল্লেখ এই অধ্যাদেশে স্পষ্টভাবে নাই, করিলে অনধিক ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যাইবে এবং এই অপরাধ যদি অনবরতভাবে ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে প্রথম দিনের অপরাধের পর পরবর্তী প্রত্যেক দিনের জন্য অপরাধীকে অতিরিক্ত অনধিক ৫০০ (পাঁচশত) টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যাইবে ।

**ধারা ৯৬ । অভিযোগ প্রত্যাহার**

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা এতদুদ্দেশ্যে তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, এই অধ্যাদেশের অধীনে অপরাধ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন ।

**ধারা ৯৭ । অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ**

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বা কর্পোরেশন হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত, এই অধ্যাদেশের অধীনে কোন অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করিতে পারিবে না ।

**ধারা ৯৮ । পুলিশ অফিসারের কর্তব্য**

*(১) প্রত্যেক পুলিশ অফিসারের কর্তব্য হইবে -*

*(ক) এই অধ্যাদেশ বা সংশ্লিষ্ট বিধানের আওতায় কোন অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা বা অপরাধ সংঘটনের খবর সম্পর্কে অনতিবিলম্বে কর্পোরেশনের মেয়র এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিবকে অবহিত করা ।*

*(খ) কর্পোরেশনের মেয়র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তার লিখিত অনুরোধের ভিত্তিতে আইন সঙ্গত দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা ।*

*(২) কোন পুলিশ অফিসার উপধারা (১) অনুযায়ী দায়িত্ব পালনে অবহেলা বা অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে তাহা প্রচলিত আইন ও বিধি বিধান মোতাবেক শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে ।*

## পঞ্চম ভাগ

### প্রথম অধ্যায়

#### কর্পোরেশন সংক্রান্ত সরকার এবং কমিশনের ক্ষমতা ও দায়িত্বাবলী

**ধারা ৯৯। রেকর্ড, ইত্যাদি তলব**

সরকার বা কমিশন, যে কোন সময়, ধারা ৬০ এর অধীনে নিযুক্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট হইতে কোন রেকর্ড, চিঠিপত্র, পরিকল্পনা, দলিলপত্র, বিবরণ, বিবৃতি, পরিসংখ্যান, হিসাব এবং অন্য কোন তথ্য তলব করিতে পারিবে এবং তিনি উহা সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

**ধারা ১০০। পরিদর্শন**

সরকার বা কমিশন, কর্পোরেশনের যে কোন কার্যালয় বা অফিস বা উহার যে কোন কার্য বা সম্পত্তি পরিদর্শন বা পরীক্ষার জন্য এবং তৎসম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করিবার জন্য যে কোন কর্মকর্তাকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদানপূর্বক প্রেরণ করিতে পারিবে এবং কর্পোরেশন বা উহার সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী উক্ত কর্মকর্তার চাহিদা মাফিক যুক্তিসঙ্গত সময়ে কর্পোরেশনের যে কোন অঙ্গন বা সম্পত্তিতে প্রবেশ করিবার বা উহা পরিদর্শন করিবার এবং যে কোন রেকর্ড, হিসাব-নিকাশ, দলিল-দস্তাবেজ বা অন্যান্য কাগজপত্র পরীক্ষা করিবার সুযোগ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

**ধারা ১০১। প্রশাসনিক ব্যাপারে সরকারের নির্দেশ**

ধারা ৯৯ এর অধীনে প্রাপ্ত কোন কিছু এবং ধারা ১০০ এর অধীনে প্রাপ্ত প্রতিবেদন ***অথবা কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশের ভিত্তিতে*** সরকার যদি মনে করে যে-

(ক) কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত কোন কার্য বে-আইনী বা নিয়ম বহির্ভূত বা ত্রুটিপূর্ণভাবে, অদক্ষভাবে, অপর্যাপ্তভাবে বা অনুপযুক্তভাবে পালন করা হইয়াছে, বা উহার উপর অর্পিত কোন দায়িত্ব পালন করা হয় নাই; অথবা

(খ) কর্পোরেশনের কোন দায়িত্ব পালনের জন্য পর্যাপ্ত অর্থের ব্যবস্থা করা হয় নাই, তাহা হইলে সরকার, আদেশ দ্বারা, কর্পোরেশনকে উক্ত কার্য হইতে বিরত থাকিবার বা নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকারের সন্তুষ্টি মোতাবেক উক্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন বা উক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য পর্যাপ্ত অর্থের ব্যবস্থা করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে, এবং কর্পোরেশন উক্ত নির্দেশ পালন করিতে বাধ্য থাকিবে,

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারের বিবেচনায় যদি উক্তরূপ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করা প্রয়োজন না হয় তাহা হইলে, সরকার উক্তরূপ আদেশ প্রদানের পূর্বে কর্পোরেশনকে কারণ দর্শাইবার সুযোগ দিবে।

**ধারা ১০২। ধারা ১০১ এর অধীনে আদেশ কার্যকরীকরণ**

ধারা ১০১ এর অধীনে প্রদত্ত আদেশ যথাযথভাবে সম্পাদন করা না হইলে সরকার ***কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে*** উক্তরূপ সম্পাদনের ব্যবস্থা করিতে পারিবে এবং কর্পোরেশন তহবিল হইতে এই বাবদ সকল ব্যয় নির্বাহের নির্দেশ দিতে পারিবে।

**ধারা ১০৩। বে-আইনী কার্যক্রম বাতিল**

সরকার ***কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে*** কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত কোন কার্যক্রম এই অধ্যাদেশ বা বিধি বা প্রবিধান বা অন্য কোন আইন বা অধ্যাদেশের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিবেচনা করিলে আদেশ দ্বারা উক্ত কার্যক্রম বাতিল করিতে পারিবে এবং উক্ত কার্যক্রম উক্ত আইন বা অধ্যাদেশ, বিধি বা প্রবিধানের সহিত সামাঞ্জস্যপূর্ণ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে,

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ আদেশ প্রদানের পূর্বে সরকার কর্পোরেশনকে কারণ দর্শাইবার সুযোগ দিবে।

**ধারা ১০৪। কর্পোরেশনের কোন বিশেষ বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম সাময়িকভাবে স্থগিতকরণ**

(১) যদি প্রয়োজনীয় তদন্ত ***এবং কমিশনের মতামত গ্রহণের*** পর, সরকার এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, কর্পোরেশন উহার কোন বিশেষ বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে অক্ষম, তাহা হইলে সরকার সরকারি গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা উক্ত বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের উপর কর্পোরেশনের কর্তৃত্ব উক্ত আদেশে উল্লিখিত সময়ের জন্য স্থগিত রাখিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে স্থগিতকরণের পর সরকার, উক্ত বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার নিজেই গ্রহণ করিতে পারিবে অথবা উপযুক্ত বিবেচনা করিলে, উহার পরিচালনার জন্য অন্য কোন ব্যবস্থাও গ্রহণ করিতে পারিবে; এবং কর্পোরেশনের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে কর্পোরেশন তহবিলের হেফাজতকারী ব্যক্তিকে উক্ত বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরকারের হস্তে ন্যস্ত করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

**ধারা ১০৫। কর্পোরেশনের রেকর্ড ইত্যাদি পরিদর্শনের ক্ষমতা**

(১) সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা কর্পোরেশনকে নিম্নরূপ নির্দেশ দিতে পারিবে-

(ক) কর্পোরেশনের হেফাজতে বা নিয়ন্ত্রণাধীন যে কোন রেকর্ড, রেজিস্টার বা অন্যান্য নথিপত্র উপস্থাপন;
শর্ত থাকে যে, প্রয়োজনে এ সকল রেকর্ড, রেজিস্টার বা নথিপত্রের ফটোকপি রাখিয়া মূল কপি ৯০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পরিষদে ফেরত দিতে হইবে;

(খ) যে কোন রিটার্ন, প্ল্যান, প্রাক্কলন, আয়-ব্যয় বিবরণী ইত্যাদি দাখিল;

(গ) কর্পোরেশন সংশ্লিষ্ট যে কোন তথ্য বা প্রতিবেদন সরবরাহ;

(ঘ) কর্পোরেশনের আয়ের উৎস হিসাবে কোন দাবি পরিত্যাগ বা কোন প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া দেওয়ার পূর্বে সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণ;

(২) সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা যে কোন কর্পোরেশন এবং কর্পোরেশনের নথিপত্র, স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি, সমাপ্ত ও চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসহ যে কোন নিমার্ণ কাজ পরিদর্শন করিতে পারিবে;

(৩) প্রত্যেক কর্পোরেশন, কর্পোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলরগণ এবং সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ উপ-ধারা (১) অনুযায়ী নিযুক্ত কর্মকর্তাকে সহযোগিতা করিতে বাধ্য থাকিবেন;

(৪) সরকার নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময় পর পর প্রত্যেক কর্পোরেশনের প্রশাসনিক কার্যক্রম সংক্রান্ত পারফরমেন্স অডিট সম্পন্ন করিবে।

**ধারা ১০৬। কারিগরি তদারকি ও পরিদর্শন**

সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে কোন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং তাহার কর্তৃক মনোনীত কারিগরি কর্মকর্তাগণ কর্পোরেশনের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন উক্ত বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ড ও নথিপত্র পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

**ধারা ১০৭। সরকারের দিক নির্দেশনা প্রদান এবং তদন্ত করিবার ক্ষমতা**

১) এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন সরকার রাষ্ট্রীয় নীতিমালার সঙ্গে সংগতি রাখিয়া যে কোন কর্পোরেশনকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা, কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন প্রকার প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচন, কর্পোরেশন ও ওয়ার্ড সভার কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে, এবং কর্পোরেশন উক্তরূপ দিক নির্দেশনা আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করিবে;

(২) কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন বা কোনরূপ আর্থিক অনিয়ম বা পরিষদের অন্য যে কোন অনিয়মের বিষয়ে প্রাপ্ত অভিযোগ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এক বা একাধিক কর্মকর্তা তদন্ত করিবেন; সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশন উক্ত তদন্ত কাজ পরিচালনায় সহযোগিতা করিবে;

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী তদন্ত সম্পাদনের পর সরকার প্রয়োজন মনে করিলে এই অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষে দায়ী ব্যক্তি/কর্মকর্তা/কর্মচারী বা কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

**ধারা ১০৮। কর্পোরেশন, মেয়র, কাউন্সিলর ও দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে গাফিলতির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ -**

(১) যদি সরকারের নিকট এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে, কোন কর্পোরেশন, মেয়র, কাউন্সিলর ও দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের এই অধ্যাদেশ বা সরকারের অন্য কোন আদেশ দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব সম্পাদনে ব্যর্থ হইয়াছে, সরকার লিখিত আদেশ দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্তরূপ দায়িত্ব পালনের জন্য কর্পোরেশন, মেয়র, কাউন্সিলর **বা দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাকে** নির্দেশ দিতে পারিবে;

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায়িত্ব সম্পাদনে বা আদেশ পালনে ব্যর্থ হইলে সরকার সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশন বা মেয়র বা কাউন্সিলর **বা দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাকে** গ্রহণযোগ্য সুযোগ প্রদান করিয়া কেন তাহার/তাহাদের বিরুদ্ধে এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না তৎমর্মে কারণ দর্শাইবেন; এবং উক্তরূপ দায়িত্ব সম্পাদন বা আদেশ পালনের জন্য যে কোন কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব

পালনার্থে নিয়োগ করিবেন এবং এতদ্সংশ্লিষ্ট আর্থিক সংশ্লেষ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কর্পোরেশন তহবিল বা মেয়র বা কাউন্সিলর বা **দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাকে** ব্যক্তিগত তহবিল হইতে বহনের নির্দেশ প্রদান করিবে।

**ধারা ১০৯। কর্পোরেশনের সিদ্ধান্ত, কার্যবিবরণী ইত্যাদি বাতিল বা স্থগিতকরণ**

**(১) সরকার নিজে অথবা কর্পোরেশনের মেয়র বা কাউন্সিলর বা দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অন্য কোন ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্পোরেশনের যে কোন কার্যবিবরণী বা সিদ্ধান্ত বাতিল বা স্থগিত করিতে পারিবে, যদি উক্তরূপ সিদ্ধান্ত বা কার্যবিবরণী-**

**(ক) আইন সংগতভাবে গৃহীত না হইয়া থাকে;**

**(খ) এই অধ্যাদেশ বা অন্য কোন আইনের পরিপন্থী বা অপব্যবহারমূলক হইয়া থাকে;**

**(গ) যদি মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য, জননিরাপত্তা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হুমকির সম্মুখীন হয়, অথবা যদি দাঙ্গা বা ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি হয়;**

**(ঘ) যদি সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্কুলার, পরিপত্র, আদেশ ইত্যাদি পরিপন্থী হয়;**

**(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কোন সিদ্ধান্ত বা কার্যবিবরণী বাতিল বা স্থগিত করিবার পূর্বে সরকার বিষয়টি এই অধ্যাদেশের ১১২ ধারা অনুযায়ী গঠিত স্থানীয় সরকার কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবে। কমিশন সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশনকে শুনানির সুযোগ দিয়া সরকারের নিকট মতামতসহ রিপোর্ট পেশ করিবে। সরকার উক্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশনের কার্যবিবরণী বা সিদ্ধান্ত বাতিল বা সংশোধন বা চূড়ান্ত করিবে;**

**(৩) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কর্পোরেশনের কোন সিদ্ধান্ত বা কার্যবিবরণী বাতিল বা সংশোধন করা প্রয়োজন মনে করিলে, সরকার সাময়িকভাবে উক্ত কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত স্থগিত করিতে পারিবে এবং উপ-ধারা (২) অনুযায়ী কমিশনের মতামত না পাওয়া পর্যন্ত উক্তরূপ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন স্থগিত রাখিবার জন্য কর্পোরেশনকে নির্দেশ দিতে পারিবে।**

**ধারা ১১০। কর্পোরেশনের গঠন বাতিল ও পুনঃনির্বাচন**

(১) যদি প্রয়োজনীয় তদন্ত এবং কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে সরকার এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, গঠিত কর্পোরেশন-

(ক) উহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ অথবা ক্রমাগতভাবে উহার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইতেছে; অথবা

(খ) উহার প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্ব পালনে অসমর্থ; অথবা

(গ) সাধারণতঃ এমন কাজ করে যাহা জনস্বার্থ বিরোধী; অথবা

(ঘ) উহার ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন বা ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছে বা করিতেছে; অথবা

(ঙ) তৎকর্তৃক আরোপিত বাৎসরিক কর, উপকর, রেইট, টোল, ফি এবং অন্যান্য চার্জ এর শতকরা পঁচাত্তর ভাগ, কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে, আদায়ে ব্যর্থ হইয়াছে;

তাহা হইলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, গঠিত কর্পোরেশনকে উহার মেয়াদের অবশিষ্ট কার্যকালের জন্য বাতিল করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ আদেশ প্রদানের পূর্বে সরকার কর্পোরেশনকে কারণ দর্শাইবার সুযোগ দিবে।

(২) উপ–ধারা (১) এর অধীন কোন আদেশ প্রকাশিত হইলে-

(ক) মেয়র এবং কাউন্সিলরগণ তাহাদের পদে আর বহাল থাকিবেন না;

(খ) বাতিল থাকাকালীন সময়ে কর্পোরেশনের যাবতীয় দায়িত্ব সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ পালন করিবেন এবং

(গ) উক্ত সময়ে কর্পোরেশনের সকল তহবিল ও সম্পত্তি সরকারের উপর ন্যস্ত থাকিবে; এবং

(ঘ) এই অধ্যাদেশের ধারা ৩২ এর (১)(গ) উপধারা অনুযায়ী পুনঃনির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

**ধারা ১১১। স্থায়ী আদেশ**

সময় সময় জারিকৃত স্থায়ী আদেশ দ্বারা, সরকার-

(ক) কর্পোরেশনের সঙ্গে অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে;

(খ) কর্পোরেশন এবং সরকারি কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে কাজের সমন্বয় সাধন করিতে পারিবে;

(গ) কর্পোরেশনকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করিতে পারিবে; এবং

(ঘ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্পোরেশন কর্তৃক অনুসরণীয় সাধারণ পথ নির্দেশনার বিধান করিতে পারিবে, ***তবে শর্ত থাকে যে, এ সকল বিষয়ে সরকার কমিশনের পরামর্শ গ্রহণ করিবে।***

ধারা ১১২। স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন

*সরকার এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে একটি কমিশন গঠন করিবে যাহা অতঃপর স্থানীয় সরকার কমিশন নামে অভিহিত হইবে।*

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### তথ্য প্রাপ্তির অধিকার

*ধারা ১১৩। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার*

*(১) বাংলাদেশের যে কোন নাগরিকের কর্পোরেশন সংক্রান্ত যে কোন তথ্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রাপ্তির অধিকার থাকিবে।*

*(২) উপধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার জনস্বার্থ এবং স্থানীয় প্রশাসনিক নিরাপত্তার স্বার্থে গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা যে কোনো রেকর্ড বা নথিপত্র নোটিফাইড রেকর্ড হিসাবে বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করিতে পারিবে। কোনো ব্যক্তির উক্তরূপ বিশেষ শ্রেণীভুক্ত রেকর্ড ও নথিপত্রের তথ্যাদি জানিবার অধিকার থাকিবে না এবং কর্পোরেশন এই সংক্রান্ত যে কোন আবেদন অগ্রাহ্য করিতে পারিবে।*

*(৩) সরকার সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা এলাকার জনসাধারণের নিকট সরবরাহযোগ্য তথ্যাদির একটি তালিকা প্রকাশের জন্য কর্পোরেশনকে আদেশ দিতে পারিবে।*

*ধারা ১১৪। তথ্য সরবরাহের পদ্ধতি*

*(১) কোন ব্যক্তির কোন তথ্যের প্রয়োজন হইলে তাহাকে নির্ধারিত ফরমে এবং নির্ধারিত ফি দিয়া কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার বরাবরে লিখিত আবেদন করিতে হইবে। উক্ত দরখাস্ত নামঞ্জুর বা অন্যরূপ নিষ্পত্তি না হইলে সচিব নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চাহিত তথ্যাদি সরবরাহ করিবে।*

*(২) কোন ব্যক্তির কোন আবেদন নামঞ্জুর হইলে উক্ত নামঞ্জুরের কারণ তাহাকে লিখিতভাবে জানাইতে হইবে।*

*ধারা ১১৫। তথ্য প্রদান স্থগিত রাখিবার শাস্তি*

*(১) কর্পোরেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী এই অধ্যায়ে বর্ণিত নোটিফাইড রেকর্ডপত্র ব্যতীত অন্যান্য তথ্যাদি নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।*

*(২) যদি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে উক্তরূপ তথ্যাদি সরবরাহ না করে তাহা হইলে প্রতিদিনের বিলম্বের জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা করিয়া জরিমানা দিতে হইবে এবং উক্ত জরিমানার অর্থ কর্পোরেশনের তহবিলে জমা হইবে।*

*(৩) কর্পোরেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী যদি তথ্য সরবরাহ না করে, অথবা যদি তাহার জানা সত্ত্বেও মিথ্যা বা ভুল তথ্য সরবরাহ করে, তাহা হইলে তিনি কমপক্ষে এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।*

*ধারা ১১৬। সরল বিশ্বাসে কৃত কর্ম*

*এই অধ্যায়ে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী এই মর্মে নিশ্চিত হন যে, চাহিত তথ্যাদি সরবরাহ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট নথি বা রেকর্ডপত্র খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না অথবা এই ধরনের তথ্যাদি কর্পোরেশনে সংরক্ষিত নাই, তাহা হইলে উক্ত বিষয়টি আবেদনকারীকে যথাশীঘ্র সম্ভব জানাইয়া দিতে হইবে। এই ধারায় বর্ণিত কারণে তথ্য সরবরাহ না করিবার কারণে সচিব বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।*

## তৃতীয় অধ্যায়

### টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল ইত্যাদি নিবন্ধিকরণ

ধারা ১১৭। টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার ইত্যাদি নিবন্ধিকরণ

*(১) এই অধ্যাদেশ কার্যকর হওয়ার তারিখে বা তারপর কর্পোরেশন এলাকায় কর্পোরেশনের রেজিস্ট্রেশন ব্যতীত বেসরকারিভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিতব্য টিউটোরিয়াল স্কুল বা কোচিং সেন্টার চালু করা যাইবে না। উক্ত রেজিস্ট্রেশনের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে কর্পোরেশন কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত ফি জমা দিয়া কর্পোরেশনের মেয়র বরাবরে আবেদন করিতে হইবে। কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় তদন্ত করিয়া সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে*

কর্পোরেশন সভার অনুমোদক্রমে নিবন্ধিকৃত করিবে এবং মাসিক টিউটোরিয়াল ফি বা কোচিং ফি নির্ধারণ করিয়া দিবে।

(২) এই অধ্যাদেশ জারি হওয়ার সময় যে সকল টিউটোরিয়াল স্কুল বা কোচিং সেন্টার চালু থাকিবে সে সকল প্রতিষ্ঠান সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিকৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

শর্ত থাকে যে, কোন সরকারি সম্পত্তিতে সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত এই ধরনের টিউটোরিয়াল স্কুল বা কোচিং সেন্টার চালু করিবার আবেদন করিলে উহা নিবন্ধন করা যাইবে না।

আরও শর্ত থাকে যে, সরকারি সম্পত্তিতে পূর্ব হইতে চালুকৃত প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকারি সম্পত্তি ব্যবহার সংক্রান্ত অনুমতি না পাইলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন নির্দিষ্ট সময়ের পর আপনা আপনি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উপধারা (১) ও (২) অনুযায়ী নিবন্ধিকৃত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন প্রত্যেক বৎসর নির্ধারিত ফি দিয়া নবায়ন করিতে হইবে।

ধারা ১১৮। প্রাইভেট হাসপাতাল ইত্যাদির নিবন্ধিকরণ

(১) এই অধ্যাদেশ কার্যকর হওয়ার তারিখে বা তারপর কর্পোরেশনের এখতিয়ারাধীন এলাকায় কর্পোরেশনে যথানিয়মে নিবন্ধন ব্যতীত কোন প্রাইভেট হাসপাতাল, প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা যাইবে না।

(২) এই অধ্যাদেশ জারি হওয়ার সময় যে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট চালু থাকিবে সে সকল প্রতিষ্ঠান সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিকৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

শর্ত থাকে যে, কোন সরকারি সম্পত্তিতে সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত এই ধরনের প্রাইভেট হাসপাতাল, প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট চালু করিবার আবেদন করিলে উহা নিবন্ধন করা যাইবে না।

আরও শর্ত থাকে যে, সরকারি সম্পত্তিতে পূর্ব হইতে চালুকৃত প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকারি সম্পত্তি ব্যবহার সংক্রান্ত অনুমতি না পাইলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন নির্দিষ্ট সময়ের পর আপনা আপনি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উপধারা (১) ও (২) অনুযায়ী নিবন্ধনকৃত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন প্রত্যেক বৎসর নির্ধারিত ফি দিয়া নবায়ন করিতে হইবে।

ধারা ১১৯। নিবন্ধিকরণে ব্যর্থতার দণ্ড

কোন ব্যক্তি কর্পোরেশনের রেজিস্ট্রেশন ব্যতীত কোন টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল বা প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপন বা পরিচালনা করিলে অথবা উক্তরূপ প্রতিষ্ঠান বা হাসপাতালের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করিবার পরও তাহা পরিচালনা অব্যাহত রাখিলে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা দণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং উক্ত জরিমানা দণ্ড আরোপের তারিখের পরেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা হাসপাতাল পরিচালনা বন্ধ না করিলে প্রতিদিনের জন্য ৫০০ (পাঁচশত) টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানা দিতে হইবে।

ধারা ১২০। কর্পোরেশন কর্তৃক ফি আদায়

কর্পোরেশন ইহার এখতিয়ারাধীন এলাকায় নিবন্ধনকৃত ও পরিচালিত টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল, প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট ইত্যাদির নিকট হইতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে বাৎসরিক ফি আদায় করিতে পারিবে।

ধারা ১২১। পুনঃনিবন্ধিকরণ

কোন টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল, প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট ইত্যাদির নিবন্ধন ধারা **১১৭** এবং **১১৮** এর শর্তাংশে বর্ণিত অনিয়ম ব্যতীত নিজস্ব ব্যত্যয়ের কারণে বাতিল হইয়া ধারা **১১৯** অনুযায়ী দণ্ড প্রাপ্ত হইলে জরিমানা প্রদানের ছয়মাসের মধ্যে দ্বিগুণ পরিমাণ জরিমানাসহ পুনঃনিবন্ধিকরণের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে কারণ উল্লেখ পূর্বক আবেদন করিতে পারিবে। উক্ত আবেদন তদন্তপূর্বক সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে কর্পোরেশন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে পুনঃনিবন্ধন করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রতিষ্ঠান এই ধারার অধীনে পুনঃনিবন্ধনের সুযোগ একবারের বেশি গ্রহণ করিতে পারিবে না।

# ষষ্ঠ ভাগ

## প্রথম অধ্যায়

### বিবিধ

**ধারা ১২২। মহানগর এলাকা সম্প্রসারণ বা সংকোচন**

(১) সরকার, নির্ধারিত পদ্ধতিতে মহানগর সংলগ্ন কোন এলাকাকে মহানগরের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে বা মহানগরের কোন এলাকাকে উহা হইতে বহির্ভূত করিতে পারিবে।

(২) কোন এলাকা মহানগরের অন্তর্ভুক্ত করা হইলে, এই অধ্যাদেশ, বিধি ও প্রবিধান এবং এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রদত্ত সকল আদেশ, নির্দেশ ও ক্ষমতা উক্ত এলাকায় প্রযোজ্য হইবে।

(৩) কোন এলাকা মহানগরের বহির্ভূত করা হইলে, এই অধ্যাদেশ, বিধি, প্রবিধান এবং এই অধ্যাদেশের অধীন প্রদত্ত সকল আদেশ, নির্দেশ ও ক্ষমতা উক্ত এলাকায় আর প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) সরকার উপ-ধারা (১) এর অধীনে কৃত সংকোচন ও সম্প্রসারণ কার্যকর করিবার প্রয়োজনে অথবা এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে যে কোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

**ধারা ১২৩। আপিল**

এই অধ্যাদেশ বা বিধি বা প্রবিধানের অধীনে প্রদত্ত কর্পোরেশন বা মেয়র বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার কোন আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি নির্ধারিত পদ্ধতি এবং সময়ের মধ্যে ***কমিশনের নিকট উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করিতে পারিবেন; এবং এইক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে*** এবং ইহার বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

**ধারা ১২৪। ক্ষমতা অর্পণ**

(১) ***কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে*** সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশ বা বিধির অধীনে উহার সমস্ত বা যে কোন ক্ষমতা বিভাগীয় কমিশনার বা উহার অধীনস্থ অন্য কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

(২) কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে গৃহীত প্রস্তাব দ্বারা, উহার যে কোন কার্য উহার যে কোন স্থায়ী কমিটিকে বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

(৩) কোন স্থায়ী কমিটি, কর্পোরেশনের পূর্বানুমোদনক্রমে গৃহীত প্রস্তাব দ্বারা, উপ-ধারা (২) এর অধীনে উহার উপর অর্পিত কার্য ছাড়া তাহার যে কোন কার্য কর্পোরেশনের অন্য কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

**ধারা ১২৫। লাইসেন্স, ইত্যাদি**

(১) এই অধ্যাদেশ বা বিধি বা প্রবিধানের অধীন প্রদত্ত সকল লাইসেন্স, অনুমোদন বা অনুমতি লিখিতভাবে হইতে হইবে।

(২) কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত সকল লাইসেন্স, অনুমোদন বা অনুমতি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা বিধি বা প্রবিধান হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

**ধারা ১২৬। কর্পোরেশনের পক্ষে ও বিপক্ষে মামলা**

(১) কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে বা কর্পোরেশন সংক্রান্ত কোন কাজের জন্য মেয়র বা কোন কমিশনার অথবা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা উহার অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে মামলার কারণ এবং বাদীর নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করিয়া একটি নোটিশঃ

(ক) কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে কর্পোরেশনের কার্যালয়ে প্রদান করিতে হইবে বা পৌঁছাইয়া দিতে হইবে;

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট ব্যক্তিগতভাবে বা তাঁহার অফিস বা বাসস্থানে প্রদান করিতে হইবে বা পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

(২) উক্ত নোটিশ প্রদান বা পৌঁছানোর পর ত্রিশ দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না; এবং মামলার আরজিতে উক্ত নোটিশ প্রদান করা বা পৌঁছানো হইয়াছে কিনা তাহারও উল্লেখ থাকিতে হইবে।

**ধারা ১২৭। নোটিশ এবং উহা জারিকরণ**

(১) এই অধ্যাদেশ, বিধি বা প্রবিধান অনুসারে কোন কাজ করা বা করা হইতে বিরত থাকা যদি কোন ব্যক্তির কর্তব্য হয়, তাহা হইলে কোন্ সময়ের মধ্যে ইহা করা হইতে বিরত থাকিতে হইবে তাহা উল্লেখ করিয়া তাহার উপর একটি নোটিশ জারি করিতে হইবে।

(২) এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রদেয় কোন নোটিশ গঠনগত ত্রুটির কারণে অবৈধ হইবে না।

(৩) ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রদেয় সকল নোটিশ উহার প্রাপককে হাতে হাতে প্রদান করিয়া অথবা তাহার নিকট ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া বা তাহার বাসস্থান বা কর্মস্থলের কোন বিশিষ্ট স্থানে লটকাইয়া জারি করিতে হইবে।

(৪) যে নোটিশ সর্বসাধারণের জন্য তাহা কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত কোন প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া জারি করা হইলে উহা যথাযথভাবে জারি হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

**ধারা ১২৮। প্রকাশ্য রেকর্ড**

এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রস্তুতকৃত এবং সংরক্ষিত যাবতীয় রেকর্ড এবং রেজিস্টার সাক্ষ্য আইন (Evidence Act, 1872) এ যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রকাশ্য রেকর্ড (Public document) বলিয়া গণ্য হইবে।

**ধারা ১২৯। মেয়র, কাউন্সিলর ইত্যাদি জনসেবক**

মেয়র, প্রত্যেক কাউন্সিলর, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কর্পোরেশনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং কর্পোরেশনের কার্য সম্পাদনের জন্য যথাযথভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্যান্য ব্যক্তি দণ্ড বিধি (Penal Code, 1860) এর ধারা ২১ এ যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে জনসেবক (Public servant) বলিয়া গণ্য হইবে।

**ধারা ১৩০। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**

(১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার ***কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে*** সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া এবং পূর্ববর্তী ক্ষমতার সার্বজনীনতা ক্ষুণ্ন না করিয়া ষষ্ঠ তফসিলে বর্ণিত বিধিসমূহের যে কোন বিষয়ে অথবা সকল বিষয়ে এবং যেই সকল বিষয় প্রাসঙ্গিক ও পরিপূরক সেই সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিধান করিতে পারিবে।

(৩) কোন সরকারি প্রজ্ঞাপন বা অন্য কোন ধরনের নির্দেশ এই অধ্যাদেশ বা বিধির পরিপন্থী হইতে পারিবে না।

**ধারা ১৩১। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা**

(১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্পোরেশন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই অধ্যাদেশের বা বিধির সহিত অসমাঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, এইরূপ প্রবিধান করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া, এবং উপরোক্ত ক্ষমতা সামগ্রিকভাবে ক্ষুণ্ন না করিয়া, অনুরূপ প্রবিধানে সপ্তম তফসিলে উল্লিখিত সকল বা যে কোন বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করা যাইবে।

(৩) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সপ্তম তফসিলের ১০ হইতে ২৫ পর্যন্ত ক্রমিক নম্বরে (উভয় সমেত) উল্লিখিত বিষয়ের উপর প্রণীত কোন প্রবিধান পূর্ব প্রকাশনা ব্যতিরেকে কার্যকর হইবে না।

**ধারা ১৩২। উপ-আইন প্রণয়নের ক্ষমতা**

(১) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কর্পোরেশন এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উপ-আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে, যাহা এই অধ্যাদেশ এবং এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে না।

(২) বিশেষ করিয়া, এবং পূর্ববর্তী ক্ষমতার সার্বজনীনতা ক্ষুণ্ন না করিয়া এইরূপ উপ-আইন অষ্টম তফসিলে বর্ণিত যে কোন অথবা সকল বিষয়ে এবং যে সকল বিষয় ইহাতে প্রাসঙ্গিক ও পরিপূরক তাহার বিধান করিতে পারিবে।

***(৩) কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত কোন উপ-আইন এই অধ্যাদেশ বা ইহার অধীনে প্রণীত কোন বিধির পরিপন্থী হইবে না।***

**ধারা ১৩৩। বিধিমালা ইত্যাদি সম্পর্কে সাধারণ বিধানাবলী**

*(১) কর্পোরেশনসমূহ আইন/অধ্যাদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন ও কার্যসম্পাদন প্রক্রিয়া অনুসরণ করিবে;*

(২) সকল বিধি, প্রবিধি এবং উপ-আইন সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবে;

(৩) কর্পোরেশন সংক্রান্ত বিধি, প্রবিধি ও উপ-আইনের কপি কর্পোরেশন কার্যালয়ে পরীক্ষণ ও বিক্রয়ের জন্য মজুদ রাখিতে হইবে।

**ধারা ১৩৪। সরল বিশ্বাসে কৃত কার্য রক্ষণ**

এই অধ্যাদেশ বা বিধি বা প্রবিধানের অধীনে সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কার্যের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হইলে বা উহার ক্ষতিগ্রস্থ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, কর্পোরেশন বা উহাদের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

**ধারা ১৩৫। রহিতকরণ ও হেফাজত**

(১) এই অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সিটি কর্পোরেশন সংক্রান্ত বিদ্যমান সকল আইন ও অধ্যাদেশ রহিত বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) উক্ত অধ্যাদেশের প্রয়োগ উক্তরূপে রহিত হইবার পর, *ইতিপূর্বে প্রণীত সকল সিটি কর্পোরেশন আইন ও অধ্যাদেশের ভিত্তিতে গঠিত কর্পোরেশন এই অধ্যাদেশের আওতায় গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।*

(৩) উক্ত আইন ও অধ্যাদেশসমূহের অধীন প্রণীত সকল বিধি, প্রবিধান ও উপবিধি, প্রদত্ত সকল আদেশ, জারিকৃত সকল প্রজ্ঞাপন বা নোটিশ এবং মঞ্জুরীকৃত সকল লাইসেন্স ও অনুমতি, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ সকল লাইসেন্স ও অনুমতি, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং এই অধ্যাদেশে প্রণীত, প্রদত্ত, জারিকৃত বা মঞ্জুরীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত সকল উপবিধি প্রবিধান হিসাবে গণ্য হইবে;

(৪) সিটি কর্পোরেশনের সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সুবিধা, সকল স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি, তহবিল, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, বিনিয়োগ এবং উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত উহার যাবতীয় অধিকার বা উহাতে যাবতীয় স্বার্থ কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তরিত ও ন্যস্ত হইবে;

(৫) সিটি কর্পোরেশনের সকল ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা বা উহার সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি কর্পোরেশনের কর, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

(৬) সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রণীত সকল বাজেট, প্রকল্প ও পরিকল্পনা বা তৎকর্তক কৃত সকল মূল্যায়ন, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে, এবং কর্পোরেশন কর্তৃক এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত বা কৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(৭) সিটি কর্পোরেশনের প্রাপ্য সকল কর, উপকর, রেইট, টোল, ফিস ও ভাড়া এবং অন্যান্য অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীনে কর্পোরেশনের প্রাপ্য বলিয়া গণ্য হইবে;

(৮) সিটি কর্পোরেশনের কর্তৃক আরোপিত সকল কর, উপকর, রেইট, টোল, ফিস ও ভাড়া এবং অন্যান্য দাবী কর্পোরেশন কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, একই হারে থাকিবে;

(৯) সিটি কর্পোরেশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্পোরেশনে বদলী হইবে ও কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী হইবেন, এবং তাঁহাদের পদবী প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মেয়রের অনুমোদনক্রমে স্থির করা হইবে। তাঁহারা উক্তরূপ বদলীর পূর্বে যে শর্তে চাকরিতে ছিলেন, কর্পোরেশন কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, সে শর্তেই উহার অধীনে চাকরিতে থাকিবেন; এবং

(১০) সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মামলা-মোকদ্দমা কর্পোরেশন কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা-মোকদ্দমা বলিয়া গণ্য হইবে।

**ধারা ১৩৬। নির্ধারিত পদ্ধতিতে কতিপয় বিষয়ের নিস্পত্তি**

এই অধ্যাদেশে কোন কিছু করিবার জন্য বিধান থাকা সত্ত্বেও যদি উহা কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা কি পদ্ধতিতে করা হইবে এই সম্পর্কে কোন বিধান না থাকে, তাহা হইলে, উক্ত কাজ নির্ধারিত পদ্ধতিতে, এবং নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত হইবে।

**ধারা ১৩৭। অসুবিধা দূরীরকণ**

এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সরকার ***কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে*** উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থে, আদেশ দ্বারা, প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

তবে, শর্ত থাকে যে, এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী কর্পোরেশন গঠিত হইবার তারিখ হইতে দুই বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর উক্তরূপ কোন আদেশ দেওয়া যাইবে না।

## প্রথম তফসিল

(ধারা ৩ দ্রষ্টব্য)

**কর্পোরেশনের আওতাধীন ভৌগোলিক এলাকা**

*ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল এবং সিলেট সিটি কর্পোরেশনের এলাকাসমূহের সীমানা এবং অন্যান্য তথ্য বিদ্যমান আইন/অধ্যাদেশসমূহের প্রথম তফসিল অনুযায়ী হইবে। তবে, এই অধ্যাদেশের খসড়া চূড়ান্ত হইবার পূর্বে নতুন এলাকার সংযোজন/বিয়োজন অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।*

## দ্বিতীয় তফসিল

(ধারা ৬ দ্রষ্টব্য)

## শপথনামা

আমি ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

পিতা/স্বামী -------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------- সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/কাউন্সিলর নির্বাচিত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী এবং সততা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিব। আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব।

## তৃতীয় তফসিল
(ধারা ৩৯ দ্রষ্টব্য)

### বিস্তারিত কার্যাবলী

### ১. জনস্বাস্থ্য

**স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দায়িত্ব**

১.১. কর্পোরেশন নগরীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য দায়ী থাকিবে এবং এই আইন বা ইহার অধীনে এতদ্‌সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার থাকিলে, উহা সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

**অস্বাস্থ্যকর ইমারতসমূহ**

১.২. কোন ইমারত বা জায়গা অস্বাস্থ্যকর বা ক্ষতিকর অবস্থায় থাকিলে কর্পোরেশন নোটিশ দ্বারা উহার মালিক বা দখলদারকে-

(ক) উহা পরিস্কার করিতে বা যথাযথ অবস্থায় রাখিতে;

(খ) উহা স্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখিতে;

(গ) উক্ত ইমারতের চুনকাম করিতে এবং নোটিশে উল্লেখিতরূপে ইহার অপরিহার্য মেরামতের ব্যবস্থা করিতে; এবং

(ঘ) উক্ত ইমারত বা জায়গা, স্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখার জন্য অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিতে পারিবে।

১.৩. ক্রমিক ২.১-এর অধীনে প্রদত্ত নোটিশে উল্লিখিত মেয়াদের মধ্যে নোটিশের নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্য সম্পন্ন করা না হইলে, কর্পোরেশন উক্ত ইমারত বা জায়গার মালিক বা দখলদারের খরচে প্রয়োজনীয় কার্য সম্পন্ন করিতে পারিবে, এবং ইহাতে কর্পোরেশনের যে খরচ হইবে, তাহা এই আইনের অধীনে উক্ত মালিক বা দখলদারের উপর আরোপিত কর হিসাবে গণ্য হইবে।

**আবর্জনা অপসারণ, সংগ্রহ এবং উহার ব্যবস্থাপনা**

১.৪. কর্পোরেশন উহার নিয়ন্ত্রণাধীন সকল জনপথ, সাধারণ পায়খানা, প্রস্রাবখানা, নর্দমা, ইমারত ও জায়গা হইতে আবর্জনা সংগ্রহ ও অপসারণ করিবার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১.৫. কর্পোরেশনের সাধারণ নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধানে, কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত সকল ইমারত ও জায়গার দখলকারগণ উহা হইতে আবর্জনা অপসারণের জন্য দায়ী থাকিবে।

১.৬. কর্পোরেশন নগরীর বিভিন্ন স্থানে ময়লা ফেলিবার পাত্র বা অন্যবিধ আধারের ব্যবস্থা করিবে এবং যেখানে অনুরূপ ময়লা ফেলার পাত্র বা আধারের ব্যবস্থা করা হইবে, কর্পোরেশন সাধারণ নোটিশ দ্বারা পার্শ্ববর্তী বাড়ী ঘর ও জায়গা-জমির দখলদারগণকে তাহাদের ময়লা বা আবর্জনা উক্ত পাত্র বা আধারে ফেলিবার জন্য নির্দেশ দান করিতে পারিবে।

১.৭. কর্পোরেশনের কর্মচারীগণ কর্তৃক অথবা তাহাদের তত্ত্বাবধানে অপসারিত বা সংগৃহীত আবর্জনা বা ময়লা এবং পৌরসভা কর্তৃক স্থাপিত পাত্র বা আধারে জমাকৃত ময়লা বা আবর্জনা কর্পোরেশনের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হবে।

**পায়খানা ও প্রস্রাবখানা**

১.৮. কর্পোরেশন পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক পৃথক পৃথক পায়খানা এবং প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা করিবে এবং তা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবার ব্যবস্থা করিবে।

১.৯. যে সকল ঘরবাড়িতে পায়খানা বা প্রস্রাবখানা আছে সে সকল ঘরবাড়ীর মালিক তাহা কর্পোরেশনের সন্তুষ্টি অনুযায়ী সঠিক অবস্থায় রাখিবে।

১.১০. কোন ঘরবাড়ীতে পায়খানা বা প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা না থাকিলে বা পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকিলে, কিংবা কোন আপত্তিকর স্থানে পায়খানা ও প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা থাকিলে, কর্পোরেশন উক্ত ঘরবাড়ী বাসস্থানের মালিককে নোটিশ দ্বারা-

(ক) নোটিশে উল্লিখিতরূপে পায়খানা ও প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা করা;

(খ) নোটিশে উল্লিখিতরূপে পায়খানা ও প্রস্রাবখানা পরিবর্তন সাধন করা;

(গ) নোটিশে উল্লিখিতরূপে পায়খানা ও প্রস্রাবখানা অপসারণ করা; এবং

(ঘ) যেখানে ভুগর্ভস্থ কোন পয়ঃ প্রণালীর ব্যবস্থা আছে সেখানে সাধারণভাবে পরিস্কারযোগ্য পায়খানা বা প্রস্রাবখানাকে পয়ঃপ্রণালীর সহিত সংযুক্ত করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

**২. জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহ রেজিস্ট্রিকরণ**

২.১. কর্পোরেশন নগরীর সীমানার মধ্যে যে সকল জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ হইবে সেইগুলি প্রবিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রি করিবে।

**৩. সংক্রামক ব্যাধি**

৩.১. কর্পোরেশন বিধি বা প্রবিধান অনুযায়ী নগরীতে সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৩.২. কর্পোরেশন সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

৩.৩ কর্পোরেশন সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণকল্পে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

**৪. স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও মাতৃসদন ইত্যাদি**

**৪.১. কর্পোরেশন** প্রয়োজন বিবেচনা করিলে বা সরকার নির্দেশ দিলে -

(ক) স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মাতৃসদন এবং মহিলা, শিশু ও বালক-বালিকাদের জন্য কল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং অনুরূপ কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মাতৃসদন বা কল্যাণ কেন্দ্রে চাঁদা প্রদান করিতে পারিবে;

(খ) ধাত্রী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(গ) পরিবার পরিকল্পনা উন্নয়নের ব্যবস্থা করিতে পারিবে; এবং

(ঘ) মহিলা, শিশু এবং বালক বালিকাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

**৫. জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন**

এই অধ্যাদেশ ও বিধি সাপেক্ষে, কর্পোরেশন স্বাস্থ্যমূলক শিক্ষাসহ জনস্বাস্থ্যের উন্নতির বিধানকল্পে প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

**৬. হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী**

৬.১. কর্পোরেশন নগরবাসীর চিকিৎসার সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে।

৬.২. কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত প্রত্যেক হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে।

৬.৩. সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত নির্দেশ সাপেক্ষে, কর্পোরেশন উহার পরিচালিত প্রত্যেক হাসপাতাল ও ডিসপেনসারীর জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণ ও মানের ঔষধপত্র, যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম, আসবাবপত্র ব্যবস্থা করিবে।

**৭. চিকিৎসা, সাহায্য এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ইত্যাদি**

**৭.১. কর্পোরেশন** প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিলে বা সরকার নির্দেশ দিলে, নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, যথা -

(ক) প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা;

(খ) ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা সাহায্য ইউনিটের স্থাপন ও পরিচালনা;

(গ) চিকিৎসা সাহায্য প্রদানকল্পে সমিতি গঠনে উৎসাহ দান;

(ঘ) চিকিৎসা বিদ্যার উন্নয়ন;

(ঙ) চিকিৎসা সাহায্যের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে অর্থ প্রদান; এবং

(চ) স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা।

## ৮. পানি সরবরাহ ও পানি নিষ্কাশন প্রণালী

**পানি সরবরাহ**

৮.১. আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন সাপেক্ষে, কর্পোরেশন নগরীতে সাধারণ ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করিবে।

৮.২. কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিলে অথবা সরকার নির্দেশ দিলে পানি সরবরাহ, সঞ্চয় ও বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে বিধি অনুযায়ী পানি সরবরাহ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

৮.৩. যে ক্ষেত্রে নলের সাহায্যে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়, সেক্ষেত্রে কর্পোরেশনের প্রবিধান অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারি ঘরবাড়িতে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে পারিবে এবং তজ্জন্য অর্থ আদায় করিতে পারিবে।

**পানি সরবরাহের ব্যক্তিগত উৎস**

৮.৪. নগরীর অভ্যন্তরে সকল বেসরকারি পানি সরবরাহের উৎস কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনাধীন থাকিবে।

৮.৫. কর্পোরেশনের অনুমোদন ব্যতীত পানীয় জলের জন্য কোন নতুন কূপ খনন, নলকূপ স্থাপন অথবা পানি সরবরাহের জন্য অন্য কোন উৎসের ব্যবস্থা করা যাইবে না।

৮.৬. পানীয় জলের জন্য ব্যবহৃত কোন বেসরকারি পানি সরবরাহের উৎসের মালিক বা নিয়ন্ত্রনকারীকে কর্পোরেশন নোটিশ দ্বারা-

(ক) উহাকে যথাযথ অবস্থায় রাখিবার এবং সময় সময় ইহার পলি, আবর্জনা ও পঁচনশীল দ্রব্যাদি অপসারণ করিবার;

(খ) উহাকে কর্পোরেশন কর্তৃক নির্দেশিত রোগ সংক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার;

(গ) উহার পানি পানের অনুপযুক্ত বলিয়া কর্পোরেশন সাব্যস্ত করিলে, উহার পানি পানের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার জন্য উক্ত নোটিশে উল্লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারিবে।

**পানি নিস্কাশন**

৮.৭. আপততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন সাপেক্ষে কর্পোরেশন নগরীতে পানি নিস্কাশনের জন্য পর্যাপ্ত পানি নিস্কাশন নর্দমার ব্যবস্থা করিবে এবং জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নর্দমাগুলি নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করিবে এবং পরিস্কার রাখিবে।

৮.৮. কর্পোরেশনের পুর্বানুমোদনক্রমে তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে এবং ফিস প্রদানে কোন বাড়ী বা জায়গার মালিক উহার নর্দমা কর্পোরেশনের নর্দমার সহিত সংযুক্ত করিতে পারিবে।

৮.৯. নগরীতে অবস্থিত সকল বেসরকারি নর্দমা কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনাধীনে থাকিবে এবং কর্পোরেশন প্রবিধান অনুযায়ী উহার সংস্কার করিবার, পরিষ্কার করিবার এবং বন্ধ রাখিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

**পানি নিস্কাশন প্রকল্প**

৮.১০. কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিলে বা সরকার নির্দেশ দিলে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে সুষ্ঠুভাবে পানি বা ময়লা নিস্কাশনের জন্য সরকারি বা বেসরকারি খরচে নর্দমা নির্মাণ বা অন্যান্য পূর্ত কাজের জন্য পানি নিস্কাশন প্রকল্প প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৮.১১. উক্ত পানি নিস্কাশন প্রকল্প অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিতে হইবে এবং সরকার উহা বিবেচনার পর উহাতে সংশোধনসহ বা সংশোধন ছাড়া উহা অনুমোদন করিতে পারিবে বা উহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে।

৮.১২. উপরোক্ত অনুমোদিত পানি নিস্কাশন প্রকল্প সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ও মেয়াদের মধ্যে এবং তৎকর্তৃক নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত হইবে।

৮.১৩. নগরীতে অবস্থিত কোন বাড়ীঘর বা জায়গার মালিককে কর্পোরেশন নোটিশ দ্বারা -

(ক) উক্ত বাড়ীঘর বা জায়গায় বা তৎসংলগ্ন রাস্তায় নোটিশে উল্লিখিত নর্দমা নির্মাণ করিবার;

(খ) অনুরূপ যে কোন নর্দমা অপসারণ, সংস্কার বা উহার উন্নয়ন করিবার; এবং

(গ) উক্ত বাড়ীঘর বা জায়গা হইতে সুষ্ঠুভাবে পানি নিস্কাশনের জন্য অন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

**স্নান ও ধৌত করার স্থান**

৮.১৪. কর্পোরেশন সময় সময় -

(ক) জনসাধারণের স্নান করা, কাপড় ধৌত করা বা কাপড় শুকাইবার জন্য উপযুক্ত স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিবে;

(খ) অনুরূপ স্থানসমূহ কখন ব্যবহার করা হইবে এবং কাহারা ব্যবহার করিবে তাহাও নির্দিষ্ট করিয়া দিবে;

(গ) প্রকাশ্য নোটিশ দ্বারা উক্তরূপ নির্দিষ্ট নয় এইরূপ কোন জায়গাকে উপরিউক্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করিয়া দিতে পারিবে ।

৮.১৫. কর্পোরেশন হইতে প্রাপ্ত লাইসেন্স ব্যতিরেকে এবং লাইসেন্সে উল্লিখিত শর্তাদি লংঘন করিয়া কোন ব্যক্তি সাধারণের ব্যবহার্য গোসলখানা প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনা করিতে পারিবে না ।

**ধোপী-ঘাট এবং ধোপা**

৮.১৬. কর্পোরেশন ধোপীদের ব্যবহারের জন্য ধোপীঘাটের ব্যবস্থা করিবে এবং প্রবিধান দ্বারা উক্ত ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং উহার ব্যবহারের জন্য ফিস ধার্য করিতে পারিবে ।

৮.১৭. কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা ধোপীদের লাইসেন্স এবং তাহাদের পেশা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে ।

**সরকারি জলাধার**

৮.১৮. সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কর্পোরেশন ব্যক্তি মালিকানাধীন নহে এবং নগরীর মধ্যে অবস্থিত এইরূপ সকল পানির উৎস, ঝর্ণা, নদী, দীঘি, পুকুর ও ধারা অথবা উহার কোন অংশকে সরকারি জলাধার হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে ।

৮.১৯. কর্পোরেশন প্রবিধান অনুযায়ী কোন সরকারি জলাধারে আমোদ-প্রমোদ এবং জীবন রক্ষার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং পানি সেচ, পানি নিস্কাশন ও নৌ-চলাচল সম্পর্কিত আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের বিধান সাপেক্ষে উহার উন্নয়ন ও সংস্কার করিতে পারিবে ।

৮.২০. ***কর্পোরেশন জলাধার আইনের বিধান অনুযায়ী কর্পোরেশনভুক্ত সকল জলাধার রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য দায়ী থাকিবে ।***

**৯. সাধারণ খেয়া পারাপার**

৯.১. কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা সরকারি জলাধারে ভাড়ায় চলাচলকারী নৌকা বা অন্যান্য যানবাহনের জন্য লাইসেন্সের ব্যবস্থা করিতে, লাইসেন্সের শর্ত নির্ধারণ করিতে এবং তজ্জন্য প্রদেয় ফিস নির্দিষ্ট করিতে পারিবে ।

৯.২. সরকার কোন জলাধারের অংশবিশেষকে সাধারণ খেয়া পারাপার হিসাবে ঘোষণা করিয়া উহার ব্যবস্থাপনা কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত করিতে পারিবে এবং কর্পোরেশন বিধি অনুযায়ী উক্ত খেয়া পরিচালনা করিবে এবং উহা ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত টোল আদায় করিবে ।

**১০. সরকারি মৎস্য ক্ষেত্র**

**কর্পোরেশন,** সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোন জলাধারকে সাধারণ মৎস্যক্ষেত্র হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ মৎস্যক্ষেত্রে মৎস্য শিকারের অধিকার কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে, এবং কর্পোরেশন বিধি অনুসারে উক্ত অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবে ।

## ১১. খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি

**খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি সংক্রান্ত প্রবিধান**

১১.১. কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা -

(ক) লাইসেন্স ব্যতীত কোন স্থান বা ঘরবাড়িতে কোন নির্দিষ্ট খাদ্য বা পানীয়দ্রব্য প্রস্তুত বা বিক্রয় নিষিদ্ধ করিতে পারিবে;

(খ) লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক নির্দিষ্ট খাদ্য বা পানীয়দ্রব্য বিক্রয়ার্থে নগরীতে আমদানী কিংবা বিক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য ফেরী করা নিষিদ্ধ করিতে পারিবে;

(গ) প্রবিধানে উল্লিখিত নগরীর স্থানসমূহে নির্দিষ্ট খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদির ফেরী করা নিষিদ্ধ করিতে পারিবে;

(ঘ) নির্দিষ্ট খাদ্য ও পানীয়দ্রব্য পরিবহনের সময় ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে;

(ঙ) এই ধারার অধীনে লাইসেন্স প্রদান এবং প্রত্যাহার এবং লাইসেন্সের জন্য প্রদেয় ফিস নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে; এবং

(চ) খাদ্যের জন্য আনীত বা নির্দিষ্ট কোন রোগাক্রান্ত পশু, হাঁস-মুরগী বা মাছ কিংবা কোন বিষাক্ত খাদ্য বা পানীয় দ্রব্য আটক ও ধ্বংসের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

**দুধ সরবরাহ**

১১.২. কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স এবং উক্ত লাইসেন্সের শর্তানুসারে ব্যতীত কোন ব্যক্তি নগরীতে দুগ্ধ বিক্রয়ের জন্য দুগ্ধবতী গবাদি পশুপালন করিবে না অথবা কোন দুগ্ধ আমদানী বা বিক্রয় করিবে না, অথবা মাখন, ঘি বা দুগ্ধজাত অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রস্তত করিবে না বা অনুরূপ কোন উদ্দেশ্যে ঘরবাড়ি ব্যবহার করিবে না।

১১.৩. কর্পোরেশন, সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, বিধি অনুসারে দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে এবং অনুরূপ প্রকল্পে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে গোয়ালা কলোনী স্থাপন এবং নগরীর কোন এলাকায় দুগ্ধবতী গবাদিপশু পালন নিষিদ্ধ করিবার এবং জনসাধারণের নিকট পর্যাপ্ত পরিমাণ খাঁটি দুগ্ধ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের জন্য বিধান থাকিবে।

**১২. সাধারণের বাজার**

১২.১. আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন সাপেক্ষে কর্পোরেশন খাদ্যদ্রব্য, পানীয় ও জীবজন্ত বিক্রয়ের জন্য সাধারণের বাজার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে।

১২.২. আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন কর্পোরেশন সাধারণের বাজার নির্মাণের উদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক স্থিরকৃত শর্তাবলী সাপেক্ষে ইচ্ছুক দখলকারগণের নিকট হইতে নির্ধারিত সালামী বা আগাম ভাড়া আদায় করিতে পারিবে।

১২.৩. কর্পোরেশন সাধারণের বাজারের জন্য প্রবিধান দ্বারা -

(ক) বাজার ব্যবহার অথবা বাজারে পণ্য বিক্রয়ের জন্য ফিস ধার্য করিবার;

(খ) বিক্রয়ার্থ পণ্য বহনকারী যানবাহন বা পশুর উপর ফিস আরোপ করিবার;

(গ) দোকান ও ষ্টল ব্যবহারের জন্য ফিস আদায় করিবার;

(ঘ) বিক্রয়ের জন্য আনীত বা বিক্রিত পশুর উপর ফিস ধার্য করিবার; এবং

(ঙ) বাজারের দালাল, কমিশন এজেন্ট, কয়াল এবং বাজারের জীবিকা অর্জনকারী অন্যান্য ব্যক্তির নিকট হইতে ফিস আদায়ের বিধান করিতে পারিবে।

**১৩. বেসরকারি বাজার**

১৩.১. কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স এবং উহার শর্তানুযায়ী ব্যতীত কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে কোন বেসরকারি বাজার প্রতিষ্ঠা অথবা রক্ষণাবেক্ষণ করা যাইবে না।

১৩.২. উপ-ধারা (১) এ যাহাই থাকুক না কেন, এই আইন বলবৎ হওয়ার পূর্বে নগরীতে কোন ব্যক্তির কোন বেসরকারি বাজার থাকিলে তিনি এই আইন বলবৎ হইয়ার তিন মাসের মধ্যে কর্পোরেশনের নিকট লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিবেন এবং যতদিন পর্যন্ত তাহাকে লাইসেন্স প্রদান করা না হয় ততদিন পর্যন্ত তিনি উক্ত বাজার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে থাকিবেন।

১৩.৩. কর্পোরেশন প্রবিধান অনুযায়ী বেসরকারি বাজার হইতে ফিস আদায় করিতে পারিবে।

১৩.৪. কর্পোরেশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন বেসরকারি বাজার জনস্বার্থে বন্ধ করিয়া দেওয়া অথবা উহার কর্তৃত্ব কর্পোরেশনের গ্রহণ করা উচিত, তাহা হইলে কর্পোরেশন বাজারটি বন্ধ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে অথবা Acquisition Act, 1894 (1 of 1894) এর অধীন উক্ত বাজার অধিগৃহীত হইলে উহার জন্য যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে সেই ক্ষতিপূরণ প্রদান সাপেক্ষে কর্পোরেশন উক্ত বাজারের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিবে।

১৩.৫. কর্পোরেশন নোটিশ দ্বারা বেসরকারি বাজারের মালিককে উক্ত নোটিশে বর্ণিত সময়ের মধ্যে বাজারের প্রয়োজনীয় নির্মাণ কার্য সমাধা করিবার, বা ইহাতে প্রয়োজনীয় সুবিধাদির ব্যবস্থা করিবার এবং ইহা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নোটিশে উল্লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

১৪. কসাইখানা

কর্পোরেশন নগরীর সীমানার মধ্যে বা উহার বাহিরে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এক বা একাধিক স্থানে মাংস বিক্রির উদ্দেশ্যে পশু জবাই বা কসাইখানার ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে ।

**১৫. পশু**

**পশুপালন**

১৫.১. কর্পোরেশন পশু হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে এবং প্রবিধান দ্বারা উহাদের কার্য নিয়ন্ত্রণ ও উহার চিকিৎসা বাবদ আদায়যোগ্য ফিস ধার্য করিতে পারিবে ।

১৫.২. কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা পশুর মধ্যে সংক্রামক রোগের সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে পারিবে এবং ঐ সকল রোগের বিস্তার রোধ করিয়া বাধ্যতামূলকভাবে টিকাদান ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান করিতে পারিবে; এবং অনুরূপ রোগ জীবানু দ্বারা যে সকল পশু আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয় সেই সকল পশুর চিকিৎসার ও ধ্বংসের ব্যবস্থা করিতে পারিবে ।

**বেওয়ারিশ পশু**

১৫.৩. কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা রাস্তায় বা জনসাধারণের ব্যবহৃত স্থান বা কর্ষিত ভূমিতে বন্ধনহীন অবস্থায় ইতস্ততঃ বিচরণরত পশু আটক করা ও খোয়াড়ে আবদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে ।

১৫.৪. কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা গবাদিপশু আবদ্ধ করিবার জন্য খোয়াড়ের ব্যবস্থা করিতে পারিবে এবং আবদ্ধকৃত পশুর জন্য জরিমানা ও ফিস আদায়ের বিধান করিতে পারিবে ।

১৫.৫. কর্পোরেশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ কোন রাস্তায় বা স্থানে কোন পশু খুটায় বাঁধিয়া কিংবা আটকাইয়া রাখা যাইবে না, এবং যদি উক্তরূপ কোন রাস্তায় বা স্থানে কোন পশু বাধা বা আটক অবস্থায় পাওয়া যায় তবে উহাকে বন্ধ করা এবং খোয়াড়ে আবদ্ধ রাখিয়া যাইবে ।

**পশুশালা ও খামার**

১৫.৬. কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে পশুশালা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে, এবং ইহাতে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পশুসমূহ রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে ।

১৫.৭. কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, পশু ও হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে ।

**গবাদিপশু বিক্রয় রেজিস্ট্রিকরণ**

১৫.৮. কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা উহাতে উল্লিখিত প্রত্যেক পশুর বিক্রয় রেজিস্ট্রি করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে এবং অনুরূপ বিক্রয় প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি এবং ফিস প্রদানে রেজিস্ট্রি করিবার বিধান করিতে পারিবে ।

**পশুসম্পদ উন্নয়ন**

১৫.৯. কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, পশুপালন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন অথবা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করিতে পারিবে, এবং অনুরূপ প্রকল্পে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি যাহাতে নির্দিষ্ট কোন বয়স অপেক্ষা অধিক বয়সী পশু নিবীর্য না করিয়া অথবা কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, উহা প্রজননক্ষম এই মর্মে প্রত্যয়ন না করাইয়া রাখিতে না পারে তাহার বিধানও করা যাইবে ।

**বিপজ্জনক পশু**

১৫.১০. কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা কোন পশু বিপজ্জনক পশু বলিয়া গণ্য হইবে এবং কোন পশু কি অবস্থায় সচরাচর বিপজ্জনক না হওয়া সত্ত্বেও কি অবস্থায় বিপজ্জনক বলিয়া গণ্য হইবে তাহার বিধান করিতে পারিবে, এবং অনুরূপ প্রবিধানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অনুরূপ পশু আটক ও ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা থাকিতে পারিবে ।

**গবাদি পশু প্রদর্শনী, ইত্যাদি**

১৫.১১. কর্পোরেশন নগরীতে গবাদিপশু প্রদর্শনী ও মেলা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে পারিবে এবং উক্ত প্রদর্শনী ও মেলায় দর্শকদের নিকট হতে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত ফিস আদায় করিতে পারিবে ।

১৫.১২. কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, চিড়িয়াখানা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে এবং তদুদ্দেশ্যে চাঁদা আদায় করিতে পারিবে ।

**পশুর মৃতদেহ অপসারণ**

১৫.১৩. যদি কোন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে রক্ষিত কোন পশু বিক্রয় করা বা খাবার অথবা কোন ধর্মীয় উদ্দেশ্যে জবাই করা ছাড়া অন্য কোন ভাবে মারা যায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি-

(ক) উক্ত পশুর মৃতদেহ চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে (যদি থাকে) ফেলিয়া দিবেন কিংবা নগরীর সীমানার এক মাইল বাহিরে কোন স্থানে ফেলিয়া দিবেন; অথবা

(খ) উক্ত পশুর মৃত্যু সম্পর্কে কর্পোরেশনকে অবহিত করিবেন এবং পৌরসভা উক্ত পশুর মৃতদেহ অপসারণের ব্যবস্থা করিবে এবং প্রবিধান অনুযায়ী উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে ফিস আদায় করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা ঃ- এই ধারায় 'পশু' বলিতে শিং বিশিষ্ট সকল প্রকার গবাদিপশু, হাতি, উট, ঘোড়া, টাট্টু-ঘোড়া, গাধা, খচ্চর, হরিণ, ভেড়া, ছাগল, শুকর, কুকুর, বিড়াল এবং অন্যান্য বৃহদাকার পশুকে বুঝাইবে।

## ১৬. শহর পরিকল্পনা

**মহাপরিকল্পনা**

১৬.১. **কর্পোরেশন নগরীর** জন্য একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং উহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির বিধান থাকিবে-

(ক) পাঁচশালা ও বিভিন্ন মেয়াদী প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(খ) নগরীর ইতিহাস, পরিসংখ্যান, জনকল্যাণমূলক এবং অন্যান্য নির্ধারিত বিষয়াদির বিবরণ সম্বলিত একটি জরীপ;

(গ) নগরীর কোন এলাকার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ; এবং

(ঘ) নগরীর মধ্যে কোন এলাকায় জমির উন্নতিসাধন, ইমারত নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ সম্পর্কে বিধি নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ।

**জমির উন্নয়ন প্রকল্প**

১৬.২. এই অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান অনুসারে কোন মহাপরিকল্পনা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইলে অনুমোদিত মহাপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কোন এলাকায় কোন জমির মালিক উক্ত এলাকার জন্য বিধি অনুযায়ী প্রণীত জমি উন্নয়ন প্রকল্পের সহিত অসামঞ্জস্য হয় এইভাবে মহাপরিকল্পনায় নির্ধারিত পরিমাণের অধিক কোন জমির উন্নয়ন সাধন বা উহাতে কোন ইমারত নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ করিতে পারিবে না।

১৬.৩. কোন জমি উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির বিধান থাকিবে, যথা-

(ক) কোন এলাকাকে বিভিন্ন প্লটে বিভক্তকরণ;

(খ) রাস্তা, নর্দমা ও খালি জায়গার ব্যবস্থাকরণ;

(গ) জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত এবং কর্পোরেশনকে হস্তান্তরিত হইবে এইরূপ জমি;

(ঘ) কোন জমি কর্পোরেশন অধিগ্রহণ করিবে;

(ঙ) প্লটসমূহের মূল্য;

(চ) কোন স্থানের মালিকের খরচে সম্পাদনীয় কার্য; এবং

(ছ) এলাকার উন্নতিসাধনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়।

**জমি উন্নয়ন প্রকল্প কার্যকর করা**

১৬.৪. জমি উন্নয়ন প্রকল্প কর্পোরেশনের পরিদর্শনাধীনে নিয়ন্ত্রণ ও বাস্তবায়িত করা হইবে, এবং ইহা বাস্তবায়নের ব্যাপারে কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১৬.৫. যদি জমি উন্নয়ন প্রকল্পের বিধানের খেলাপ করিবে এমন কোন জায়গা উন্নয়ন করা হয়, তাহা হইলে কর্পোরেশন নোটিশ দ্বারা জমির মালিককে অথবা বিধান খেলাপকারী ব্যক্তিকে নোটিশে উল্লিখিতভাবে জায়গাটিতে পরিবর্তন সাধন করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে; এবং যদি নির্দেশ মোতাবেক পরিবর্তন সাধান না করা হয়, অথবা পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে কর্পোরেশন প্রবিধান অনুসারে আপত্তিকর নির্মাণ কার্য ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বা ভাংগিয়া ফেলিবার নির্দেশ দিতে পারিবে এবং অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন উক্তরূপ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ প্রদেয় হইবে না।

১৬.৬. যদি জমি উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কোন জমির, প্রকল্প নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, উন্নয়ন সাধন করা না হয় এবং কর্পোরেশন তজ্জন্য সময় বর্ধন না করে অথবা জমিটির উন্নয়ন উক্ত প্রকল্পের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তাহা হইলে কর্পোরেশন প্রবিধান অনুসারে জমিটি উন্নয়নের ভার স্বয়ং গ্রহণকরতঃ প্রয়োজনীয় নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করিতে পারিবে, এবং কর্পোরেশন কর্তৃক ব্যয়িত অর্থ জমির মালিকের নিকট হইতে তাঁহার উপর এই আইনের অধীন আরোপিত কর হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

## ১৭. ইমারত নিয়ন্ত্রণ

**ইমারত সম্পর্কিত প্রবিধান**

১৭.১. যদি কর্পোরেশন কোন ইমারত বা উহার উপর স্থাপিত কোন কিছু ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় পড়িবার সম্ভাবনাময় অবস্থায় রহিয়াছে বলিয়া মনে করে কিংবা উহা কোন প্রকারে উহার বাসিন্দাদের অথবা উহার পার্শ্ববর্তী কোন ইমারত বা উহার বাসিন্দাদের বা পথচারীদের জন্য বিপজ্জনক বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে কর্পোরেশন নোটিশ দ্বারা উহাতে উল্লিখিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য উক্ত ইমারতের মালিককে বা দখলকারকে নির্দেশ দিতে পারিবে, এবং যদি এই নির্দেশ পালনে কোন ত্রুটি হয় তাহা হইলে কর্পোরেশন নিজেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ব্যয়িত অর্থ ইমারতের মালিকের নিকট হইতে তাঁহার উপর এই আইনের অধীনে আরোপিত কর হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

১৭.২. যদি কোন ইমারত বিপজ্জনক অবস্থায় থাকে, বা উহা মানুষ বসবাসের অনুপযুক্ত হয় তাহা হইলে কর্পোরেশন উহার সন্তুষ্টি মোতাবেক ইমারতটি মেরামত না করা পর্যন্ত উহাতে বসবাস নিষিদ্ধ করিতে পারিবে।

## ১৮. রাস্তা

**সাধারণের রাস্তা**

১৮.১. কর্পোরেশন নগরীর অধিবাসী এবং নগরীতে আগন্তুকদের আরাম ও সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় রাস্তা এবং অন্যান্য যোগাযোগের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

১৮.২. কর্পোরেশন বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ ও রাস্তা উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন ও কার্যকর করিবে এবং ইহা বাবদ যাবতীয় ব্যয় বাজেটের অংশ বলিয়া গণ্য হইবে; তবে সরকার প্রয়োজনবোধে উক্ত কর্মসূচি পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে পারিবে।

**রাস্তা**

১৮.৩. কর্পোরেশনের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে এবং উক্ত অনুমোদনের শর্তানুযায়ী ব্যতীত কোন নতুন রাস্তা তৈয়ার করা যাইবে না।

১৮.৪. সাধারণের রাস্তা ব্যতীত অন্যান্য সকল রাস্তা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হইবে।

১৮.৫. কর্পোরেশন নোটিশ দ্বারা, নোটিশে বর্ণিত পদ্ধতিতে কোন রাস্তা পাকা করা বা উহার পানি নিস্কাশন বা উহার আলোর ব্যবস্থা করা বা অন্য কোন প্রকারে উহাকে উন্নত করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে; এবং যদি উক্ত নির্দেশ অমান্য করা হয়, তাহা হইলে কর্পোরেশন স্বীয় এজেন্ট দ্বারা উক্ত কার্য সম্পাদন করাইতে পারিবে এবং ইহা বাবদ ব্যয়িত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট হইতে তাহাদের উপর এই আইনের অধীন আরোপিত কর হিসেবে আদায়যোগ্য হইবে।

১৮.৬. কোন সাধারণ রাস্তা ছাড়া অন্য কোন রাস্তা কি পদ্ধতিতে সাধারণ রাস্তায় পরিবর্তিত করা যাইবে সরকার বিধি দ্বারা উহা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

**রাস্তা সম্বন্ধে সাধারণ বিধানাবলী**

১৮.৭. কর্পোরেশন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে যে কোন রাস্তার নামকরণ করিতে পারিবে এবং রাস্তার নাম উহার উপর বা উহার কোন মোড়ে কিংবা ইহার শেষ প্রান্তে বা প্রবেশ পথে পরিস্কারভাবে ফলকে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

১৮.৮. কোন ব্যক্তি কোন রাস্তা বা উহার নাম বা নাম ফলক বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত করিবে না কিংবা কর্পোরেশনের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত উহার নাম ফলক অপসারণ করিবে না।

১৮.৯. কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাস্তা ও ইমারত নির্মাণের সীমারেখা অংকিত করিতে পারিবে এবং কোন রাস্তা বা ইমারত নির্মাণের ব্যাপারে এইরূপ সীমারেখা মানিয়া চলিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

১৮.১০. কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা রাস্তার উপদ্রব এবং রাস্তা সংক্রান্ত ব্যাপারে অপরাধের সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে পারিবে এবং উহা প্রতিরোধ ও দূরীকরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

**অবৈধভাবে পদার্পণ**

১৮.১১. কর্পোরেশনের কোন রাস্তা, নর্দমা, ভূমি, বাড়ী, গলি বা পার্কে কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতিরেকে এবং উহার শর্তাবলী ব্যতীত কোন ব্যক্তি কোন প্রকারে অবৈধভাবে পদার্পণ করিবে না।

১৮.১২. উক্তরূপ অবৈধ পদার্পণ হইলে কর্পোরেশন নোটিশ দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবৈধ পদার্পণকারী ব্যক্তিকে তাঁহার অবৈধ পদার্পণ বন্ধ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে যদি তিনি এই নির্দেশ মান্য না করেন তাহা হইলে কর্পোরেশন অবৈধ পদার্পণ বন্ধ করিবার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এই বাবদ যে ব্যয় হইবে তাহা উক্ত পদার্পণকারীর নিকট হইতে তাহার উপর এই আইনের অধীন আরোপিত কর হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

১৮.১৩. ক্রমিক ১৮.১২ এর অধীনে জারিকৃত নোটিশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি নোটিশ প্রাপ্তির পনের দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবে এবং উহার উপর সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

**রাস্তায় বাতির ব্যবস্থা**

১৮.১৪. কর্পোরেশন সব ধরনের রাস্তায় বা উহার উপর ন্যস্ত সর্বসাধারণের ব্যবহার্য অন্যান্য স্থান যথাযথভাবে আলোকিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৮.১৫. কর্পোরেশন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাস্তায় আলোকিতকরণ, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

**রাস্তা ধোয়ার ব্যবস্থা**

১৮.১৬. কর্পোরেশন জনসাধারণের আরাম ও সুবিধার জন্য সাধারণ রাস্তা পানি দ্বারা ধৌত করিবার ব্যবস্থা করিবে।

**১৯. যানবাহন নিয়ন্ত্রণ**

১৯.১. পথচারীগণ যাহাতে পথ চলিতে বিপদগ্রস্ত না হন এবং তাহারা নিরাপদে ও অনায়াসে পথে চলাফেরা করিতে পারে সেই জন্য কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা যানবাহনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

**সাধারণ যানবাহন**

১৯.২. কোন ব্যক্তি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতীত নগরীতে মোটরগাড়ী ছাড়া অন্য কোন সাধারণ যানবাহন রাখিতে, ভাড়া দিতে বা চালাইতে পারিবেন না।

১৯.৩. কোন ব্যক্তি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতিরেকে এবং উহার শর্তানুযায়ী ব্যতীত কর্পোরেশন এলাকায় কোন সাধারণ যানবাহন টানিবার জন্য ঘোড়া বা অন্য পশু ব্যবহার করিতে পারিবে না।

১৯.৪. কর্পোরেশন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সাধারণ যানবাহনের ভাড়া নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং কোন ব্যক্তি এইরূপ নির্ধারিত ভাড়ার অধিক ভাড়া দাবী করিতে পারিবে না।

## ২০. জননিরাপত্তা

**অগ্নি নির্বাপণ**

২০.১. কর্পোরেশন অগ্নি নিরোধ ও অগ্নি নির্বাপণের জন্য দমকল বাহিনী গঠন করিতে পারিবে এবং উহার সদস্য সংখ্যা, যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

২০.২. নগরীতে কোন অগ্নিকাণ্ড ঘটিলে কোন ম্যাজিস্ট্রেট অথবা দমকল বাহিনীর কার্য পরিচালনাকারী কোন কর্মকর্তা কিংবা অন্যূন সাব ইন্সপেক্টরের পদ মর্যাদা সম্পন্ন কোন পুলিশ কর্মকর্তা-

(ক) কোন ব্যক্তি অগ্নিনির্বাপক কার্যে অথবা জানমাল রক্ষার ব্যাপারে বাধা প্রদান বা হস্তক্ষেপ করিলে তাহাকে অপসারণ করিতে বা অপসারণের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(খ) অগ্নিকাণ্ডের স্থানে বা উহার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে কোন রাস্তা বা পথ বন্ধ করিয়া দিতে পারিবে;

(গ) অগ্নি নির্বাপণের উদ্দেশ্যে যে কোন বাড়িঘর সম্পুর্ণ বা আংশিকভাবে ভাংগিয়া দিতে পারিবেন অথবা উহার মধ্য দিয়ে অগ্নি নির্বাপনকারী পানির পাইপ ও যন্ত্রপাতি নেওয়ার জন্য পথের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(ঘ) যেই স্থানে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছে সেই স্থানে পানির চাপ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উহার চতুপার্শ্বে অবস্থিত যে কোন পাইপ বন্ধ করিয়া দিতে পারিবে;

(ঙ) অগ্নি নির্বাপক গাড়ির দায়িত্বে নিয়োজিত কোন ব্যক্তিকে অগ্নি নির্বাপণে সম্ভাব্য সকল সাহায্য দানের আহবান জানাইতে পারিবে;

(চ) জানমাল রক্ষার্থে অন্য যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

২০.৩. এই ধারার অধীনে কোন কিছু করা হইলে অথবা সরল বিশ্বাসে করিবার জন্য ইচ্ছা করা হইলে তজ্জন্য কোন ব্যক্তিকে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না ।

২০.৪. উপধারা (৩) এ অথবা অন্য কোন আইনে বা কোন বীমা পলিসিতে যাহাই থাকুক না কেন, এই ধারার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করার ফলে কোন ক্ষতি হইলে সেই ক্ষতিকে কোন অগ্নি বীমা পলিসির প্রয়োজনে অগ্নিকাণ্ডজনিত স্ফীতি বলিয়া গণ্য হইবে ।

**বেসামরিক প্রতিরক্ষা**

২০.৫. কর্পোরেশন বেসামরিক প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে সহায়তা প্রদান করিবে ।

**২১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা**

২১.১. কর্পোরেশন এলাকায় যে কোন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার লক্ষ্যে সরকারের নীতি ও বিধি বিধান অনুযায়ী প্রশাসনের সহিত সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে ।

**২২. বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর বস্তুর ব্যবসা বাণিজ্য**

২২.১. সরকার বিধিমালা দ্বারা কি কি দ্রব্য বা ব্যবসায় এই ধারার উদ্দেশ্যে বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর তাহা নির্ধারণ করিবে ।

২২.২. কর্পোরেশন কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত কোন লাইসেন্স ব্যতিরেকে এবং উহার শর্তানুযায়ী ব্যতীত কোন ব্যক্তি-

(ক) কোন বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর ব্যবসা চালাইতে পারিবে না;

(খ) কোন বাড়িঘর বা স্থানকে কোন বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর ব্যবসার জন্য ব্যবহার করিতে দিতে পারিবে না; এবং

(গ) গার্হস্থ্য কার্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে বা কোন আইন দ্বারা নির্ধারিত সীমার অধিক কোন বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর বস্তু কোন বাড়ীঘরে রাখিতে পারিবে না ।

**২৩. গোরস্থান ও শ্মশান**

**২৩.১. কর্পোরেশন মৃত ব্যক্তির দাফন বা দাহের জন্য গোরস্থান ও শ্মশানের ব্যবস্থা করিবে এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে ।**

**২৩.২. সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোন গোরস্থান বা শ্মশানকে কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবে এবং অনুরূপ ঘোষণার পর উহা কর্পোরেশনে ন্যস্ত হইবে এবং কর্পোরেশন উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে ।**

**২৩.৩. যে সকল গোরস্থান বা শ্মশান কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত হয় না সেই সকল গোরস্থান বা শ্মশান কর্পোরেশনের নিকট রেজিস্ট্রিভুক্ত করাইতে হইবে এবং উহা প্রবিধান অনুযায়ী কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনাধীন থাকিবে ।**

**২৩.৪. কর্পোরেশন কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত কোন লাইসেন্স ব্যতিরেকে এবং উহার শর্তানুয়ায়ী ব্যতীত কোন নতুন গোরস্থান বা শ্মশান প্রতিষ্ঠা করা যাইবে না ।**

## ২৪. গাছ, পার্ক, উদ্যান ও বন

**বৃক্ষ রোপণ**

২৪.১. কর্পোরেশন নগরীর সাধারণ রাস্তা ও অন্যান্য সরকারি জায়গায় বৃক্ষ রোপণ করিবে এবং উহার সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে ।

২৪.২. কর্পোরেশন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বৃক্ষ-গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে ।

**উদ্যান**

২৪.৩. কর্পোরেশন নগরীর মধ্যে সর্বসাধারণের সুবিধা ও চিত্তবিনোদনের জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ উদ্যান নির্মাণ ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে, এবং প্রবিধান অনুযায়ী উক্ত উদ্যান পরিচালিত হইবে ।

২৪.৪. প্রত্যেক সাধারণ উদ্যানের উন্নয়নের জন্য কর্পোরেশন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবে ।

**খোলা জায়গা**

২৪.৫. কর্পোরেশন নগরীর মধ্যে সর্বসাধারণের সুবিধার্থে খোলা জায়গার ব্যবস্থা করিবে এবং উহাকে তৃণাচ্ছাদিত করিবার, ঘেরাও দেওয়া এবং মানোন্নয়ন করিবার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে ।

**বন**

২৪.৬. কর্পোরেশন বনোন্নয়ন করিতে পারিবে এবং বন-প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে এবং উহার বনাঞ্চলে বৃক্ষ রোপণ এবং সংরক্ষণ করিতে পারিবে ।

**বৃক্ষ সংক্রান্ত ক্ষতিসাধন কার্যাবলী**

২৪.৭. কর্পোরেশন বৃক্ষ ও চারা গাছের ধ্বংস সাধনকারী কীট-পতংগ বিনাশের ব্যবস্থা করিতে পারিবে ।

২৪.৮. যদি নগরীর কোন জমিতে বা অঙ্গণে ক্ষতিকর গাছপালা বা লতাগুল্ম জন্মে তাহা হইলে কর্পোরেশন নোটিশ দ্বারা জমি বা অঙ্গণের মালিক ও দখলদারকে উহা পরিষ্কার করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে, এবং যদি তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উহা করিতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে কর্পোরেশন নিজেই উহা পরিষ্কার করিতে পারিবে এবং ইহা বাবদ কর্পোরেশনের যাবতীয় ব্যয় উক্ত মালিক ও দখলদারের নিকট হইতে তাহাদের উপর এই অধ্যাদেশের অধীন আরোপিত কর হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে ।

২৪.৯. কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বিপজ্জনক বৃক্ষ কর্তন করিবার অথবা রাস্তার উপর ঝুলন্ত এবং রাস্তা চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী বা অন্য কোন অসুবিধা সৃষ্টিকারী উহার শাখা ছাটিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারিবে ।

২৪.১০. কর্পোরেশন, নোটিশ দ্বারা, উহাতে উল্লিখিত কোন এলাকায় জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোন শস্য উৎপাদন নিষিদ্ধ করিতে পারিবে ।

**২৫. পুকুর ও নিম্নাঞ্চল**

২৫.১. কর্পোরেশন পুকুর খনন ও পুনঃখনন এবং নিম্নাঞ্চলসমূহ পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে ।

## ২৬. শিক্ষা

**শিক্ষা**

২৬.১. কর্পোরেশন সরকারের নির্দেশ মোতাবেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে নগরীতে শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতে পারিবে ।

২৬.২. কর্পোরেশন যে সকল প্রতিষ্ঠান রক্ষণাবেক্ষণ করিবে সেই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিধি দ্বারা নির্ধারিত মানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিবে ।

২৬.৩. কর্পোরেশন নির্ধারিত ফিস ধার্য করিতে পারিবে ।

২৬.৪. কর্পোরেশন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে নগরীতে অবস্থিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে অর্থ সাহায্য প্রদান করিতে পারিবে ।

**বাধ্যতামূলক শিক্ষা**

২৬.৫. আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন সাপেক্ষে, কর্পোরেশন নগরীতে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য দায়ী থাকিবে এবং নগরীতে স্কুলে যাওয়ার বয়সী সকল ছেলেমেয়ে যাহাতে কর্পোরেশনের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে তাহা নিশ্চিত করিবার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে ।

**শিক্ষা সম্পর্কিত সাধারণ বিধানাবলী**

২৬.৬. করর্পোরেশন-

(ক) ছাত্রাবাসরূপে ব্যবহারের জন্য ভবন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে;

(খ) যোগ্যতাসম্পন্ন এবং মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদিগকে বৃত্তি প্রদান করিতে পারিবে;

(গ) শিক্ষকদের প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(ঘ) প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষার উন্নয়নের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(ঙ) অনাথ ও গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(চ) বিদ্যালয়ের পুস্তকাদি ও স্টেশনারী দ্রব্যাদির বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করিতে পারিবে;

(ছ) সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে-

১) শিক্ষা সমিতির উন্নয়নের সহায়তাদান করিতে পারিবে;

২) শিক্ষা জরিপ ব্যবস্থা এবং শিক্ষা বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবায়ন করিতে পারিবে;

৩) বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের জন্য বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্য প্রদানে দুগ্ধ ও খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে; এবং

(জ) শিক্ষার উন্নয়নে সহায়ক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে ।

## ২৭. সংস্কৃতি

### সংস্কৃতি

২৭.১. কর্পোরেশন-

(ক) নগরীর শিক্ষার প্রসারে এবং সমাজ উন্নয়ন ও জনস্বার্থে সম্পাদিত বিষয়ের প্রচারের জন্য তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে;

(খ) সর্বসাধারণের প্রতিষ্ঠান ও ব্যবহার্য জায়গায় রেডিও ও টেলিভিশন সেটের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে;

(গ) যাদুঘর ও আর্ট গ্যালারী স্থাপন এবং উহার রক্ষিত জিনিসপত্রের প্রদশনীর ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(ঘ) পাবলিক হল ও সমাজ কেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(ঙ) স্বাধীনতা দিবস ও অন্যান্য জাতীয় ছুটির দিনগুলি উদযাপন করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(চ) কর্পোরেশনে আগমনকারী বিশিষ্ট মেহমানদের সংবর্ধনার ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(ছ) জাতীয় ভাষার ব্যবহারে উৎসাহ দান করিতে পারিবে;

(জ) জনসাধারণের মধ্যে শরীর চর্চা, ব্যায়াম ও খেলাধুলার উৎসাহ দান এবং র‍্যালী ও টুর্নামেন্ট পরিচালনা করিতে পারিবে;

(ঝ) নগর ভ্রমণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(ঞ) নগরীর ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থানসমূহ সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(ট) সর্বসাধারণের চিত্তবিনোদনের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদির ব্যবস্থা গ্রহণ ও উন্নতি বিধান করিতে পারিবে; এবং

(ঠ) দেশীয় সাংস্কৃতির অগ্রগতি ও উন্নয়নের সহায়ক সম্ভাব্য অন্যান্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে ।

### পাঠাগারসমূহ

২৭.২. কর্পোরেশন, সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য সাধারণ পাঠাগার ও ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার করিতে পারিবে ।

### মেলা ও প্রদর্শনী

২৭.৩. কর্পোরেশন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নগরীতে কোন মেলা, প্রদর্শনী বা সাধারণ উৎসবের সময় জনস্বাস্থ্য ও জননিরাপত্তার প্রয়োজনে বা জনগণের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উহার দর্শকদের উপর ফিস ধার্য করিতে পারিবে ।

## ২৮. সমাজকল্যাণ

### সমাজকল্যাণ

২৮.১. কর্পোরেশন-

(ক) দুঃস্থদের জন্য জনকল্যাণ কেন্দ্র, আশ্রয় কেন্দ্র, এতিমখানা, বিধবা নিবাস অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে;

(খ) কর্পোরেশন নিজ খরচে নগরীতে মৃত নিঃস্ব ব্যক্তিদের মৃতদেহ দাফন ও দাহের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(গ) ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, জুয়া, মাদকদ্রব্য সেবন, মদ্যপান, কিশোর অপরাধ এবং অন্যান্য সামাজিক অনাচার প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(ঘ) সমাজ সেবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক গঠনে সংগঠিত করিতে পারিবে;

(ঙ) নারী, শিশু ও পশ্চাদপদ শ্রেণীর কল্যাণসাধনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে;

(চ) সমাজকল্যাণ ও সমাজ উন্নয়নমূলক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে ।

## ২৯. উন্নয়ন

**উন্নয়ন পরিকল্পনা**

২৯.১. কর্পোরেশন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবে তবে অনুরূপ পরিকল্পনা সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে হইবে এবং উহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির বিধান থাকিবে, যথাঃ-

(ক) কর্পোরেশনের কোন বিশেষ কার্যাবলীর উন্নয়ন;

(খ) পরিকল্পনার জন্য অর্থ সংগ্রহ এবং বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান ।

(২) সরকার কর্পোরেশন বা উহার কোন খাত হইতে প্রাপ্ত আয়ের সম্পুর্ণ বা কিয়দংশ কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে ।

**সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা**

২৯.২. কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন করিতে পারিবে ।

**বাণিজ্যিক প্রকল্প**

২৯.৩. কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে ।

## চতুর্থ তফসিল

(ধারা ৮৪ দ্রষ্টব্য)

### কর্পোরেশন কর্তৃক আরোপণীয় কর, উপকর, রেইট, টোল এবং ফিস

১) ইমারত ও জমির বার্ষিক মূল্যের উপর কর।
২) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর কর।
৩) ইমারত নির্মাণ এবং পুনঃনির্মাণের জন্য আবেদনের উপর কর।
৪) নগরীতে ভোগ, ব্যবহার বা বিক্রয়ের জন্য পণ্য আমদানীর উপর কর।
৫) নগর হইতে পণ্য রপ্তানির উপর কর।
৬) টোল জাতীয় কর।
৭) পেশা বা বৃত্তির উপর কর।
৮) জন্ম, বিবাহ, দত্তক গ্রহণ ও যিয়াফত বা ভোজের উপর কর।
৯) বিজ্ঞাপনের উপর কর।
১০) পশুর উপর কর।
১১) সিনেমা, ড্রামা ও নাট্য প্রদর্শনী এবং অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ এবং চিত্তবিনোদনের উপর কর।
১২) মোটর গাড়ী এবং নৌকা ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর কর।
১৩) বাতি ও অগ্নি রেইট।
১৪) ময়লা নিষ্কাশন রেইট।
১৫) জনসেবামূলক কার্য সম্পাদনের জন্য রেইট।
১৬) পানি কল ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য রেইট।
১৭) সরকার কর্তৃক আরোপিত করের উপর উপকর।
১৮) স্কুল ফিস।
১৯) কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত কোন জনসেবামূলক কার্য হইতে প্রাপ্ত করের উপর ফিস।
২০) মেলা, কৃষি প্রদর্শনী, শিল্প প্রদর্শনী, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য জনসমাবেশের উপর ফিস।
২১) বাজারের উপর ফিস।
২২) কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স, অনুমোদন ও অনুমতির জন্য ফিস।
২৩) কর্পোরেশন কর্তৃক কৃত কোন বিশেষ কার্যের জন্য ফিস।
২৪) পশু জবাই দেওয়ার জন্য ফিস।
২৫) এই আইনের যে কোন বিধানের অধীনে অনুমোদিত অন্য কোন ফিস।
২৬) সরকার কর্তৃক আইন বলে আরোপণীয় অন্য কোন কর।

## পঞ্চম তফসিল

(ধারা ৯৪ দ্রষ্টব্য)

### এই আইনের অধীনে অপরাধসমূহ

১) কর্পোরেশন কর্তৃক আইনানুগভাবে ধার্যকৃত কর, উপকর, টোল, রেইট ও ফিস ফাঁকি দেওয়া।

২) এই অধ্যাদেশ বা কোন বিধি বা প্রবিধানের অধীনে যে সকল বিষয়ে কর্পোরেশন কোন তথ্য চাহিতে পারে সেই সকল বিষয়ে কর্পোরেশনের তলব অনুযায়ী তথ্য সরবরাহে ব্যর্থতা বা উহার নিকট ভুল তথ্য সরবরাহ করা।

৩) এই অধ্যাদেশ বা কোন বিধি বা প্রবিধানের বিধান অনুযায়ী যে কার্যের জন্য লাইসেন্স বা অনুমতি প্রয়োজন হয়। সেই কার্য বিনা লাইসেন্স বা বিনা অনুমতিতে সম্পাদন।

৪) এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রয়োজনীয় অনুমোদন ব্যতিরেকে উহার নির্মাণ বা পুনঃনিমার্ণ।

৫) এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রয়োজনীয় অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন এলাকার উন্নয়ন।

৬) কর্পোরেশনের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন রাস্তা নির্মাণ বা নির্মাণ কার্য পরিচালনা।

৭) কর্পোরেশনের অনুমোদন ব্যতিরেকে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোন জনপথে অবৈধ পদার্পণ ।

৮) এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে কোন রাস্তার উপরে পিকেটিং করা, জীবজন্তু রাখা, যানবাহন জমা করিয়া রাখা, অথবা কোন রাস্তাকে যানবাহন বা জীবজন্তুকে থামাইয়া তাঁবু খাটাইবার স্থান হিসাবে ব্যবহার করা।

৯) গৃহপালিত জীবজন্তুকে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে দেওয়া।

১০) কর্পোরেশনের অনুমতি ব্যতিরেকে ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অবহেলাভাবে পায়খানার গর্ত বা নালা হইতে মলমূত্র বা অন্য কোন ক্ষতিকর পদার্থ কোন জনপথ বা সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোন স্থানের উপর ছড়াইয়া পড়িতে বা গড়াইয়া যাইতে দেওয়া বা এতদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত নয় এই প্রকার কোন নর্দমা, খাদ বা পয়ঃপ্রণালীর উপর পতিত হইতে দেওয়া।

১১) কর্পোরেশনের বিনা অনুমতিতে কোন জনপথে নর্দমা খনন বা উহার পরিবর্তন।

১২) কর্পোরেশনের বিনা অনুমতিতে কোন জনপথের নর্দমার সহিত কোন গৃহের নর্দমার সংযোগ সাধন।

১৩) কোন রাস্তায় অথবা কর্পোরেশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট নহে এই রকম স্থানে আবর্জনা নিক্ষেপ করা বা রাখা।

১৪) কর্পোরেশনের বিনা অনুমতিতে কোন বিপজ্জনক বা ক্ষতিসাধন ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা অথবা কোন বিপজ্জনক বা ক্ষতিসাধন দ্রব্য জমা করা।

১৫) পানীয় জল দূষিত বা ব্যবহারের অনুপযোগী হয় এমন কোন কাজ করা।

১৬) জনস্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক হওয়ার সন্দেহে কর্পোরেশন কর্তৃক কোন উৎস হইতে পানি পান করা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ঐ উৎস হইতে পানি পান করা।

১৭) সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোন পানীয় জলের উৎসের সন্নিকটে গবাদিপশু বা জীবজন্তুকে পানি পান করানো, বা গোসল করানো, প্রস্রাব করানো।

১৮) আবাসিক এলাকা হইতে কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত কোন পুকুরে বা ডোবায় অথবা উহার সন্নিকটে শন, পাট বা অন্য কোন গাছপালা ডুবাইয়া রাখা।

১৯) আবাসিক এলাকা হইতে কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে চামড়া রং করা বা পাকা করা।

২০) কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন বা পরিচালনাধীন পানি সরবরাহের কুপ, পাইপ, জলাধার অথবা কলকব্জা ইচ্ছাকৃতভাবে বা অবহেলাভরে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে দেওয়া।

২১) কর্পোরেশনের বিনা অনুমতিতে কোন পাইপ হইতে পানি লইয়া যাওয়া বা পানি ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করা।

২২) পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে স্থাপিত কোন পাইপ, মিটার অথবা অন্য কোন যন্ত্রপাতিতে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা।

২৩) আবাসিক এলাকা হইতে কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে মাটি, পাথর বা অন্য কিছু খনন করা।

২৪) আবাসিক এলাকা হইতে, কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত দূরত্বের মধ্য হইতে ইট ভাটি, চুন ভাটি, কাঠ কয়লা ভাটি ও মৃৎশিল্প স্থাপন।

২৫) কর্পোরেশন বিনা অনুমতিতে কোন জীবজন্তুর দেহাবশেষ ফেলা।

২৬) কর্পোরেশনের কর্তৃক নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও কোন পায়খানা, প্রস্রাবখানা, নর্দমা, মলমূত্র, পানি, আবর্জনা অথবা বর্জিত পদার্থ রাখিবার জন্য অন্যান্য স্থান বা পাত্র আচ্ছাদান, অপসারণ, মেরামত বা পরিষ্কার করিতে বা জীবাণুমুক্ত করিতে অথবা যথাযথভাবে রক্ষণ করিতে ব্যর্থতা।

২৭) কর্পোরেশন কর্তৃক কোন আগাছা ঝোপঝাড় বা লতাগুশ্ম জনস্বাস্থ্যের বা পরিবেশের-জন্য প্রতিকুল ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও উহা অপসারণ বা পরিষ্কার করিতে সংশ্লিষ্ট জমির মালিকের বা দখলদারের ব্যর্থতা ।

২৮) জনপথ সংলগ্ন কোন স্থানে জন্মানো কোন আগাছা, লতাগুল্ম বা গাছপালা জনপথের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া অথবা জনসাধারণের ব্যবহার্য পানির কোন পুকুর, কুয়া বা অন্য কোন উৎসের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট স্থানের মালিক বা দখলকার কর্তৃক উহা কাটিয়া ফেলিতে, অপসারণ করিতে বা ছাটিয়া ফেলিতে ব্যর্থতা ।

২৯) কর্পোরেশন কর্তৃক জনস্বাস্থ্যের জন্য বা পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত কোন শস্যের চাষ করা, সারের প্রয়োগ করা বা ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত পন্থায় জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা ।

৩০) কর্পোরেশন কর্তৃক জনস্বাস্থ্যের পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত কোন কূপ, পুকুর বা পানি সরবরাহের অন্য কোন উৎস পরিষ্কার করিতে, মেরামত করিতে, আচ্ছাদন করিতে বা ভরাট করিতে বা উহা হইতে পানি নিষ্কাশন করিতে উহার মালিক বা দখলকারের ব্যর্থতা ।

৩১) কর্পোরেশন কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া কোন জমি বা দালান হইতে পানি বা আবর্জনা নিষ্কাশনের জন্য যথোপযুক্ত পাইপ বা নর্দমার ব্যবস্থা জমি বা দালানের মালিক বা দখলকারের ব্যর্থতা ।

৩২) চিকিৎসক হিসাবে কর্তব্যরত থাকাকালে সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও কর্পোরেশনের নিকট তৎসম্পর্কে রিপোর্ট করিতে কোন চিকিৎসকের ব্যর্থতা ।

৩৩) কোন স্থানে সংক্রামক রোগের সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তৎসম্পর্কে কোন ব্যক্তির কর্পোরেশনের নিকট খবর দিতে ব্যর্থতা ।

৩৪) সংক্রামক রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত কোন স্থানকে রোগজীবাণুমুক্ত করিতে উহার মালিক বা দখলকারের ব্যর্থতা ।

৩৫) সংক্রামক ব্যধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক খাদ্য বা পানীয় বিক্রয় ।

৩৬) রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত কোন যানবাহনের মালিক বা চালক কর্তৃক উহাকে রোগজীবাণুমুক্ত করিতে ব্যর্থতা ।

৩৭) দুগ্ধের জন্য বা খাদ্যের জন্য রক্ষিত কোন প্রাণীকে ক্ষতিকর কোন দ্রব্য খাওয়ানো বা খাওয়ার সুযোগ দেওয়া ।

৩৮) এতদ্‌উদ্দেশ্যে নির্ধারিত স্থান ব্যতিরেকে অন্য কোন স্থানে মাংস বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোন প্রাণী জবাই করা ।

৩৯) ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক খাদ্য বা পানীয় সরবরাহ না করিয়া নিম্ন বা ভিন্ন মানের খাদ্য বা পানীয় সরবরাহ করিয়া ক্রেতাকে ঠকানো ।

৪০) কর্পোরেশনের বিনা অনুমাতিতে সাধারণের ব্যবহার্য বা রেজিস্ট্রিকৃত গোরস্তান বা শ্মশান নহে এই প্রকার কোন স্থানে মৃতদেহ দাফন বা দাহ করা ।

৪১) কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত রাস্তা ব্যতীত অন্য কোন রাস্তা দিয়া মৃতদেহ লইয়া যাওয়া ।

৪২) উপযুক্ত অনুমতি ব্যতিরেকে কর্পোরশনের দিক নির্দেশক ফলক বা বাতির খুটি বাতি নাড়াচড়া বা বিকৃত অথবা কর্পোরেশনের বাতি নিভাইয়া দেওয়া ।

৪৩) এতদ্‌উদ্দেশ্যে কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত কোন স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে বিজ্ঞাপন, নোটিশ, প্লাকার্ড বা অন্য কোন প্রকার প্রচারপত্র আটিয়া দেওয়া ।

৪৪) কোন অশ্লীল বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করা ।

৪৫) কর্পোরেশন কর্তৃক বিপজ্জনক বলিয়া ঘোষিত পদ্ধতিতে কাঠ, ঘাস, খড় বা অন্য কোন দাহ্য বস্তু স্তুপীকৃত করা ।

৪৬) সূর্যাস্তের অর্ধ ঘন্টা পর হইতে সূর্যোদয়ের অর্ধ ঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোন যানবাহন যথাযথ বাতির ব্যবস্থা না করিয়া চালানো ।

৪৭) যানবাহন চালানোর সময় সংগত কারণ ব্যতীত রাস্তার বাম পার্শ্বে না থাকা অথবা রাস্তায় চলাচল সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি-নিষেধ না মানা ।

৪৮) কর্পোরেশন কর্তৃক জারীকৃত কোন নিষেধাজ্ঞা ভংগ করিয়া রেডিও, টেলিভিশন বা বাদ্যযন্ত্র বাজানো, মাইক ব্যবহার, ঢাক-ঢোল পিটানো, ভেপু বাজানো, অথবা কাঁশা বা অন্য কোন জিনিষের দ্বারা আওয়াজ সৃষ্টি করা ।

৪৯) আগ্নেয়াস্ত্র, পটকা বা আতশবাজী এমনভাবে ছোড়া অথবা উহাদের লইয়া এমনভাবে খেলায় বা শিকারে রত হওয়া যাহাতে পথচারী বা পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী বা কর্মরত লোকজনের বা কোন সম্পত্তির বিপদ বা ক্ষতি হয় বা হইবার সম্ভাবনা থাকে ।

৫০) পথচারীদের বা পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী বা কর্মরত লোকজনের বিপদ হয় বা বিপদ হইবার সম্ভাবনা থাকে এমনভাবে গাছ কাটা, দালান-কোঠা নির্মাণ বা খনন কাজ পরিচালনা করা অথবা বিস্ফোরণ ঘটানো ।

৫১) হিংস্র কুকুর বা অন্য কোন ভয়ংকর প্রাণীকে নিয়ন্ত্রণ বিহীনভাবে ছাড়িয়া দেওয়া বা লেলাইয়া দেওয়া ।

৫২) কর্পোরেশন কর্তৃক বিপজ্জনক, বলিয়া ঘোষিত কোন দালান ভাংগিয়া ফেলিতে বা উহাকে মজবুত করিতে ব্যর্থতা ।

৫৩) কর্পোরেশন কর্তৃক মনুষ্য বসবাসের অনুপযোগী বলিয়া ঘোষিত দালান-কোঠা বসবাসের জন্য ব্যবহার করা বা কাহাকেও উহাতে বসবাস করিতে দেওয়া ।

৫৪) কর্পোরেশন কর্তৃক নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও কোন দালান চুনকাম বা মেরামত করিতে ব্যর্থতা ।

৫৫) কর্পোরেশন কর্তৃক নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও বাড়ী হইতে ময়লা নিষ্কাশনের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করিতে বাড়ীর মালিক বা দখলকারের ব্যর্থতা ।

৫৬) এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কর্পোরেশনের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে বা কর্পোরেশনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা প্রদান করা ।

৫৭) ভিক্ষার জন্য বিরক্তিকর কাকুতি-মিনতি করা বা শরীরের কোন বিকৃত অংগে বা নোংরা ক্ষতস্থান প্রদর্শন করা ।

৫৮) কর্পোরেশন কর্তৃক নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত এলাকায় পতিতালয় স্থাপন বা পতিতাবৃত্তি পরিচালনা করা ।

৫৯) কর্পোরেশনের কোন কমিশনার বা কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক সজ্ঞানে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, স্বয়ং বা কোন অংশীদার মারফত কর্পোরেশনের কোন ঠিকাদারীতে স্বত্ব বা অংশ অর্জন করা ।

৬০) কর্পোরেশন কর্তৃক অত্যাবশ্যকীয় কর্মকর্তা বা কর্মচারী বলিয়া ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও উক্তরূপ কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কাজে অনুপস্থিতি, কাজে গাফিলতি অথবা কাজ করিতে অস্বীকৃতি অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অদক্ষভাবে কাজ সম্পাদন ।

৬১) বিধি দ্বারা অপরাধ বলিয়া ঘোষিত কোন কাজ করা ।

৬২) এই অধ্যাদেশ বা কোন বিধি বা তদধীনে প্রদত্ত কোন আদেশ নির্দেশ বা কোন ঘোষণা বা জারিকৃত কোন বিজ্ঞপ্তির খেলাপ ।

৬৩) এই তফসিলে উল্লেখিত অপরাধসমূহ সংঘটনের চেষ্টা বা সহায়তা করা ।

## ষষ্ঠ তফসিল

(ধারা ১৩০ দ্রষ্টব্য)

### যে সকল বিষয় সম্পর্কে বিধি প্রণয়ন করা যাইবে

১) ওয়ার্ডসমূহের এলাকা নির্ধারণ, মেয়র এবং কমিশনারের নির্বাচন।

২) মেয়র এবং কমিশনার অপসারণের জন্য বিশেষ সভা আহ্বানের পদ্ধতি।

৩) কর্পোরেশনের কার্য কি প্রকার এবং কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিষ্পন্ন হইবে তাহা নির্ধারণ।

৪) পূর্তকাজ সম্পন্ন পদ্ধতি, পূর্তকাজ সম্পন্ন করিবার জন্য প্রদেয় টাকার হারের তফসিল, বাৎসরিক পূর্তকাজের কর্মসূচি এবং উহার মঞ্জুরী ও বাস্তবায়ন, পূর্তকাজ পরিদর্শন এবং পরিদর্শন কর্মকর্তাগণের ক্ষমতা।

৫) চুক্তি সম্পাদন, নিবন্ধন ও বলবৎ করিবার পদ্ধতি, সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ চুক্তিসমূহ সম্পাদনের ক্ষেত্রে কর্পোরেশন কর্তৃক পালনকৃত নীতিমালা।

৬) ঠিকাদারগণের নিবন্ধিকরণ ফিস, ঠিকাদার কর্তৃক প্রদেয় জামানত এবং জামানত বাজেয়াপ্তের শর্তাদি।

৭) রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য রেকর্ডসমূহ, কি কি রিপোর্ট এবং রিটার্ণ প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা নিরূপণ এবং তাহার প্রকাশনা পদ্ধতি, অপ্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্রের হেফাজতকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ধ্বংসকরণ।

৮) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার উপর কি কি ক্ষমতা ন্যস্ত হইবে এবং উহা কি প্রকারে নির্বাহ করা হইবে তাহা নির্ধারণ।

৯) কর্পোরেশনের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তদন্ত পদ্ধতি।

১০) কর্পোরেশন তহবিলের হেফাজত, বিনিয়োগ, পরিচালনা, প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ এবং ঋণ পরিশোধের জন্য বিশেষ ফান্ড (Sinking fund) ও অন্যান্য তহবিল স্থাপন।

১১) বাজেটের ফরম ও প্রণয়ন পদ্ধতি, কর্পোরেশনের নিকট বাজেট পেশ এবং তৎকর্তৃক উহা বিবেচনা, ও অনুমোদন পদ্ধতি, কর্পোরেশনের বাজেট সভা আহবান ও বাজেট সংশোধন পদ্ধতি।

১২) হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি, মাসিক ও বার্ষিক হিসাব প্রণয়ন, পরীক্ষা, প্রত্যয়ন ও প্রকাশনা।

১৩) কি কি উদ্দেশ্যে এবং কি প্রকারে ঋণ সংগ্রহ করা যাইবে তাহা নির্ধারণ, ঋণের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্দিষ্টকরণ।

১৪) কর্পোরেশনের সম্পদ বা তহবিল অবচয় বা অপ্রয়োগকারী ব্যক্তির দায়িত্ব নির্ধারণ পদ্ধতি।

১৫) সম্পত্তি নিবন্ধিকরণ ও প্রতিপাদন ও উহার হিসাব রক্ষণ।

১৬) কর, উপকর, রেইট, টোল, ফিস ও অন্যান্য দাবি নির্ধারণ, উসুল ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং তৎসম্পর্কে করদাতাদের দায়িত্ব।

১৭) অকট্রয় (Octroi) ফাঁকি বন্ধকরণ, অকট্রয় আদায়যোগ্য মালের তল্লাশী ও অকট্রয় আদায়ের জন্য পরিচালিত অভিযান দাবী।

১৮) কর এবং অন্যান্য দাবির বিল ও নোটিশ জারি পদ্ধতি, ক্রোক ও বিক্রয়পূর্বক কর এবং অন্যান্য দাবি আদায় পদ্ধতি, অনাদায়যোগ্য দাবি খারিজ।

১৯) এই অধ্যাদেশের অধীনে বিধি ধারা নির্ধারণযোগ্য অন্যান্য বিষয়।

## সপ্তম তফসিল

(ধারা ১৩১ দ্রষ্টব্য)

### যে সকল বিষয় সম্পর্কে প্রবিধান প্রণয়ন করা যাইবে

১) কর্পোরেশন ও উহার কমিটিসমুহের সভার কার্য পরিচালনা।

২) স্থায়ী কমিটি এবং অন্যান্য কমিটির সদস্য, চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচন।

৩) স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী।

৪) জনগণের অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে মূলতবী প্রস্তাব।

৫) সভা অভিযাচন।

৬) সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধকরণ।

৭) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

৮) সাধারণ সীলমোহর হেফাজত ও ব্যবহার।

৯) কর্পোরেশন অফিসের দপ্তর ও উপ-দপ্তর স্থাপন এবং উহাদের কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ।

১০) লাইসেন্স প্রদান পদ্ধতি।

১১) সরকারি ও বেসকারি মেলা অনুষ্ঠান ও উৎসব পালন, উক্তরূপ মেলা ও উৎসবের স্থানে দোকানপাট ও আমোদ-প্রমোদের স্থানের জন্য লাইসেন্স প্রদান, বেসকারি মেলার জন্য লাইসেন্স প্রদান, মেলা ও উৎসবাদি পরিদর্শন।

১২) সর্বসাধারণের জন্য চিত্তবিনোদন, আমোদ-প্রমোদ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা, বেসরকারি তত্ত্বাবধানে সর্বসাধারণের চিত্তবিনোদন ও আমোদ-প্রমোদের জন্য স্থানের লাইসেন্স প্রদান, সর্বসাধারণের চিত্তবিনোদন ও আমোদ-প্রমোদের স্থানে লোকজনের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ।

১৩) স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তদারকের জন্য জায়গা-জমি ও বাড়িঘর পরিদর্শন, বাড়িঘরের মালিক কর্তৃক আবর্জনা পরিষ্কার ও অপসারণ, ব্যক্তিগত পায়খানা ও প্রস্রাবখানা নির্মাণ ও পরিদর্শন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং ব্যক্তিগত ঝাড়ুদারের লাইসেন্স প্রদান।

১৪) রোগ-সংক্রামিত ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিষপত্র অথবা অন্যান্য দ্রব্যাদি অপসারণ, রোগ-সংক্রমণ মুক্তকরণ ও ধ্বংসকরণ, বাড়িঘর এবং যানবাহন রোগ-সংক্রমণ মুক্তকরণ, সংক্রামক রোগের বিস্তার রোধের ব্যাপারে জনসাধারণের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

১৫) সরকারি এবং বেসরকারি গোরস্থান ও শ্মশানের জন্য লাইসেন্স প্রদান ও উহাদের সংরক্ষণ, কবর, স্মৃতিসৌধ এবং স্মৃতিফলক সংরক্ষণ, গরীব ও দুঃস্থদের দাফন ও শবদাহের ব্যবস্থা, দাফন ও শবদাহের জন্য ফিস।

১৬) ক্ষতিকর ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ, বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর দ্রব্যাদির মজুদকরণ ও রক্ষণ।

১৭) অবৈধ পদার্পণ, নিয়ন্ত্রণ ও অপসারণ।

১৮) সাধারণ যানবাহন ও উহার চালক এবং উহার জন্য ব্যবহৃত জন্তু ও ব্যক্তির লাইসেন্স, উক্তরূপ যানবাহন ও জন্তু ও উহাদের রাখিবার স্থান পরিদর্শন, উক্তরূপ যানবাহন ও জন্তু দাঁড়াইবার স্থান ও উহার ব্যবহার, সাধারণ যানবাহন সংক্রান্ত অপরাধ।

১৯) বাজারে বিরক্তিকর বস্তু বা উপদ্রবের সংজ্ঞা নিরূপণ ও উহার নিরোধকরণ; বাজারে ষ্টল এবং মঞ্চ বরাদ্দকরণ; বাজারে বিক্রিতব্য পণ্য দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ।

২০) জীবজন্তুর মধ্যে ছোঁয়াচে রোগ বিস্তার প্রতিরোধকল্পে গৃহীতব্য ব্যবস্থা, ছোঁয়াচে রোগাক্রান্ত জীবজন্তুকে বাধ্যতামূলক টীকাদান বা উহার ধ্বংস সাধন, লাগামহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়ানো জীবজন্তু আটককরণ ও খোঁয়াড়ে আবদ্ধকরণ, বাসস্থানে জীবজন্তু রাখা নিষিদ্ধকরণ, গবাদিপশু রেজিস্ট্রিকরণ, বিপজ্জনক জীবজন্তুর সংজ্ঞা এবং উহার আটককরণ, ধ্বংস সাধন বা তৎসম্বন্ধে অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ।

২১) কসাইখানায় জন্তু জবাই নিয়ন্ত্রণ, জবাইর পূর্বে পশু পরীক্ষা এবং জবাইর পরে গোস্ত পরীক্ষা, পশু জবাই ফিস, কসাইখানার প্রাপ্য মনুষ্য ব্যবহার অনুপযোগী গোস্তের ধ্বংস সাধন বা তৎসম্বন্ধে অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণকরণ, অনুমোদিত কসাইখানায় জবাইকৃত পশুর গোস্ত বা যথাযথভাবে সংরক্ষিত গোস্ত ছাড়া অন্য কোন গোস্ত বিক্রয় করা নিষিদ্ধকরণ এবং অনুরূপ কোন গোস্তের ধ্বংস সাধন বা তৎসম্বন্ধে অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণকরণ; কসাইখানার বাহিরে গোস্ত বহন নিয়ন্ত্রণ অননুমোদিত কসাইখানা পরিদর্শন এবং অনুরূপ কসাইখানায় রাখা জন্তু ও গোস্ত আটক ও বাজেয়াপ্তকরণ।

২২) যানবাহন ও যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ, পথ চলাচল বিধি, যানবাহন চলাচল সংকেত বিধি, গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ ও বাতি জ্বালানোর সময়।

২৩) ইমারত নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ নিয়ন্ত্রণ, ইমারত পরিদর্শন; অননুমোদিত পূর্তকার্য বন্ধকরণ, পার্ক, সাধারণ উদ্যান ও সাধারণ খোলা জায়গা সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, পার্কে প্রবেশের জন্য ও উহার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবার জন্য প্রদেয় ফিস ।

২৪) সাধারণ পার্ক, সাধারণ উদ্যান ও সাধারণ খোলা জায়গার ব্যবহার ও উহাতে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ, পার্ক, সাধারণ উদ্যান ও সাধারণ খোলা জায়গা সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, পার্কে প্রবেশের জন্য ও উহার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবার জন্য প্রদেয় ফিস ।

২৫) ব্যক্তিগত নর্দমা নিয়ন্ত্রণ, নর্দমা সংরক্ষণ, পরিষ্কারকরণ ও পরিদর্শন, নর্দমা সংক্রান্ত অপরাধ ।

২৬) কর্পোরেশনের কোন কার্য যথাযথ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন বা এই অধ্যাদেশের কোন উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য প্রয়োজনীয়, বিধিতে উল্লিখিত নাই এই প্রকার কোন বিধান ।

২৭) এই অধ্যাদেশের অধীনে পদ্ধতিগত বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারণযোগ্য অন্যান্য বিষয় ।

## অষ্টম তফসিল

(ধারা ১৩২ দ্রষ্টব্য)

### যে সকল বিষয় সম্পর্কে উপ-আইন প্রণয়ণ করা যাইবে

১। লাইসেন্স অনুমোদন এবং অনুমতি মঞ্জুর, নিবন্ধন ও পরিদর্শন পদ্ধতি; লাইসেন্স, অনুমোদন, অনুমতি ফরম এবং ফিস ।

২। সরকারি ও বেসরকারি মেলা ও উৎসবাদি অনুষ্ঠান এবং উদ্‌যাপন; এইরূপ মেলা ও উৎসবাদির স্থানে দোকানপাট ও আমোদ প্রমোদের স্থানের লাইসেন্স প্রদান, বেসরকারি মেলার জন্য লাইসেন্স প্রদান ।

৩। জনসাধারণের চিত্তবিনোদন, আমোদ-প্রমোদ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ; বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় জনসাধারণের জন্য চিত্তবিনোদন ও আমোদ-প্রমোদ স্থানের ও আংগিনার লাইসেন্স প্রদান; জনসাধারণের চিত্তবিনোদন ও আমোদন প্রমোদ স্থানে লোকজনের আচরণ নিয়ন্ত্রণ ।

৪। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে জায়গা ও বাড়িঘর পরিদর্শন; বাড়িঘরের মালিক কর্তৃক আবর্জনা অপসারণ; সরকারি ও বেসরকারি শৌচাগার ও প্রস্রাবখানা নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিদর্শন; স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং বেসরকারি পর্যায়ে ঝাড়ুদারের লাইসেন্স প্রদান ।

৫। সংক্রমিত ব্যক্তিগত জিনিসপত্র, দ্রব্যাদি ও অন্যান্য বিষয় সম্পত্তি অপসারণ, সংক্রামক জীবাণু মুক্তকরণ; সংক্রামক রোগের বিস্তার রোধের বিষয়ে জনসাধারনের দায়িত্ব ও কর্তব্য ।

৬। সরকারি এবং বেসরকারি গোরস্থান ও শ্মশানের জন্য লাইসেন্স প্রদান ও এইগুলি রক্ষণাবেক্ষণ, এইরূপ স্থানে কবর, স্মৃতিসৌধ, স্মৃতিফলক ও অন্যান্য কাজ সংরক্ষণ; গরীব ও দুঃস্থদের দাফন ও দাহের ব্যবস্থা; দাফন ও দাহের জন্য ফিস ।

৭। ক্ষতিকরণ ব্যবসা বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ; বিপজ্জনক এবং আপত্তিকর দ্রব্যাদির মজুদকরণ ও রক্ষণ নিয়ন্ত্রণকরণ ।

৮। অন্যায় দখল নিয়ন্ত্রণ, দমন ও অপসারণ ।

৯। সাধারণ যানবাহন, সাধারণ যানবাহনের চালক বা বহন অথবা পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত জন্তু এবং ব্যক্তির লাইসেন্স; সাধারণ যানবাহন, সাধারণ যানবাহনের বহনের জন্য ব্যবহৃত জন্তু এবং যেইখানে এইরূপ যানবাহন ও জন্তু রাখা হয় তাহা পরিদর্শন; স্ট্যান্ডের ব্যবস্থা ও তাহাদের ব্যবহার পদ্ধতি; সাধারণ যানবাহন সম্পর্কিত অপরাধ ।

১০। যানবাহন ও যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ; রাস্তা চলাচল বিধি; যানবাহন চলাচল সংকেত নিয়মাবলী; যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ ও বাতি জালানোর সময় ।

১১। ইমারত নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ নিয়ন্ত্রণ; ইমারত পরিদর্শন; অননুমোদিত পূর্ত কাজ বন্ধকরণ; অননুমোদিত নির্মাণ কাজ ভেংগে ফেলা; ইমারত নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ সম্পর্কিত অপরাধ; ইমারত নির্মাণ/পুনঃনির্মাণের জন্য ফিস ।

১২। পার্ক, সাধারণ উদ্যান ও সাধারণ উন্মুক্ত জায়গা ব্যবহার ও তাহা পরিদর্শনকারী ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ; পার্ক, সাধারণ উদ্যান ও সাধারণ উন্মুক্ত খোলা জায়গা সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা; পার্কে প্রবেশের এবং পার্কের ব্যবস্থিত সুযোগ সুবিধা অথবা সাজ-সরঞ্জাম ভোগের জন্য ফিস ।

১৩। বেসরকারি নর্দমা নিয়ন্ত্রণ; রক্ষণাবেক্ষণ; পরিষ্কারকরণ এবং নর্দমা পরিদর্শন; নর্দমা সংক্রান্ত অপরাধ ।

১৪। বাজারে উপদ্রবের সংজ্ঞা নিরূপণ ও নিরোধকরণ; বাজার এলাকায় স্টল এবং স্ট্যান্ড বরাদ্দকরণ; বাজারে বিক্রয়ার্থ পণ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ।

১৫। জীবজন্তুর মধ্যে ছোঁয়াচে রোগ বিস্তার রোধকল্পে গৃহীতব্য ব্যবস্থা; এইরূপ রোগে আক্রান্ত পশুকে বাধ্যতামূলক টিকাদান অথবা ধ্বংস সাধন; ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ানো জীবজন্ত আটক এবং খোঁয়াড়ে আবদ্ধকরণ; বাসগৃহে জীব- জন্তু রাখা নিষিদ্ধকরণ; গবাদিপশু বিক্রয় নিবন্ধকরণ; বিপজ্জনক জীব-জন্তুর সংজ্ঞা নিরুপণ এবং এইরূপ জীব-জন্তু আটক, ধ্বংস অথবা অপসারণের পদ্ধতি ।

১৬। কসাইখানার পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ; জবাইয়ের পূর্বে পশু পরীক্ষাকরণ এবং জবাইয়ের পর গোস্ত পরীক্ষাকরণ; পশু জবাই ফিস; কসাইখানার কোন গোস্ত মানুষের ভোগের অযোগ্য পাওয়া গেলে ইহার ধ্বংস সাধন অথবা অন্য উপায়ে অপসারণ; সংরক্ষিত গোস্ত অনুমোদিত কসাইখানায় জবাইকৃত গোস্ত ব্যতীত অন্য যে কোন গোস্তের বিক্রয় বন্ধকরণ এবং এইরূপ গোস্ত ধ্বংস অথবা অন্য কোন উপায়ে অপসারণ; কসাইখানা হইতে গোস্ত পরিবহন নিয়ন্ত্রণ; অননুমোদিত জবাইয়ের স্থান পরিদর্শন এবং এইরূপ অননুমোদিত স্থানের পশু এবং গোস্ত আটক ও বাজেয়াপ্তকরণ ।

১৭। কর্পোরেশনের যে কোন কর্মকাণ্ডের উন্নতি সাধন ও অগ্রসরকরণ ।

১৮। এই অধ্যাদেশের যে কোন বিধানের অধীনে উপ-আইন দ্বারা নির্ধারণযোগ্য অথবা নির্দিষ্টকরণযোগ্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয় ।